মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর

জাতীয় সংসদে বক্তৃতামালা

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর
জাতীয় সংসদে বক্তৃতামালা

সম্পাদনায় ঃ আবুল আসাদ
সংকলন ঃ সালাউদ্দিন মোহাম্মদ বাবর
ও
আযম মীর শাহীদুল আহসান
(দৈনিক সংগ্রামের সিনিয়র রিপোর্টার ও সংসদ প্রতিবেদক)

www.bjilibrary.com

প্রকাশক ঃ

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী
প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

প্রকাশ কাল ঃ

মাঘ-১৪০২
রমযান-১৪১৬
জানুয়ারী-১৯৯৬

প্রচ্ছদ অংকন ঃ

হামিদুল ইসলাম

মুদ্রণে ঃ

আল-ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য ঃ সাদা- ৫০ টাকা
নিউজ-৩৫ টাকা

www.bjilibrary.com

গ্রন্থ সম্পর্কে কয়েকটি কথা

জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সংসদ হয় জনগণের। জনগণের সমস্যা, জনগণের দাবী নিয়ে সংসদ আলোচনা করে এবং জনগণেরই প্রয়োজনে সেখানে আইন প্রণয়ন হয়। সংসদ সদস্যদের কাজ হলো দেশের উন্নতি, অগ্রগতি ও জনগণের জন্যে কল্যাণকর হয় এমন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আইন প্রণয়নে সংসদকে সাহায্য করা এবং সেই সাথে দেশ ও জাতীয় জীবনে বিরাজমান সমস্যা-সংকট ও মানুষের প্রয়োজন সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, যাতে সরকার প্রকৃত পরিস্থিতি অবহিত হয়ে দেশের সমস্যা ও মানুষের প্রয়োজন পূরণে এগিয়ে যেতে পারে।

জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী হিসাবে পাবনার সাঁথিয়া থানা ও বেড়া থানার অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত এলাকা থেকে নির্বাচিত হবার পর আমি আমার সংসদ জীবনের গোটা সময়কালে এই দায়িত্ব পালনেরই চেষ্টা করেছি। একটি এলাকার জনপ্রতিনিধি হওয়া ছাড়াও আমি যেহেতু জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর সেক্রেটারী জেনারেলও, তাই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সববিষয়েই আমাকে দলের দৃষ্টিকোণ তুলে ধরতে হয়েছে।

জনগণ ও পার্টির দেয়া এই দ্বিবিধ দায়িত্ব আমি আমার সবটুকু আন্তরিকতা দিয়ে পালনের চেষ্টা করেছি। দেশ ও জনগণের সব সমস্যা এবং জাতীয় জীবনের সকল প্রয়োজন ও দাবীর ব্যাপারেই আমার সোচ্চার কণ্ঠ উচ্চারিত হয়েছে সংসদে। এই ক্ষেত্রে আমি জনগণের জরুরী সমস্যা এবং ইসলামের দৃষ্টিকোণকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছি।

বাজেট আলোচনায় আমি সবসময় কৃষক, শ্রমিক, তাঁতীদের স্বার্থ ও সমস্যাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। শতকরা আশিভাগ কৃষকের স্বার্থে আমি ভর্তুকি প্রত্যাহারের বিরোধিতা করে কৃষি উপকরণ ও সরঞ্জাম হ্রাসকৃত মূল্যে সহজ ব্যবস্থাপনার অধীনে সরবরাহের জন্যে সরকারের উপর চাপ দিয়ে এসেছি। তাদের জন্যে সুদবিহীন ঋণ বিতরণের দাবী করেছি এবং তাদের

www.bjilibrary.com

উৎপাদিত সকল পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার কথা বলেছি। বলেছি, গ্রামাঞ্চলের শতকরা ৯০ ভাগ কৃষক-শ্রমিক-স্বল্প বেতনভুক মানুষকে দুর্ভোগ-দুর্দশায় রেখে চকচকে শহর গড়ে দেশ উন্নত করা যাবে না। সুতা, রং-এর ন্যায্যমূল্য ও সহজ সরবরাহ নিশ্চিত করে এবং সহজ কিস্তিতে দুর্নীতিমুক্ত ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করে তাঁতীদের দুর্দশা লাঘব এবং গোটা দেশে তাঁত শিল্প ছড়িয়ে দিয়ে কাপড়ের অভাব দূর করার উপর আমি জোর দিয়ে এসেছি। শিল্পক্ষেত্রে নির্বিচার বাজার অর্থনীতি অনুসরণের মাধ্যমে দেশকে ভারতের বাজারে পরিণত করার বিরোধিতা করে আমি দেশীয় শিল্প সংরক্ষণ ও স্বনির্ভরতার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপসহ রফতানীমুখী শিল্পনীতি প্রণয়নের কথা বলেছি বারবার। আমি অব্যাহতভাবে বলে এসেছি, দারিদ্র বিমোচন সরকারের বাজেট এবং সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমি হিসাব দিয়ে বলেছি, সরকার যদি ইসলামের কল্যাণ অর্থনীতি অনুসরণ করেন এবং যাকাতের অর্থ আদায় ও কাজে লাগানো হয়, তাহলে দেশে দারিদ্রসীমার নীচে কোন মানুষ থাকবে না, কেউ গৃহহীন ও অভুক্ত থাকবে না, কেউই থাকবে না শিক্ষা ও চিকিৎসা বঞ্চিত এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশের বেকারত্ব দূর করা যাবে।

জনগণের এসব অর্থনৈতিক সমস্যা ছাড়াও আমি আমার নিজের এলাকার সমস্যা ও দাবী-দাওয়াসহ ফারাক্কা ও পানি সংকট, চোরাচালান, সেচ সংকট, পররাষ্ট্রনীতি, রোহিংগা, পুশইন, চেচনিয়া, বসনিয়া, কাশ্মীর, বাবরী মসজিদ, রেডিও-টিভির অনৈতিক আচার, মদ-জুয়া, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি ও শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ইত্যাদি অসংখ্য ব্যাপারে আমি কথা বলেছি সংসদে। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ও সন্ত্রাস সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে আমি সংসদে বলেছি, সরকার নিজে যদি সৎ ও আন্তরিক না হন, পুলিশ ও প্রশাসনকে যদি স্বাধীনভাবে কাজ করতে না দেয়া হয় এবং পুলিশ ও প্রশাসনকে যদি সৎ ও নীতি-নিষ্ঠ করে গড়ে তোলা না হয়, তাহলে সন্ত্রাস বৃদ্ধি ও আইন-শৃংখলার অবনতি রোধ করা যাবে না।

তথ্য-প্রমাণ সম্বলিত বাস্তব এসব বক্তব্যের কোনটাই সরকার অস্বীকার করতে পারেননি। কিন্তু মেনেছেন খুব অল্পই। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিএনপি সরকার তাদের খেয়ালখুশী অনুসারে কাজ করেছেন। ফলে জনগণ গণতান্ত্রিক সরকার পেলেও জনগণের মূল কোন সমস্যার সমাধান হয়নি। মানুষের দুঃখ-

www.bjilibrary.com

দারিদ্র বেড়েছে, শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েছে, নতুন শিল্প কারখানা বাড়েনি, হত্যা-সন্ত্রাস বেড়েছে, সন্ত্রাসের কারণে শিক্ষা-পরিবেশের আরও ক্ষতি হয়েছে, চরিত্রহীনতা ও বেলেল্লাপনা বৃদ্ধি পেয়েছে, সমাজের উঁচুস্তরে নৈতিকতার ধস তীব্র হয়েছে এবং দেশের স্বাধীনতা ও সংহতি বিরোধী শক্তি আরও শক্তি সঞ্চয় করেছে। এই অধঃমুখী সয়লাবকে আমরা জামায়াতে ইসলামীর ২০ জন সংসদ সদস্য নিয়ে রোধ করতে পারিনি। আমরা সংস্কার- সংশোধন দাবী করেছি ত্রুটিপূর্ণ আইন ও ব্যবস্থাপনার এবং দাবী জানিয়েছি কল্যাণকর নতুন আইন ও ব্যবস্থার। কিন্তু সংসদে ক্ষমতাসীন দল বিএনপি'র সংখ্যাগরিষ্ঠতা আমাদের দাবী, আমাদের আশা পূরণ হতে দেয়নি।

জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে সংসদে জনগণের পক্ষে আমি যা চেয়েছি, যা বলেছি তার স্মৃতিচারণ করতে গিয়েই এই বইখানা তৈরী হয়েছে। ১৯৯১ সালের এপ্রিলে সংসদে প্রবেশের পর অকার্যকর সংসদের অধিবেশন বয়কট করার পূর্ব পর্যন্ত তিন বছর ধরে সংসদে আমি যা বলেছি তার কিছু নোট আমার কাছে ছিল, সে নোট এবং সংসদে আমার বক্তৃতাসমূহ যা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তা নিয়ে এই বইখানা রচিত হয়েছে। অবশ্য মূল কার্যবিবরণীর সাথে তা মিলিয়ে দেখা হয়েছে।

তবে বইয়ের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে তিন বছরে সংসদে প্রদত্ত আমার সব ভাষণ এবং সব বক্তব্যের একটা অংশ মাত্র এই বইয়ে সন্নিবেশিত করা হলো।

ন্যায় এবং সত্য অমর ও অক্ষয়। আজ তাকে বাধা দিলেও, আজ তা অস্বীকার করলেও , কাল তা বাধা দিয়ে আটকানো যাবে না এবং অস্বীকার করাও সম্ভব হবে না। তাই আমি বিশ্বাস করি, গত সংসদে আমরা যা সরকারকে বুঝাতে পারিনি, সরকারকে দিয়ে গ্রহণ করাতে পারিনি, আগামী সংসদে তা পারব ইনশাআল্লাহ্। বিশজন সদস্য নিয়ে গত সংসদে যে কাজ আমাদের পক্ষে করা সম্ভব হয়নি, আগামী সংসদে আল্লাহ্ নিশ্চয়ই আমাদের এতটা শক্তি দেবেন যাতে ন্যায় ও সত্যের পক্ষে সংসদে আইন প্রণয়ন করে জনগণের দুঃখ-দুর্দশা দূর করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে এবং জনগণের সকল চাওয়া ও আশা-আকাংখার বাস্তবায়ন করতে আমরা পারব ইনশাআল্লাহ্। এই লক্ষ্য সামনে রেখেই জাতি, দেশ ও জনগণের স্বার্থে এবং সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে সংসদে উচ্চারিত আমার কিছু কথা জনগণের সামনে হাজির করছি এই গ্রন্থের মাধ্যমে।

www.bjilibrary.com

সংসদে দেয়া বক্তৃতা-বক্তব্য সংগ্রহ ও সম্পাদনা করে এই ধরনের একটি গ্রন্থ তৈরীর কাজ খুব কঠিন। এই কঠিন কাজে আমাকে সময় দিয়ে, শ্রম দিয়ে সাহায্য করেছেন দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক আবুল আসাদ ও সাংবাদিক সালাহউদ্দিন মোহাম্মদ বাবর এবং আযম মীর শাহীদুল আহসান। তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

মতিউর রহমান নিজামী

সেক্রেটারী জেনারেল, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

এবং পঞ্চম জাতীয় সংসদে জামায়াত সংসদীয় দলের নেতা

(পাবনা-১, সাঁথিয়া ও বেড়া থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য)

www.bjilibrary.com

সূচীপত্র

১৯৯১ সালে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের ভাষণের উপর আলোচনা ৯

দ্বাদশ সংশোধনী বিলের উপর আলোচনা ১৪

১৯৯১ সালের বাজেট বক্তৃতার উপর আলোচনা ২১

১৯৯২ সালে প্রদত্ত প্রেসিডেন্টের ভাষণের উপর আলোচনা ২৯

১৯৯২ সালে দ্বিতীয় বাজেটের উপর আলোচনা ৩৩

১৯৯৩ সালে প্রদত্ত প্রেসিডেন্টের ভাষণের উপর আলোচনা ৪৪

১৯৯৩ সালের বাজেটের উপর আলোচনা ৫১

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ৬৬

কারাগার পরিস্থিতি ৭২

রতন সেন হত্যাকান্ড প্রসংগে ৭৪

শিক্ষাংগনে সন্ত্রাস প্রসংগে ৭৫

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত সন্ত্রাস সম্পর্কে আলোচনা ৭৮

বাণিজ্য ঘাটতি সম্পর্কে আলোচনা ৮১

সুদমুক্ত কৃষিঋণ সম্পর্কে ৮৫

পাট সমস্যার উপর আলোচনা ৮৮

পাটের ন্যায্য মূল্য সম্পর্কে ৯০

তাঁতঋণ ও তাঁতীদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে ৯১

লবণ সংকট প্রসংগে ৯২

ফারাক্কা সমস্যা নিয়ে আলোচনা ৯৩

সেচ ও পানি সংকট সম্পর্কে ৯৬

পররাষ্ট্র নীতির উপর আলোচনা ৯৮

মায়ানমার সীমান্তে উত্তেজনা ও রোহিংগা সমস্যা প্রসংগে ১০২

www.bjilibrary.com

পুশ ইন প্রসংগে আলোচনা	১০৪
বসনিয়া-হারজেগোভিনা পরিস্থিতি	১০৬
বাবরী মসজিদ প্রসংগ	১১১
অধ্যাপক গোলাম আযম প্রসংগ -এক	১১৮
অধ্যাপক গোলাম আযম প্রসংগ-দুই	১২১
সরকারের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের উপর আলোচনা	১২৬
রেডিও-টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন প্রসংগে	১৩১
'৯১ এর প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় প্রসংগে আলোচনা	১৩৪
মদ, জুয়া ও ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ সম্পর্কে	১৩৯
ব্লাসফেমী আইন প্রণয়নের দাবী	১৩৯
সন্ত্রাস দমন বিল সম্পর্কে	১৪০
সংসদকে কার্যকরী করা প্রসংগে	১৪১

www.bjilibrary.com

১৯৯১ সালে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের ভাষণের উপর আলোচনা

জনাব স্পীকার, অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের ভাষণের উপর আনীত ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনার শুরুতে আমি শুকরিয়া জানাই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছে, যিনি মেহেরবানী করে ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সাফল্যের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছেন।

আজকের এই মহান সংসদ ছাত্র-শ্রমিক-জনতার দীর্ঘ ৯ বছরের আন্দোলনের ফসল। যারা এই দীর্ঘ সংগ্রামে প্রাণ বিসর্জন করেছেন, আমি আল্লাহ্র দরবারে তাদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি। সেই সাথে আমি এ কথাও শ্রদ্ধার সাথে স্বীকার করছি সংগ্রামী ছাত্র-শ্রমিক-জনতার পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে মাননীয় অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর নিয়োজিত নির্বাচন কমিশন জাতিকে ইতিহাসের প্রথম অবাধ ও নিরপেক্ষ সংসদ নির্বাচন উপহার দিয়েছেন। এ জন্য মাননীয় স্পীকার, আপনার মাধ্যমে তাদেরকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

জনাব স্পীকার, স্বৈরাচারের পতন ও কেয়ারটেকার সরকার গঠন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাফল্যের প্রথম পর্যায় । অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে এই সংসদের গঠন সেই আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় অতিক্রম মাত্র। চূড়ান্ত সাফল্য, প্রকৃত বিজয় এখনো অসম্পূর্ণ রয়েছে। এই সংসদ সেদিন সত্যিকার অর্থে জনগণের সংসদে পরিণত হবে, যেদিন নির্বাহী কর্তৃত্বের অধিকারী সরকার এই সংসদের কাছে পরিপূর্ণভাবে জবাবদিহি করবে, যেদিন সত্যিকার অর্থে সংসদীয় গণতন্ত্র বলতে যা বুঝায় তা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাবে, সেদিনই ছাত্র-জনতার ত্যাগ, কোরবানী সফল হবে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রকৃত বিজয় সূচিত হবে।

জনাব স্পীকার, অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের ভাষণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই তাঁর ভাষণের অষ্টাদশ প্যারায় তিনি এই সংসদকে যে একটি গুরুদায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, সেই দায়িত্ব পালন না করে যদি এই অধিবেশন সমাপ্ত করা হয়, তা হলে এই সংসদের একজন সদস্য হিসাবে ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজেকে নৈতিক দিক থেকে অপরাধী বলে মনে করব। অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের দেয়া সেই দায়িত্ব পালন করতে না পারলে জনগণের কাছে তার কি জবাব দেব?

www.bjilibrary.com

মহামান্য অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের প্রধান দায়িত্ব ছিল সুষ্ঠুভাবে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করে দেয়া। তিনি সে দায়িত্ব পালন শেষে এখন বিদায় চেয়েছেন। তাঁর বিদায়ের ব্যাপারে তিনি সংসদকে সিদ্ধান্ত দেয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ অথবা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য একটি পটভূমি নির্মাণ ছাড়া সংসদের অধিবেশন শেষ করা ঠিক হবে না। প্রেসিডেন্টের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে সংসদের অধিবেশন শেষ হলে সত্যিকার অর্থে এই সংসদের কার্যকারিতা নিয়ে জনমনে প্রশ্নের সৃষ্টি হবে।

সংসদের সার্বভৌমত্ব

জনাব স্পীকার, এখানে এখন তিন জোটের ঘোষণার ব্যাখ্যা নিয়ে বিতর্ক উঠেছে। এই তিন জোটের ঘোষণায় আমরা স্বাক্ষরকারী নই। তবে মাঠে-ময়দানের সংগ্রামে আন্দোলনে আমরা ছিলাম। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের বিজয়লগ্নে কেয়ারটেকার সরকারের যে রূপরেখা দেয়া হয়েছিল, সেই কেয়ারটেকার সরকারের উপস্থাপক আমরাই ছিলাম। নয় বছরের দীর্ঘ সংগ্রামের ফসল হিসাবে যে ধরনের নির্বাচন জনগণ চেয়েছিল সেই ধরনের নির্বাচন তারা পেয়েছে। কিন্তু সেই নির্বাচনের মাধ্যমে যে ধরনের সংসদ তারা চেয়েছিল, এই সংসদ সেই ধরনের সংসদে পরিণত হতে এখনো পারেনি। জনগণ যে সংসদের আকাংখা করে সেই সংসদ হবে স্বাধীন মর্যাদাসম্পন্ন। দেশের নির্বাহী কর্তৃপক্ষ সেই সংসদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে।

জনাব স্পীকার, অনেকে এই সংসদকে সার্বভৌম সংসদ বলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্র বলতে প্রকৃত অর্থে যা বুঝায়, সেই সংসদীয় গণতন্ত্রের যে সংসদ তার মর্যাদা, ক্ষমতা, কার্যকারিতা যতটুকু ঠিক সেই অর্থে যদি বন্ধুরা এই সংসদকে সার্বভৌম বলে থাকেন, তবে তাদের সেই বক্তব্য সঠিক বা শোভনীয় হতে পারে না। আমাদের বর্তমান সংবিধানে নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী প্রেসিডেন্ট। মন্ত্রিসভা ও অন্যান্য কর্মকর্তা প্রেসিডেন্টের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। তারা এই সংসদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়।

জনাব স্পীকার, বেশী দূরে যেতে চাই না। সাম্প্রতিক প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে পুনর্বাসন কার্যক্রমে সারা দুনিয়ার মানুষ আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে এটা আমাদের সকলের কামনা। ইতিমধ্যে অনেকেই সাড়া দিয়েছে, এতে আমরা সত্যিই আনন্দিত। এই দুর্যোগে আমরা একা নই। কিন্তু একটি দেশ মিলিটারী টাস্ক ফোর্স পাঠাচ্ছে, আর ঠিক সে সময় সংসদ চলছে। যদি সত্যিকার অর্থে সংসদ সার্বভৌম হত, তাহলে প্রথমে সংসদের অনুমোদন নিয়েই টাস্ক ফোর্সকে আসার অনুমতি দেয়া হত।

www.bjilibrary.com

জনাব স্পীকার, টাস্ক ফোর্স এর আগমন নিয়ে দেশে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে, আমাদের পররাষ্ট্র নীতির স্বাধীনতা নিয়ে কথা হচ্ছে। সেই সাথে এই সংসদের কার্যকারিতা নিয়েও সংশয় দেখা দিয়েছে।

অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

আমি এবার অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের ভাষণের উপর আলোকপাত করতে চাই। তাঁর ভাষণে দেশের অর্থনীতি এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার নিখুঁত ও বস্তুনিষ্ঠ চিত্র ফুটে উঠেছে। তাতে আমরা দেখতে পাই দেশের অর্থনীতি বিদেশ-নির্ভর এবং আমদানি-নির্ভর। বিগত বিশ বছরে বিদেশ-নির্ভরতা শতকরা ৭৪ ভাগ থেকে শতকরা ৯৯ ভাগে এসে উপনীত হয়েছে। দেশের রফতানি আয় গত বিশ বছরে মাত্র ৩১,৫৬০ কোটি টাকায় পৌছেছে। আর এখন রফতানি ব্যয় ৮৭,৯৫২ কোটি টাকা। আমাদের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ৪০ হাজার কোটি টাকা। আর বৈদেশিক অনুদান এবং সাহায্য পেয়েছি ৫৮ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু তার পরও আমাদের কাংখিত উন্নয়ন কর্মসূচীর লক্ষ্য অর্জিত হয়নি।

জনাব স্পীকার, প্রেসিডেন্টের ভাষণে আমরা দেখতে পেয়েছি দেশের মানুষের মাথা পিছু আয় ১৬০ ডলার। স্বল্প আয়ের মুটে মজুরের মাথা পিছু আয়ের অংক এর চেয়ে অনেক অনেক নীচে। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় পুঁজির উন্নয়ন বলতে জনগণের উন্নয়ন বুঝায় না। এই কয় বছরে ভূমিহীন কৃষক পরিবারের সংখ্যা বেড়েছে, দারিদ্রসীমার নীচে যেসব মানুষের অবস্থান, তাদের সংখ্যাও আশংকা জনকভাবে বেড়েছে। এমনিভাবে যদি আমরা লক্ষ্য করি দেখব, আমদানী নির্ভরতা বৃদ্ধির কারণে দেশের ৪ হাজার শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতার মাত্র ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশের ব্যবহার হচ্ছে। অর্থাৎ ৬০ থেকে ৬৫ শতাংশ উৎপাদন শক্তি অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে। তাই বিশ্ব বাজারে আমরা প্রতিযোগিতায় টিকছি না। সেজন্য বিদেশী পণ্য আমাদের বাজার দখল করে ফেলেছে।

জনাব স্পীকার, প্রেসিডেন্টের ভাষণে দেশের সামগ্রিক খাদ্য ঘাটতি দেখানো হয়েছে ১২ লাখ টন। তবে অন্য একটি রিপোর্টে দেখা যায় ঘাটতির পরিমাণ ১৯ লাখ টন। আমরা খুশী হতাম যদি এর সাথে দেখানো হত বাংলাদেশের কত লাখ একর জমি এখনো অনাবাদী রয়েছে। কত লাখ একর জমি অপরিকল্পিত বাঁধের জন্য, অপরিণামদর্শী প্রকল্প গ্রহণের জন্য এবং জলাবদ্ধতার কারণে আবাদ করা যাচ্ছে না। একই সাথে এই পরিসংখ্যান যদি আমরা পেতাম যে, দেশের বিভিন্ন স্থানে স্যালো টিউবওয়েল ও ডিপ টিউবওয়েল অকেজো হওয়ার কারণসহ অন্যান্য

www.bjilibrary.com

কারণে কত লাখ একর জমিতে ফসল হচ্ছে না। আমরা মনে করি উপরোক্ত সমস্যাগুলো যদি দূর করা যেত, তবে দেশে খাদ্য ঘাটতি তো হতই না বরং আমরা খাদ্য রফতানিকারক দেশে পরিণত হতাম।

জনাব স্পীকার, আমাদের দেশে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের পথে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে- দূর্নীতি, অব্যবস্থা, অযোগ্যতা এবং সেই সাথে অপরিণামদর্শী কার্যক্রম গ্রহণ। এর অবসান আমরা চাই।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রসংগে

দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই অব্যবস্থার অন্যতম কারণ দেশে সুস্থ রাজনীতির অভাব। অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে না পারার কারণে এতদিন দেশে সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ গড়ে উঠতে পারেনি এবং এজন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আমরা অর্জন করতে পারিনি। ষাটের দশকে এই অঞ্চলে আমরা স্বৈর শাসনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়েছি। এর পর সেই স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফসল স্বরূপ স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছিল। সেই সুবাদে দেশ একটি সংসদীয় পদ্ধতির সরকার উপহার পেয়েছিল। আওয়ামী লীগের সাথে আদর্শিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে মৌলিক মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমি তাদেরকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই যে, তারা দেশ স্বাধীন হবার পর সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে জাতিকে একটি সংবিধান উপহার দিয়েছিল। অল্প সময়ে একটি সংবিধান প্রণয়নের জন্যে তারা কৃতিত্ব দাবী করতে পারে। তবে অল্প কয়েক বছরের ব্যবধানে সেই ব্যবস্থা পাল্টে তারা প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল। এর পর থেকে গত ১৬ বছর দেশ পেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকারের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। আর এই পথে গত ৯ বছর আবার আমরা স্বৈরতন্ত্রের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়েছি। বস্তুতঃ এভাবে দেশ শাসিত হওয়ায় এখানে সুস্থ রাজনীতির বিকাশ ঘটেনি। আমাদের দেশের রাজনীতিতে নেতিবাচক এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে। এই রাজনীতির পরিবর্তে আদর্শ ও কর্মসূচীর রাজনীতি দেশবাসীকে উপহার দিতে হবে। আর তার প্রস্তুতি নিতে হবে এই সংসদের মাধ্যমে। অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত এই সংসদের কাছে এখন সেই সুযোগ এসেছে।

জনাব স্পীকার, এই সংসদ যদি গঠনমূলক দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়, সংসদীয় রীতিনীতি অনুশীলন করার মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে একটি রাজনৈতিক আচরণবিধি গড়ে তুলতে পারে। আর সরকারীদল যদি ডিফেন্সের খাতিরে ডিফেন্স না করে নিজেদের দুর্বলতাগুলো স্বীকার করে নেয়ার মানসিকতা

www.bjilibrary.com

প্রদর্শন করে, তবে বিরোধীদলের মধ্যে দায়িত্বশীলতা ও গঠনমূলক ইতিবাচক মনমানসিকতা গড়ে উঠতে পারে। এই অবস্থা সৃষ্টির জন্য পূর্বশর্তের কথা আমি আগেই বলেছি। যে ধরনের নির্বাচন জনগণ আকাংখা করেছিল তা তারা পেয়েছে। কিন্তু যে ধরনের সংসদ সম্পর্কে দেশবাসীর আকাংখা ছিল, সে সংসদ আজো তারা পায়নি। সংবিধান সংশোধন করে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করার মাধ্যমে আমরা সত্যিকার অর্থে সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারি। আর তাতে রাজনীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া সম্ভব হবে। দেশে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পাবে।

আমাদের অতীত ইতিহাস বড় করুণ, বড় বেদনার। জাতির দুর্ভাগ্য যে, অতীতের কোন সংসদই নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ করার সুযোগ পায়নি। যে সকল ছিদ্রপথের কারণে অতীতের সংসদগুলো নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ করার সুযোগ লাভ করেনি, সেই পথ ব্যবহার করে অসাংবিধানিক উপায়ে ক্ষমতা দখলের সুযোগ হয়েছে। এই সংসদের প্রধান দায়িত্ব সেই সব ছিদ্রপথে ছিপি এঁটে দেয়া। বিশেষ করে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে তাদেরকে, যারা ক্ষমতার আসনে বসার সুযোগ পেয়েছে। জনগণের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত দায়িত্ব পালনের জন্য এবং অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে অবদান রাখার কারণে মাননীয় প্রেসিডেন্টকে পুনরায় জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। [১৫-০৫-১৯৯১]

পঞ্চম জাতীয় সংসদের সদস্য হিসাবে শপথ গ্রহণ করছেন জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্যবৃন্দ

www.bjilibrary.com

দ্বাদশ সংশোধনী বিলের উপর আলোচনা

মাননীয় স্পীকার, জাতীয় সংসদে দ্বাদশ সংশোধনী বিলটি এসেছে একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে। বিরোধীদলের দাবীর মুখে, এ সংসদের চাহিদাকে সামনে রেখে, গণআকাংখ্যার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য এ বিল জাতীয় সংসদে এসেছে। এ বিলটি উত্থাপিত হওয়ার পর সর্বসম্মতভাবে বাছাই কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। বাছাই কমিটি ১৮ দিনে ৩৬টি অধিবেশনে মিলিত হয়ে সর্বসম্মতভাবে একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করে সংসদে পেশ করায় কমিটিকে মোবারকবাদ জানাই। আশা করি, দীর্ঘ ১৬ বছর পরে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা থেকে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় উত্তরণে আর কোন অন্তরায় নাই। এ বিল নিয়ে নানা রকম কথাবার্তায় জনমনে নানা আশংকার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু সর্বসম্মত রিপোর্ট সংসদে পেশের পর এ আশংকা দূর হয়েছে। বিল নিয়ে আলোচনার এ মুহূর্তে সরকারীদল ও বিরোধীদলের সকল সদস্যের বক্তব্য ও আচার-আচরণ দায়িত্বশীল হওয়া দরকার।

এই বিল ব্যতিক্রমধর্মী

মাননীয় স্পীকার, গত ২০ বছরে বাংলাদেশের সংবিধানের ১০টি সংশোধনী হয়েছে। এ অধিবেশনে একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী বিল আনা হয়েছে। এ সংসদ যেমন ব্যতিক্রম, তেমনি সংবিধান সংশোধনী বিল এবং পাসের ধরনও ব্যতিক্রমধর্মী। এবারের সংসদের কম্পোজিশন অন্যান্য সংসদ থেকে আলাদা। এবার যেহেতু একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাই বলতে গেলে এ সংসদে আমরা জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব দেখতে পাচ্ছি। সংসদে অধিকাংশ দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব আছে।

কেয়ারটেকার সরকার বিল সংযোজন করুন

এর আগের সংবিধান সংশোধনগুলি কিভাবে হয়েছে, তা এখানে আলোচিত হয়েছে। এই প্রথমবারের মত সংসদ দায়িত্বশীলতার সাথে সুচিন্তিতভাবে একটি ঐতিহাসিক সংশোধনী পাস করতে যাচ্ছে। এই সংশোধনী বিল বিচার-বিশ্লেষণের জন্য যে বাছাই কমিটি গঠিত হয়েছে, তাতে আমাদের দলের প্রতিনিধিত্ব ছিল। একটি সুশৃংখল রাজনৈতিক দলের সদস্য হিসাবে আমি তাই কমিটির রিপোর্টের বাইরে কোন কথা বলতে চাই না। তবে আমার একটা রাজনৈতিক কমিটমেন্ট

www.bjilibrary.com

আছে। যে কমিটমেন্ট নিয়ে আমি জনগণের কাছে গিয়েছিলাম এবং তারা আমাকে ভোট দিয়েছে, তার প্রতিধ্বনি আমাকে এ মহান সংসদে করতেই হবে।

মাননীয় স্পীকার, দ্বাদশ সংশোধনী বিলে একই সাথে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচন সংক্রান্ত বিলও যদি শামিল করা হতো, তবে তা খুবই ভালো হতো। আমি যে কেয়ারটেকার বিল জমা দিয়েছি, তাতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত আছে। কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা এ সংসদ পেয়েছি। সংবিধান সংশোধনের এ পর্যায়ে যদি নির্বাচনের এ ব্যবস্থাকে সংযোজন করা হতো এবং একই সাথে মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী নিবর্তনমূলক আইনগুলো শুধরে নেয়া যেতো, তবে জাতির গণতান্ত্রিক ভবিষ্যত রচনায় তা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতো। কোন কোন সদস্য রেফারেন্ডামের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছেন - এটা সার্বভৌম সংসদের জন্য প্রযোজ্য কিনা? আমাদের সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হবে।"

রেফারেন্ডাম গণতন্ত্রের পরিপন্থী নয়

জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস মেনে নেয়ার পর সংবিধানের মৌলিক কোন পরিবর্তনের জন্য জনগণের কাছে যাওয়া গণতন্ত্রের পরিপন্থী হতে পারে না, সংসদের সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী হতে পারে না। রেফারেন্ডাম যদি গণতন্ত্রের অধিক নিশ্চয়তা বিধানে সহায়ক হয়, তাহলে এ নিয়ে প্রশ্ন তোলা সমীচীন হবে না। আমরা অতীতে দেখেছি সংসদীয় সরকার পদ্ধতির পক্ষে ম্যান্ডেট নিয়ে সংসদে এসে সংবিধানের মৌলিক চরিত্রে পরিবর্তন আনা হয়েছে। ১৬ বছর পর আমরা আবার সংসদীয় সরকার পদ্ধতিতে সুইচ ওভার করতে যাচ্ছি। নয় বছরের রক্তঝরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পর আমরা যে পরিবর্তন করতে যাচ্ছি, ভবিষ্যতে যাতে কেউ ব্রুট মেজরিটির বলে তা আবার পাল্টে ফেলতে না পারে, সংবিধানের মৌলিক চরিত্র বদলাতে না পারে, সেজন্যই রেফারেন্ডামের ব্যবস্থা বহাল রাখা প্রয়োজন।

দল বদল রোধ করতে হবে

মাননীয় স্পীকার, দলবদল নিয়ে সংসদে আলোচনা হয়েছে। অনেকেই ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে যে ব্যবস্থা ছিল, তাকেই দলবদল রোধ করার জন্য যথেষ্ট মনে করেছেন। আমাদের দেশে দূর অতীত ও নিকট অতীতে রাজনৈতিক

www.bjilibrary.com

দলগুলির ভাংগা-গড়ার অনেক করুণ ইতিহাস আছে। এগুলিকে সামনে রেখে আমাদের ঠান্ডা মাথায় চিন্তা-ভাবনা করা দরকার।

কয়েকজন সদস্য বলেছেন, আমাদের কাছ থেকে ভারত শিক্ষা নিয়ে তারা তাদের সংবিধানে এটি যোগ করেছে। ভারতে গণতন্ত্র অত্যন্ত স্থিতিশীল এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। তা সত্ত্বেও ফ্লোর Crossing এর সুযোগ থাকার কারণে ভারতে ১৯৭৯ সালে একটা বিপর্যয় হয়েছিল। এরপর ১৯৮৫ সালে ভারতীয় সংবিধানে সংশোধন আনা হয়েছিল যে, এক-তৃতীয়াংশ সদস্য যদি দল ত্যাগ করে, তবে তাকে অনুমোদন করা হবে। কিন্তু এ কারণে ভি. পি. সিং-এর সরকার বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে।

মাননীয় স্পীকার, স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টির আগের তেইশ বছরে রাজনীতির ভাংগা-গড়ার করুণ ইতিহাস আছে। আইয়ুব খান সামরিক শাসনের যে কুপ্রথা জারী করেছে, তার অভিশাপ থেকে আমরা এখনো সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইনি। সেই সামরিক শাসন যে পথে এসেছিল, তার মধ্যে যেমন পার্লামেন্টে শাহেদ আলী হত্যার ঘটনাকে দেখি, তেমনি রয়েছে এ-বেলা এক মন্ত্রিসভা ও -বেলা আরেক মন্ত্রিসভা গঠনের ঘটনা এবং এ-বেলা একদলে, আবার ও-বেলা আরেক দলে যোগদানের ঘটনাবলী। এই করুণ ইতিহাস যেন আমরা ভুলে না যাই।

এভাবে দল ভাংগা ও দল বদলের পথ ধরে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তে চেপে বসেছিল প্রেসিডেন্সিয়াল সরকার পদ্ধতি। ষাট-এর দশকে সেই জগদ্দল পাথরের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করেছি। সেই আন্দোলনের ফসল স্বরূপ স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান রচিত হয় সংসদীয় সরকার পদ্ধতির ভিত্তিতে। দুর্ভাগ্যক্রমে তা আবার আমাদের হাতছাড়া হয়। যে কারণে আমরা প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির যাঁতাকলে ষোল বছর নিস্পেষিত হয়েছি। আজ আবার আমরা তা থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছি। এখন এ ব্যাপারে সংবিধানে প্রোটেকশনের ব্যবস্থা রাখা দরকার। যাতে করে অস্থিতিশীলতার সুযোগে আবার কোন স্বৈরাচারের আগমনের সুযোগ সৃষ্টি না হয়। ফ্লোর ক্রসিং-এর পথ বন্ধ করার জন্য সাংবিধানিক আইন কঠোরতর করতে হবে। সংসদে কোন দলের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে স্পীকার তাদের ডাকবেন। যিনি অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন পাবেন, তাঁর দলই সংসদে স্বীকৃতি পাবে। এভাবে সংসদে অন্তত উপদল সৃষ্টির সুযোগ বন্ধ হলে শুধু সরকারের স্থিতিশীলতা নষ্টের পথই বন্ধ হবে না, বরং এদেশে সুস্থ রাজনীতির বিকাশ ঘটবে।

www.bjilibrary.com

মাননীয় স্পীকার, দলবদল যদি আদর্শিক কারণে হয়, নীতির কারণে হয়, তবে তাকে শ্রদ্ধা করতে কোন দ্বিধা নেই। কিন্তু এযাবত কাল আদর্শ ও নীতির কারণে দলবদল বা ভাংগনের ঘটনা নেহায়েতই ব্যতিক্রম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত কোন্দল, নেতৃত্বের লিপ্সা ইত্যাদি কারণে দল ভেংগেছে। ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার কারণে শুধু যে সরকারের স্থিতিশীলতা নষ্ট হয় তা নয়, গণতন্ত্র ধ্বংস হওয়ারও আশংকা থাকে। গণতন্ত্রকে আমরা এখনো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পারিনি। গণতন্ত্রের ভিত্তি এখনো মজবুত শিকড়ের উপর দাঁড়ায়নি। এ অবস্থায় এমন কোন ছিদ্রপথ রাখা উচিত হবে না, যেপথ ধরে আবার রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নস্যাত হতে পারে, গণতন্ত্রের অভিযাত্রা রুদ্ধ হতে পারে।

রাষ্ট্রধর্ম রাখতে হবে

মাননীয় স্পীকার, রাষ্ট্রধর্ম সম্পর্কে সংসদে কথা উঠেছে। এ ব্যাপারে আমার দলের অবস্থান অত্যন্ত পরিষ্কার। আমরা রাষ্ট্রধর্মে বিশ্বাসী নই। ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে আমরা বাংলাদেশকে একটি আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাই। কিন্তু আজ যদি আমরা বলি, রাষ্ট্রধর্মের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম কায়েম হবে না, তাই তা পছন্দ করি না, তাহলে জনগণও পাল্টা যুক্তি দেখাতে পারে-যেদিন আপনারা পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ কায়েম করবেন, সেদিন আপনাদের কথা শুনবো। এখন এটা বাদ দেয়ার প্রয়োজন কি?

যে কারণে এখন আমরা 'বিসমিল্লাহ' এবং 'আল্লাহর প্রতি ঈমান ও পূর্ণ আস্থা'র বিরুদ্ধে কেউ কথা বলতে চাই না, সেই একই কারণে রাষ্ট্রধর্মের বিরুদ্ধে কথা এই মহান সংসদে বলা ঠিক হবে কিনা আমাদের বিবেচনা করে দেখা দরকার। রাষ্ট্রধর্ম যেভাবে সংবিধানে সংযোজিত আছে, তাতে অন্যকোন ধর্মাবলম্বীদের আতংকগ্রস্ত হওয়ার কোন কারণ দেখি না। এখানে পরিষ্কার উল্লেখ আছে, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। তবে অন্যান্য ধর্মও শান্তিতে পালন করা যাবে।

মাননীয় স্পীকার, ধর্মনিরপেক্ষতার প্রসংগও এখানে উঠেছে। যার যার রাজনৈতিক বিশ্বাস অনুযায়ী কথা বলবেন, তাতে আপত্তি করার কিছু নেই। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার আক্ষরিক অর্থ—সকল ধর্মের প্রতি নিরপেক্ষ আচরণ দুনিয়ার কোথাও চর্চা হয় না।

ইউ, কে, তে Monarch is the Head of the Church. তিনিই Supreme defender of Protestant faith. সুতরাং যে ইউ, কে, থেকে আমরা সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতি পেয়েছি, সেখানেই যখন এই ব্যবস্থা, তখন আর secularism কোথায় আছে?

www.bjilibrary.com

ভারত কেবল কাগজে সেক্যুলার

আমাদের নিকট প্রতিবেশী ভারত কাগজ-কলমে সেক্যুলার। বাস্তবে তারা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি যে আচরণ করেছে, তাতে তাদের secularism এর দাবী অসার।

আমাদের দেশেও ধর্মনিরপেক্ষতার আমদানী কিভাবে হয়েছে, তা জনগণ বিস্মৃত হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাজি খালাক'- কোরআনের এই আয়াতটি তুলে দেয়া হয়েছে। ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। কবি নজরুল ইসলামের নামে নতুন নামকরণ করতে গিয়ে নামের শেষাংশ বাদ দেয়া হয়েছে ইসলামের গন্ধ আছে বলে। কাউকে দোষ দেয়ার জন্য নয়, বরং ইতিহাসের সত্যই আমি তুলে ধরছি। এটাই হলো সেক্যুলারিজম-এর আসল রূপ।

[৪-০৮-৯১]

আমরা ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করি ঃ ধর্ম নিয়ে নয়

এই সংসদের অনেকেই কোরআনে করীম থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বক্তব্য রাখছেন। এতে আমরা আনন্দিত ও আশান্বিত। আমাদের বিশ্বাস মজবুত হচ্ছে যে, আজ যে কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সংসদের কার্যক্রম শুরু হয়, ইনশাআল্লাহ্ সেদিন খুব বেশী দূরে নয়, এ মহান সংসদের সকল কার্যক্রমের উৎস হবে মহাগ্রন্থ আল-কোরআন।

মাননীয় স্পীকার, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি আর ধর্মের নামে রাজনীতি বা ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার করা এক নয়। ধর্মের নামে রাজনীতি বা ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের আমি ঘোরতর বিরোধী। অনেকে এখানে ইসলামের ইতিহাসের কথা বলতে গিয়ে রাজা-বাদশাহদের ইতিহাস টেনে এনেছেন। মুসলমান রাজা-বাদশাহদের ইতিহাস আর ইসলামের ইতিহাস এক নয়। মুসলিম জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা আর ইসলামী আদর্শবাদ এক নয়। ধর্মের নামে রাজনীতি বা ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার আর ইসলামী আদর্শভিত্তিক রাজনীতি এক কথা নয়।

আমাদের আদর্শ ইমামগণ

মুসলিম রাজা-বাদশাহরা এক ধারা সৃষ্টি করেছেন। তার মোকাবেলায় ইমাম আবু হানীফা (রঃ) অন্য ধারা সৃষ্টি করেছেন। তিনি উমাইয়া-আব্বাসিয়া ডাইনাস্টিতে জেল খেটেছেন। যুলুমের শিকার হয়েছেন। ইমাম মালেক (রঃ)-ও রাজা-বাদশাহদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন। রাজা-বাদশাহরা মুসলিম উম্মাহর আদর্শ

www.bjilibrary.com

নয়। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ও ইমাম মালেক (রঃ) মুসলিম উম্মাহর আদর্শ।

একইভাবে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ), ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) তৎকালীন সময়ের শাসক রাজা-বাদশাহদের যুলুম-নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। তারা আমাদের আদর্শ।

এই উপমহাদেশের মুঘল সম্রাট আকবর-জাহাঙ্গীরের কোপানলে পড়ে নির্যাতিত হয়েছেন মুজাদ্দেদে আলফে সানী (রহঃ)। মুঘল সম্রাটরা আমাদের আদর্শ নয়। মুজাদ্দেদে আলফে সানী (রঃ) প্রমুখ মুসলিম উম্মার আদর্শ।

পাকিস্তান আমলেও শাসকরা পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ইসলামী রাজনীতির ধারক-বাহকদের উপর যুলুম-নির্যাতন চালিয়েছে।

অতএব, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও ধর্মের নামে রাজনীতিকে এক করে দেখা চরম বিভ্রান্তিকর। তারাই ধর্মের নামে রাজনীতি করেন, যারা মুখে বিসমিল্লাহ বলেন, আল্লাহর প্রতি ঈমানের ঘোষণা দেন, অথচ মদ-জুয়া হাউজিকে বৈধ করেন। ইসলাম বোঝেন না, মানেন না, কিন্তু নির্বাচন আসলেই ইসলামের কথা বলে ভোট চান যারা, তারাই ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করেন। নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবর শ্লোগানকে সাম্প্রদায়িক শ্লোগান বলে অভিহিত করেন, অথচ ভোট পাওয়ার জন্য এই শ্লোগানই উচ্চারণ করেন।

সমাজতন্ত্র ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে

মাননীয় স্পীকার, যে সমাজতন্ত্রের জন্ম হয়েছিল মানবতা বিরোধী পুঁজিবাদী শোষণ-নির্যাতনের প্রতিবাদে, আজ সেই সমাজতন্ত্রও ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের ব্যর্থতা সামগ্রিকভাবে প্রমাণ করেছে যে, মানবরচিত মতবাদ মানুষের কল্যাণ ও মুক্তি আনতে পারে না। মানবরচিত মতবাদ ও জড়বাদী সভ্যতার পতনের পটভূমিতে বিশ্বব্যাপী আবার ইসলামী চেতনা জাগ্রত হচ্ছে। দ্বিতীয় বৃহত্তর মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের এই বাস্তব পরিস্থিতি আমাদের উপলব্ধি করতে হবে।

এখন চলছে স্বৈরতন্ত্র

আমি এই মুহূর্তে মহান জাতীয় সংসদে শেষ নবী রাসূলুল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তিনি বলেছেন, তাঁর পরের যুগ হবে 'খেলাফতে রাশেদার' যুগ। এরপর আসবে 'মুলুকিয়াত' বা রাজতন্ত্রের যুগ। এরপর তিনি 'জবাবে রাজ' এর কথা বলেছেন। যার অর্থ স্বৈরতন্ত্র। তারপর আর একটি যুগ আসবে। তা হলো, 'খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়াত'।

www.bjilibrary.com

রাসূলে পাকের (সাঃ) সেই ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে নবুয়তের পর খোলাফায়ে রাশেদীন এসেছিলেন। ইতিহাস এর সাক্ষী। এরপর রাজতন্ত্র এসেছিল। বর্তমানে গোটা বিশ্বে যে শাসন ব্যবস্থা চলছে, হাদীসের আলোকে তার সবটাই স্বৈরতন্ত্র নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার বিকল্প নেই

তাই আজ বিশ্বমানবতার মুক্তি, যুলুম-নির্যাতন-পাশবিকতার অবসান এবং আমাদের দেশকে দারিদ্র, বেকারত্ব এবং সামাজিক শোষণ-নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য ইসলামী সমাজব্যবস্থার পূর্ণ বাস্তবায়ন ছাড়া কোন বিকল্প নেই। দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে আমরা যদি এদেশকে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারি, তাহলে মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব এবং তার মাধ্যমে গোটা বিশ্বের নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা আমরা অর্জন করতে পারি।

মাননীয় স্পীকার, দেশের মানুষকে ক্ষুধা-দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্তি দিতে হলে শুধু সংসদীয় গণতন্ত্রে উত্তরণই যথেষ্ট নয়। দেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য অতীতে আমরা চেষ্টা করে দেখেছি। কিন্তু ক্ষুধা-দারিদ্র, পরনির্ভরশীলতা বেড়েছে বৈ কমেনি। তাই আসুন, পূর্ব ধারণাসমূহ পরিহার করে মহাগ্রন্থ আল কোরআন থেকে হেদায়েত নিয়ে, রাসূল (সঃ)-এর আদর্শ অনুসরণ করে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাই। নতুন দিনের পথে যাত্রা শুরু করি।

[৪-০৮-৯১]

www.bjilibrary.com

১৯৯১ সালের বাজেটের উপর আলোচনা

মাননীয় স্পীকার, আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রথমেই বলতে চাই, এই সংসদে আমরা দায়িত্বশীল ও গঠনমূলক ভূমিকা পালনের অংগীকার নিয়ে বসেছি। সেই আলোকে এই বাজেটের ভালো দিকের প্রশংসা এবং ক্ষতিকর দিকের সমালোচনা করার ব্যাপারে আমার মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সংকোচ নেই। আমি চেষ্টা করবো প্রশংসা করার মত কোন বিষয় পেলে তার প্রশংসা করতে। কিন্তু দুঃখের সাথে আমাকে বলতে হচ্ছে, গতানুগতিকতার ছক থেকে ব্যতিক্রম কিছু আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়নি বিধায় একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রশংসাসূচক খুব বেশী কথা এ সংসদে উপস্থাপন করতে পারছি না।

অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা বিষয়বস্তুর দিক থেকে অত্যন্ত চমৎকার। কিন্তু এর প্রকৃতিতে গতানুগতিক ধারার বাইরে কোন পরিবর্তন আমরা দেখতে পাইনি। হাজার হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণ যে কারণে আমাদের ঘাড়ে চেপে বসে আছে, এই বাজেটেও সে কারণগুলি মূল বিষয় হিসেবে বর্তমান।

কেবল রোগ নির্ণয় করলে চলবে না

একদিকে দুর্নীতি ও অপচয় এবং অন্যদিকে বাজেট পরিকল্পনা প্রণয়নে বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ ও বিদেশ-নির্ভরশীলতা আমাদের বাজেটের গতানুগতিক ছক। এবারের বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রেও সেই ছক থেকে অর্থমন্ত্রী বেরিয়ে আসতে পারেননি। অবশ্য দেশের অর্থনৈতিক বিশৃংখলার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি অনেকাংশে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছেন। এজন্য তিনি প্রশংসার দাবীদার। কিন্তু শুধু রোগ নির্ণয়কে Half Treatment বলা যায়। রোগ নির্ণয়ের পর তা সারাবার জন্য চিকিৎসা যদি যথাযথ না হয়, সঠিকমাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করা না হয়, তবে ঐ Half Treatment কোন কাজে লাগে না। অর্থমন্ত্রী অর্থনৈতিক খাতের রোগ নির্ণয় যতটা সাফল্যের সাথে করতে পেরেছেন, সেই মোতাবেক রোগ সারাবার ঔষধ এ বাজেটের মধ্যে সন্ধান করে পাইনি।

বাজেটে আভ্যন্তরীণ সম্পদের উদ্বৃত্ত গত অর্থবছরের চেয়ে ৩৩০ কোটি টাকা কম দেখানো হয়েছে। যা গত বছরের সংশোধিত বাজেটের চেয়ে ৯২ কোটি টাকা কম। উন্নয়ন বাজেটে আভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকে প্রাপ্তি গত বছরের তুলনায় ২৬০ কোটি টাকা কম। এটা না হলে ২৫০ কোটি টাকা বাড়তি করের বোঝা থেকে এ জাতি রেহাই পেত। সর্বত্র দুর্নীতি, অপচয়ের রাস্তা খোলা রেখে হাজার হাজার

www.bjilibrary.com

কোটি টাকার খেলাপী ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা না করে জনগণের উপর বাড়তি কর আরোপের এই ব্যবস্থাকে কোনভাবেই গ্রহণ করা যায় না।

বিদেশ-নির্ভরতা কমাতে হবে

মাননীয় স্পীকার, আমাদের পক্ষ থেকে বিদেশ-নির্ভরতা এবং সুদের বিষয়ে বলার প্রেক্ষিতে ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে বলা হয়েছে, বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া কি কিছু করতে পারবেন? রাতারাতি কি সুদ বর্জন সম্ভব? এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট। বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান গ্রহণ হারামও নয়, ফরজও নয়। কিন্তু এই ঋণ ও অনুদান নিতে হবে আমাদের প্রয়োজন ও নিজস্ব পরিকল্পনার ভিত্তিতে। বাইরের কারোর নির্দেশনা ও পরিকল্পনায় অনুদান গ্রহণ করে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া দেশকে আমরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বনির্ভর করে ফেলবো -একথা আমি বলি না। অর্থমন্ত্রী ১৯৯৫ সালে বৈদেশিক ঋণ ৬৫ শতাংশে এবং ২০০০ সালে ৫০ শতাংশে নামিয়ে আনার কথা বলেছেন। এটা আশার কথা। কিন্তু বিদেশ-নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠার জন্য যে রাজনৈতিক সংকল্প ও সিদ্ধান্তের প্রয়োজন, এই বাজেটে তার কোন আভাস-ইংগিত আমার দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি। অনুৎপাদনশীল এবং বিলাসিতার কাজে বিদেশ থেকে ঋণ আনা এবং ব্যবহার করার পরিণাম দেশের জন্য যে কল্যাণকর নয়, এই তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে। অথচ এই বাজেট তা থেকে মুক্ত হতে পারেনি। বর্তমানে ৪০ হাজার কোটি টাকার ঋণ আমাদের ঘাড়ে। প্রতিবছর ৫শ' কোটি টাকার সুদ আমাদের ঘাড়ে চাপছে। কিন্তু এখনও আমাদের দেশ বিশ্বের দরিদ্রতম দেশের তালিকায় রয়েছে।

সুদ একটি অভিশাপ

মাননীয় স্পীকার, V.A.T.যে ভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে, তা অবশ্যই আলোচনার দাবী রাখে। একটা দেশ ও জাতিকে নতুন কিছু দিতে হলে বা সংস্কারমূলক কোন পদক্ষেপ নিতে হলে, আগে সমাজকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে নেয়া প্রয়োজন। আমি ইতিপূর্বেও এখানে বলেছি, সুদ নিছক ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষতিকর নয়। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেও সুদ একটা অভিশাপ। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা শোষণের হাতিয়ার। এই সুদ ভিত্তিক অর্থনীতির পরিণাম কতটা ভয়াবহ হতে পারে, আমাদের দেশের কৃষি ও শিল্প ঋণের উপর একটা সমীক্ষা চালালেই তা বোঝা যাবে। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দীন এই সংসদে প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন যে, ১০ হাজার কোটি টাকার খেলাপী ঋণ রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক স্বীকার করেছে যে, এর মধ্যে ৬ হাজার কোটি টাকার ঋণ আদায়ের কোন

www.bjilibrary.com

সম্ভাবনা নেই। অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ আরও বেশী। সুদভিত্তিক অর্থনীতির লীলাভূমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলি দ্রুত দেউলিয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ১৩৮টি ব্যাংক দেউলিয়া ঘোষিত হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, এবারের বাজেটে কৃষি উন্নয়ন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ একটু বেশী দেয়া হয়েছে। কিন্তু দশ বছরে এ খাতে ১১ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। কিন্তু এর কোন প্রভাব সমাজ ও অর্থনীতিতে তেমন পরিলক্ষিত হয়নি। আগামীতে এর সুফল পাওয়া গেলে অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দেয়ার আগাম ওয়াদা করে রাখলাম।

জমির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে হবে

মাননীয় স্পীকার, আমরা দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছি যে, আমাদের জমির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে না। চাষযোগ্য জমি বাড়ানোর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এক্ষেত্রে কোন উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। ১৯৭০-৭১ সালে আমাদের জমির উৎপাদন ক্ষমতা ছিল একর প্রতি ৫৬১ কেজি। ২০ বছরের ব্যবধানে ১৯৯০-৯১ সালে তা ৬০১ কেজিতে উন্নীত হয়েছে। এটা কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নয়। জাপানের কৃষি বিশেষজ্ঞ ডঃ ইরোশি কাতাই বাংলাদেশ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে, বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। কিন্তু এখানে সার, সেচ ও কীটনাশক ওষুধের সঠিক ব্যবহার না হওয়ার কারণে হেক্টর প্রতি জমির উৎপাদন ১.২০ টন। অথচ বাংলাদেশের জমির গুণ ও মান যা, তাতে হেক্টর প্রতি উৎপাদন ৪ টনে উন্নীত করা সম্ভব। এদিকে নজর না দেয়ায় আমাদের এই বিশ বছর ধরে প্রতি বছর লাখ লাখ টন খাদ্যশস্য আমদানি করতে হচ্ছে। অথচ দুঃখজনকভাবে লক্ষ্য করছি যে, কৃষিখাতে প্রদত্ত ভর্তুকি প্রত্যাহার করে এবং কৃষি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়ে কৃষি উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে।

যাদের নির্দেশ ও পরামর্শে আমরা কৃষিখাত থেকে ভর্তুকি তুলে নিচ্ছি, সেইসব দেশে কিন্তু কৃষিখাতে ভুর্তকি আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খামার মালিকরা মূল্য সহায়তা বাবদ প্রতি বছর ৫০ কোটি ডলার ভর্তুকি পায়। জাপানে গম এবং চাল উৎপাদনের উপর সবচেয়ে বেশী ভর্তুকি দেওয়া হয়। ইউরোপীয় গোষ্ঠীর মধ্যেও ভর্তুকির ব্যবস্থা আছে। খাদ্যে স্বনির্ভর হওয়ার স্বার্থেই কৃষিখাতে আমাদের ভর্তুকি দিতে হবে এবং কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করতে হবে।

বিপর্যয়ের মুখে শিল্প

মাননীয় স্পীকার, আজ অধিকাংশ শিল্পই বিপর্যয়ের মুখে। শিল্পখাতকে পর্যায়ক্রমে গুটিয়ে আনার একটা চেষ্টা আমরা লক্ষ্য করছি। ১৯৮৬-৮৭ সালে শিল্পখাতে

www.bjilibrary.com

ব্যয় বরাদ্দ ছিল ৭০৯ কোটি টাকা, ১৯৮৭-৮৮ সালে ৫৫৫ কোটি টাকা, ১৯৮৮-৮৯ সালে ৩৮০ কোটি টাকা এবং ১৯৯০-৯১ সালে ছিল ২০০ কোটি টাকা। এবারে ধার্য করা হয়েছে আরো কম। মাত্র ১১৮ কোটি টাকা। শিল্পখাতে বরাদ্দের অধগতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়েছে এবারের বাজেটেও। অথচ বেসরকারী খাতের মাধ্যমে এই অভাব পূরণ করা হয়নি এবং বর্তমান অবস্থায় তা সম্ভব নয়। একসময়ে পাইকারী জাতীয়করণ যেমন অপরিণামদর্শী প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি আবার রাষ্ট্রীয় সম্পদকে বিকেন্দ্রীয়করণের নামে পানির দরে ব্যক্তি মালিকানায় ফিরিয়ে দেয়াও অপরিণামদর্শী প্রমাণিত হবে। তাই এ ব্যাপারে আমাদের সজাগ ও সচেতন হতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, রফতানীর চেয়ে আমদানীর প্রবণতা আমাদের বেশী। এই বাজেটেও এর ব্যতিক্রম নেই। ১৯৭৪-৭৫ সাল থেকে ১৯৮৯-৯০ সাল পর্যন্ত রফতনীর পরিমাণ ছিল ৩১ হাজার কোটি টাকা। আর আমদানীর পরিমাণ ছিল ৮৮ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ৬০ হাজার কোটি টাকারও বেশী। বিগত বছরগুলিতে ৩ লাখ কার আমদানী করা হয়েছে। ১০ হাজার কোটি টাকার পেট্রোল আমদানী করা হয়েছে। ৯০ শতাংশ বিদেশী সাহায্য-নির্ভর অর্থনীতি এবং হাজার হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণের বোঝা যে জাতির ঘাড়ে, সে জাতির জন্য এই বিলাসিতা শোভনীয় নয়।

প্রযুক্তির অধিকারী হতে হবে

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি একটা বড় Factor। এর জন্য আমাদের বিজ্ঞান গবেষণায় বেশী গুরুত্ব দেয়া উচিত। এক সময় এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় ছিল। এখন একটা পরিদফতরের মাধ্যমে কাজ চলছে। বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মতই বরাদ্দ ধারাবাহিকভাবে কমে আসছে। একটা জাতি যদি সত্যিকার অর্থে আত্মমর্যাদাশীল ও স্বনির্ভর জাতি হিসাবে দাঁড়াতে চায় তাহলে তাকে জ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রে স্বকীয়তা অর্জন করতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তির অধিকারী হতে হবে। আমরা যাতে তা না হতে পারি, সেজন্যই বিজ্ঞান গবেষণাকে অবহেলা করা হচ্ছে। ১৯৮১-৮২ সালে যেখানে এই খাতে বরাদ্দ ছিল ২৯ কোটি ৩৫ লাখ টাকা, কমতে কমতে তা এবারের বাজেটে মাত্র ৮ কোটি ৯২ লাখ টাকায় এসে ঠেকেছে।

এনজিওর উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই

মাননীয় স্পীকার, এই বাজেটের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জন সম্ভব নয়। কেননা বাজেটের Concept হলো দাতা দেশগুলির আরোপিত স্বার্থ সংরক্ষণ। আর দাতা দেশগুলি এনজিওগুলিকে সরাসরি মদদ দিয়ে সরকারের ভিতরে আরেকটি

www.bjilibrary.com

সরকারের ভূমিকায় নামিয়েছে। এই এনজিওগুলির রয়েছে বিরাট অংকের বাজেট। যার উপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। ১৯৮৭-৮৮ সালের বন্যার সময় ১৪টি সাহায্যদাতা দেশ আমাদের সরাসরি সাহায্য না দিয়ে এনজিওদের সাহায্য পাঠায়। এভাবেই দাতা দেশগুলি এনজিওদের বিকল্প সরকার হিসাবে দাঁড় করাচ্ছে। স্বনির্ভরতার পথে এভাবেই অন্তরায় সৃষ্টি করা হচ্ছে। নয়া উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার এটা একটা সূক্ষ্ম কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়।

রাজনীতিকে খবরদারীমুক্ত করতে হবে

মাননীয় স্পীকার, বাংলাদেশকে একটি আধুনিক প্রগতিশীল কল্যাণরাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে আমাদেরকে একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসাবে দাঁড়াতে হবে।

এজন্য প্রয়োজন আমাদের রাজনীতিকে বাইরের Dictation মুক্ত করা। সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদ সহ সকল বহিঃ শক্তি থেকে আমাদের রাজনীতিকে মুক্ত করতে হবে। একই সাথে উন্নয়ন কর্মকান্ডকে বাইরের নির্দেশনামুক্ত রাখা জরুরী। প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে এবং তা করতে হলে যারা ক্ষমতায় আছেন, তাদেরকে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সামনে একটি উন্নত নৈতিক চরিত্র উপস্থাপন করতে হবে।

এই সাথে প্রয়োজন গোটা সমাজকে সন্ত্রাসমুক্ত করা। কেননা গণতন্ত্র আর সন্ত্রাস পাশাপাশি চলতে পারে না। দুর্নীতি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নও পাশাপাশি চলতে পারে না। আইনের শাসন এবং নীতি-নৈতিকতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একদিকে নিষ্ঠার সংগে আইন প্রয়োগ করতে হবে, পাশাপাশি আইন মানার জন্য নৈতিক মানোন্নয়নের উপর জোর দিতে হবে। জনগণের নৈতিক মানের উন্নয়ন ছাড়া কোন আইন কার্যকর হতে পারে না। সত্যিকার অর্থে আইনের শাসন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন যাদের কাম্য, তাদেরকে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে ভেবে দেখতে হবে।

সাঁথিয়া-বেড়ার সমস্যা

মাননীয় স্পীকার, আমি আমার নির্বাচনী এলাকার (পাবনা-১, সাঁথিয়া-বেড়া) কিছু সমস্যা সংসদে তুলে ধরতে চাই। বেড়া থেকে জেলা সদরের সাথে যোগাযোগের জন্য বেড়া-মাধপুর রাস্তাটি সড়ক ও জনপথ বিভাগের অধীনে নেয়ার জন্য আমি প্রস্তাব করেছিলাম। যোগাযোগ মন্ত্রী কথা দিয়েছেন প্রস্তাবটি বিবেচনা করবেন। আশা করি এলাকার জনগণের এই দাবীটি পূরণ হবে।

www.bjilibrary.com

৭৬ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রাক্কলন ধরে ১৯৭৯ সালে পাবনা সেচ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু প্রকল্পটি এখনও চালু হয়নি। প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলেছেন, শতকরা ৭৫ ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কেউ কেউ বলছেন, শতকরা ৬০ ভাগ কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু প্রকল্পটি এখনও চালু না হওয়ায় হাজার হাজার একর জমি জলাবদ্ধতার শিকার হচ্ছে। এত অর্থ ব্যয়ের পরও যদি প্রকল্পের কাজ শেষ না হয়, তবে তা হবে নিতান্তই দুঃখজনক। একদিকে বিপুল অংকের অর্থ ব্যয় হয়েছে, অন্যদিকে হাজার হাজার কোটি টাকার ফসল নষ্ট হচ্ছে। এই অপরিণামদর্শী প্রকল্পের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে।

এই প্রকল্পের একটি অংশ বেড়া বন্দর। ইছামতি নদীর উপর একটি বাঁধ দিয়ে এই বন্দরটি একেবারে শেষ করে দেয়া হয়েছে। এদিকে আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ইহুদীদের ষড়যন্ত্র জাল

মাননীয় স্পীকার, গোটা বিশ্বে মোড়লীপনা বজায় রাখার জন্য ইহুদীরা ষড়যন্ত্রের একটা জাল বিস্তার করে রেখেছে। মুসলিম বিশ্বে এই ষড়যন্ত্রের জাল আরো গভীরে প্রতিষ্ঠিত। এই ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করার জন্য আমাদেরকে নিজ আদর্শে বলীয়ান হতে হবে। আজকে গোটা বিশ্বে পুঁজিবাদের মোড়ল চক্র যে শোষণ চালাচ্ছে, সেই শোষণের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠছে। বিশ্বের শোষিত-বঞ্চিত মানুষের মধ্যে মুক্তির আকুতি আমরা লক্ষ্য করছি। মানবতা ও মনুষ্যত্বের এই বিপর্যয়ের মুহূর্তে গোটা বিশ্বের মানুষ ধর্মীয় চেতনার দিকে এগিয়ে আসছে। ইসলামী চেতনার উন্মেষ ঘটছে।

ঠিক এমনি এক মুহূর্তে ইহুদীচক্র এই ইসলামী চেতনার ব্যাপারে বিশ্ব জনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্য একে 'মৌলবাদ', 'সাম্প্রদায়িকতা', 'ধর্মান্ধতা' ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা করছে। আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলিতে তাদের নিয়ন্ত্রণ সবচেয়ে বেশী। এ কারণে আমরাও এদের প্রচারণার শিকার হয়ে গিয়েছি।

আলজেরিয়ায় মানবতা বিপর্যস্ত

মাননীয় স্পীকার, আলজেরিয়ার পরিস্থিতির দিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এ দেশটি শুধুমাত্র একটি মুসলিম রাষ্ট্রই নয়, একটি প্রগতিশীল দেশ হিসাবেও পরিচিত। ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত সে দেশটিতে একদলীয় শাসন ও সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। একজন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত Moderate নেতার নেতৃত্বে সেখানে গণজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে।

www.bjilibrary.com

আলজেরিয়ায় স্থানীয় সরকার নির্বাচনে তাদের অভূতপূর্ব বিজয় হওয়ার পর সেদেশে বহু দলীয় রাজনীতির দাবি উঠে। এই দাবীকে দমানোর জন্য ট্যাংক-কামান নামানো হয়েছে। সামরিক শক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে গণ-আন্দোলনকে দমিয়ে দেওয়ার প্রবণতাকে অবশ্যই সকল মহল থেকে মৌলিক মানবাধিকারের উপর আঘাত হিসাবে চিত্রিত করা উচিত ছিল। কিন্তু আলজেরিয়ার জনগণের গণ-অভ্যুত্থান যেহেতু ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে, তাই উল্টোভাবে আমাদের দেশের একটি বামপন্থী পত্রিকায় ঐ আব্বাসী মাদানীর গণ-অভ্যুত্থানকে ভুল মূল্যায়ন করা হয়েছে। একইভাবে তাদের উপরে সামরিক জান্তাকে যে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে, তোপ-কামান-ট্যাংক নামানো হয়েছে জনতার আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য এর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম সোচ্চার নয়।

মাননীয় স্পীকার, এই ব্যাপারটিকে আমাদের বুঝতে হবে। ইহুদী ষড়যন্ত্রের কবলে গোটা বিশ্বমানবতা আজ বিপর্যস্ত। গোটা বিশ্ব মানবতাকে এই বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসাবে আমাদেরকে নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে হবে।

ইসলাম মানবতার মুক্তি-সনদ

মাননীয় স্পীকার, ইসলামের কথা বলতে গেলে অনেকেই বলেন, ইসলাম আমাদের একার নয়। আমি এটা এক শ' বার স্বীকার করি ইসলাম আমার একার নয়। আমার দলের একার নয়। এমনকি আমি বলব, ইসলাম শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, ইসলাম গোটা বিশ্বের সকল মানুষের জন্য। সাদা-কালো নির্বিশেষে, ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য ইসলাম মানবতার মুক্তির মহা সনদ।

আজকের এই বিপর্যস্ত মানবতাকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ইসলাম যে অবদান রাখতে পারে, তাকে ছোট করে না দেখে আমাদের সকলের বিবেক দিয়ে বুদ্ধি খাটিয়ে যথার্থ মূল্যায়ন করা উচিত। এই মুহূর্তে বিশ্বমানবতার বিপর্যস্ত অবস্থাকে সামনে রেখে আল-কোরআনের একটি আয়াত উদ্ধৃত করে আমার কথা শেষ করতে চাই।

বিপর্যস্ত মানবতা ও মনুষ্যত্বের এই করুণ দৃশ্যকে সামনে রেখে কোরআনের আহবান—

এখানে দুনিয়ার সাদা-কালো, ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলে আজ একটি কথার

www.bjilibrary.com

উপরে আমরা ঐক্যবদ্ধ হই—যেটা সকলের জন্য সমানভাবে কল্যাণকর। কেউ কল্যাণ বেশী পাবে, কেউ কম পাবে, কারো ক্ষতি হবে, কারো লাভ হবে-এমন নয়। আল্লাহ ছাড়া আর কারো আনুগত্য করবো না—কারো আইন মানবো না - কারো শাসন মানবো না, কারো Sovereignty মানবো না, সেই আল্লাহকে মানতে গিয়ে কাউকে শরীক করবো না। কোন ধর্মনেতাকে শরীক করবো না- কোন রাজনৈতিক নেতাকে শরীক করবো না - কোন অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পুষ্ট ব্যক্তিকেও শরীক করবো না।

'ইয়াত্তাখিজু বাআদুনা বাআদান আরবাবাম মিন দুনিল্লাহ্।' অর্থাৎ আমরাও একে অপরকে না প্রভু বানাবো, না গোলাম বানাব। এই শেষের কথাটি যেমন ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য, তেমনি দেশের জন্যও প্রযোজ্য। আমরা কোন দেশকে না প্রভু বানাব, না গোলাম বানাব।

আল-কোরআনের মধ্যে গোটা বিশ্ব-মানবতার জন্য যে বিশ্বজনীন আবেদন রয়েছে, সেই আবেদন কার্যকর করলে আমরা সত্যিকার অর্থে আমাদেরকে একটি স্বাধীন জাতিসত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারব এবং বিশ্বের দরবারে ভিক্ষুকের জাতির বদনাম ঘুচিয়ে আমরা বরং অন্যদের সাহায্য করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারব। আমাদের সেই সংকল্পের প্রয়োজন। সেই দৃঢ় সংকল্পের ভিত্তিতে আমাদের মন-মানসিকতা গড়ে উঠুক, সেই কামনাই করি। [১২-০৮-৯১]

নবনির্বাচিত স্পীকার আবদুর রহমান বিশ্বাসকে স্বাগত জানাচ্ছেন জামায়াতের সংসদীয় দলের নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

www.bjilibrary.com

১৯৯২ সালে প্রদত্ত প্রেসিডেন্টের ভাষণের উপর আলোচনা

জনাব স্পীকার, মাননীয় প্রেসিডেন্টের ভাষণের উপর আনীত ধন্যবাদ প্রস্তাব প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই আমি সংবিধানের ৪৮ (২) অনুচ্ছেদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। যেখানে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্রপ্রধান রূপে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির উর্ধে স্থান লাভ করিবেন এবং একই সংবিধান ও অন্য কোন আইনের দ্বারা তাঁহাকে প্রদত্ত ও তাঁহার উপর অর্পিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করিবেন।" আমাদের সংবিধানে প্রেসিডেন্টের যে মর্যাদা নির্ধারণ করা হয়েছে তা কোন ব্যক্তির জন্য নয়। প্রেসিডেন্টের পদ একটি ইন্সটিটিউশন। এ জন্যেই তাঁর এই মর্যাদা। এই আলোকে প্রেসিডেন্ট জাতীয় ঐক্যের প্রতীক, সেই সাথে তিনি সংবিধানের অভিভাবক। এই মর্যাদা রক্ষা করা যেমন প্রেসিডেন্টের নিজের দায়িত্ব, তেমনি এ ক্ষেত্রে সরকারেরও দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদ মাধ্যমে প্রটোকল অনুযায়ী প্রেসিডেন্টের যে স্থান দেওয়া উচিত সেটা দেয়া হচ্ছে না। জনমনে ইতিমধ্যে এ নিয়ে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। এটা ভাল দৃষ্টান্ত নয়। সংবিধানের প্রতি সম্মান দেখানোর স্বার্থে সরকারের পক্ষ থেকে এ ধরনের দৃষ্টান্ত যাতে স্থাপিত না হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। আমরা এ ব্যাপারে সরকারকে সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ করছি।

জনাব স্পীকার, সেই সাথে আমি আরো বলতে চাই, জাতীয় নেতৃবৃন্দ জাতির গৌরব, জাতির গর্বের বস্তু। তাঁরা কোন দলের নয়। তাঁরা গোটা জাতির সম্পদ। জাতীয় পর্যায়ের ব্যক্তিদের দলীয়করণ করা হলে তাঁদের মর্যাদা ছোট করা হয়। ইতিহাসে যার যতটুকু পাওনা, তাঁকে ততটুকু দেওয়া উচিত। কৃত্রিম উপায়ে সেটাকে খাটো করে দেখানো উচিত নয়। আবার অতিরিক্ত বাড়িয়ে দেখানোও সঙ্গত নয়। যার যতটুকু পাওনা তাকে ততটুকু দেয়াই সুষ্ঠু রাজনীতির দাবী। এর বিপরীত কিছু করাটাই রাজনৈতিক সংকীর্ণতা বলে অভিহিত করা যায়। দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর এমন সংকীর্ণতা যেন আমাদের পেয়ে না বসে। এ ব্যাপারে আমাদের সবার সজাগ থাকা উচিত।

কেয়ারটেকারের স্থায়ী বিধান চাই

জনাব স্পীকার, সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর এই মহান সংসদে প্রেসিডেন্ট প্রথম ভাষণ দিতে এসে বলেছিলেন, এই সংসদ এক অনন্য সংসদ। প্রেসিডেন্টের এই

www.bjilibrary.com

বক্তব্য যথার্থ। ইতিহাসের প্রথম অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা এই সংসদকে পেয়েছি। সেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে। অনন্য এই সংসদকে সমুন্নত রাখার স্বার্থে যেমন আমরা সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছি, তেমনি ভবিষ্যতের সংসদ নির্বাচনগুলি যাতে অবাধ ও নিরপেক্ষ হতে পারে তার জন্য একটি সাংবিধানিক ব্যবস্থা হওয়া দরকার। কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে এই সংসদ গঠিত হয়েছে। অনুরূপ ব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা এ ব্যাপারে একটি নিশ্চয়তা পেতে পারি। আমরা আশা করব সরকারের পক্ষ থেকে এ ধরনের সাংবিধানিক ব্যবস্থার পদক্ষেপ নেয়া হবে। আমাদের দেশে নির্বাচনের পর যারা পরাজিত হন, তারা কারচুপির অভিযোগ আনেন। যারা বিজয়ী হন, তারা বলেন, নির্বাচন অবাধ নিরপেক্ষ হয়েছে।

নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে, আমি মনে করি যারা নির্বাচিত হবেন বা ক্ষমতাসীন হবেন তাদের বরং সুবিধা হবে। পৃথিবীতে এমন দুই একটি দৃষ্টান্তও আছে যে, ক্ষমতাসীন সরকারের অধীনে নির্বাচন হবার পর সেই নির্বাচনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে গণআন্দোলন করা হয়েছে। আর তাতে সরকারের পতনও ঘটেছে। এমন একটা অবাঞ্ছিত, অনাকাংখিত পরিস্থিতি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার ব্যবস্থা হতে পারে যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাংবিধানিক ব্যবস্থা আমরা করতে পারি। সেই সাথে অনন্য এই সংসদের অনন্য বৈশিষ্ট ধরে রাখতে হলে বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে আলাদা করতে হবে। আমি সংসদের পক্ষ থেকে আশা করব সরকারের তরফ থেকেই বিচার বিভাগকে আলাদা করার উদ্যোগ গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রকে অর্থবহ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

জনাব স্পীকার, সংসদীয় গণতন্ত্রে উত্তরণের পর গণতন্ত্রকে ধরে রাখার জন্য সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। যে সব ছিদ্রপথ দিয়ে অতীতে গণতন্ত্র ব্যাহত হয়েছে সেইগুলি বন্ধ করতে হবে। মনে রাখতে হবে সমাজে কিন্তু এখনো গণতন্ত্রের শত্রুরা রয়েছে।

আমি এখানে আমাদের সমাজে বিরাজিত আরো একটি সমস্যার কথা বলতে চাই। সেটা হচ্ছে সন্ত্রাস। সন্ত্রাস আমাদের সবার জন্য এক দুঃস্বপ্ন। সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হচ্ছে বলে মনে হয় না, বরং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সন্ত্রাসের কিছু নমুনা আজকের পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছে। মিরপুরে একজনকে হাত পা বেঁধে কাঁটা চামচ দিয়ে তার চোখ উপড়িয়ে ফেলা হয়েছে। সন্ত্রাস ও গণতন্ত্র পাশাপাশি চলতে পারে না। সন্ত্রাসের মাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি

www.bjilibrary.com

ঘটেছে। এটা রোধ করা না গেলে গণতন্ত্রকেও ধরে রাখা যাবে না। এব্যাপারে সরকারকে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে। শুধু আইন প্রণয়নই যথেষ্ট নয়, আইনের যথার্থ প্রয়োগ ও সরকারের পক্ষ থেকে আইনকে আপন গতিতে চলতে দেয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। একই সাথে ক্ষুধা, দারিদ্র, বেকারত্ব এবং দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধগতির অভিশাপ জাতিকে শেষ করে ফেলেছে। এটা যদি রোধ করা না যায়, শুধু গণতন্ত্রের ফাঁকা বুলিতে মানুষের মনে আস্থা সৃষ্টি হতে পারে না। গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের আকর্ষণ সৃষ্টি হতে পারে না।

আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি

মাননীয় স্পীকার, সেই সাথে দুর্নীতি এবং নৈতিক অবক্ষয় রোধ করা না গেলেও আমরা গণতন্ত্রকে অর্থবহ করতে পারব না। সন্ত্রাস এবং গণতন্ত্র যেমন পাশাপাশি চলতে পারে না, তেমনি উন্নয়ন ও দুর্নীতি পাশাপাশি চলতে পারে না। দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করার ব্যাপারে তাই জাতীয় পর্যায়ে একটা ঐক্য ও সমঝোতা প্রয়োজন এবং সরকারের পক্ষ থেকে এজন্য ভূমিকা নেয়া দরকার। আমাদের দেশে এক কোটি বেকার যুবক রয়েছে। এ যুব শক্তিকে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি না দিলে, না আমরা আইন-শৃংখলার উন্নতি করতে পারব, না সন্ত্রাস দমন করতে পারব, না এদেশের অসামাজিক কার্যকলাপ থেকে যুব সমাজকে মুক্ত করতে পারব। তাই দেশের যুব সমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করে উৎপাদনমূলক কাজে লাগাবার জন্য সরকারকে বিশেষভাবে সচেষ্ট হতে হবে। দেশের উন্নয়নের স্বার্থে কৃষিখাতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কৃষিখাতে ভর্তুকি প্রত্যাহার করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত পাল্টিয়ে কৃষিখাতে পুনরায় ভর্তুকির ব্যবস্থা করতে হবে।

কাজের বিনির্ময়ে খাদ্য কর্মসূচী বাস্তবে আমাদের জন্য লাভজনক হচ্ছে, না ক্ষতিকর হচ্ছে তা একটু তলিয়ে দেখা দরকার। এভাবে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর মাধ্যমে আমরা অব্যাহতভাবে পরনির্ভরশীল থাকতে বাধ্য হচ্ছি। ভিক্ষুকের জাতি হিসাবে আমরা চিহ্নিত হচ্ছি। আমার মনে হয় এর পিছনে একটা চিন্তা কাজ করছে। সম্ভবত তাদের চিন্তা ঃ ভিক্ষা নাও, গম খাও আর চোর বানাও। এই পথে আত্মনির্ভর ও মর্যাদাশীল জাতি হিসাবে আমরা কোন দিন গড়ে উঠতে পারব না। দেশের নিজস্ব আঙ্গিকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উপর আমাদের গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। পরনির্ভরশীলতা এন, জি, ও নির্ভরশীলতা ও বিদেশ-নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠার জন্য প্রয়োজনে কৃচ্ছ্রতার পথ বেছে নিতে হবে। এ ব্যাপারে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন ।

www.bjilibrary.com

জনাব স্পীকার, ফারাক্কার প্রশ্নটি এখন জাতিসংঘে নেয়া প্রয়োজন। দ্বিপাক্ষিক কোন আলোচনা এযাবত ফল বয়ে আনতে পারেনি। গঙ্গা নদীর পানি বন্টনের ব্যাপারে চুক্তি নবায়ন আমরা করতে পারিনি। এই সমস্যা নিয়ে আমাদের বসে থাকার অবকাশ নেই।

জনাব স্পীকার, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের মুসলিম দেশগুলির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে ষড়যন্ত্র চলছে, সেই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে যদি আমরা সজাগ ও সচেতন না হই, তাহলে কোন দিন আমরা আত্মনির্ভরশীল হতে পারব না।

সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত

জনাব স্পীকার, সোভিয়েত ইউনিয়নের আত্মবিলুপ্তির পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এককভাবে গোটা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। যুক্তরাষ্ট্র নতুন বিশ্ব গড়ে তোলার শ্লোগান দিয়ে মূলত বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সে তার এই যাত্রা পথের কাঁটা মনে করছে দেশে দেশে ইসলামী গণজাগরণকে। দেশে দেশে ইসলামী গণজাগরণকে ঠেকাবার জন্য একদিকে শক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে, আর অপরদিকে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। যার নগ্ন প্রকাশ ঘটেছে আলজেরিয়ায়। বিশ বছর পর সেখানে নির্বাচন হয়েছে। সেই নির্বাচনে যারা জনগণের রায় পেয়ে বিজয়ী হয়েছে, তাদের ক্ষমতায় আসতে না দিয়ে সমর নায়কদের লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কামান দিয়ে জনগণের রায়কে নিষ্পেষিত করা হচ্ছে। যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী তাদের উচিত ছিল এটাকে নিন্দা করা এবং জনগণের পক্ষে কথা বলা। কিন্তু সেটা তারা করেনি। কারণ আলজেরিয়ায় যারা বিজয়ী হয়েছে তারা নাকি মৌলবাদী।

অপপ্রচার করে ইসলামী গণজাগরণকে মৌলবাদ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

[১৮-০২-৯২]

www.bjilibrary.com

১৯৯২ সালে দ্বিতীয় বাজেটের উপর আলোচনা

১৯৯২-৯৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের উপর আলোচনার শুরুতেই বলতে চাই যে, অর্থ-বিল পাস হওয়ার পরে আলোচনাটা জমে না। একটা প্রস্তাব রাখতে চাই, ভবিষ্যতে বাজেট অধিবেশন যেন মে মাসের শেষের দিকে শুরু করা হয়। তাহলে আমরা এই জটিলতা এড়াতে পারব। বাজেট আলোচনা শেষ হওয়ার পরই অর্থ-বিল পাস করা সমীচীন হবে। বাজেট আলোচনা অর্থবহ হবে।

দ্বিতীয়ত, সংসদীয় গণতন্ত্রে উত্তরণের পর সংসদ-সদস্যদের গণপ্রতিনিধি হিসাবে অর্থবহ অংশগ্রহণের সুযোগের জন্য আমি একটি প্রস্তাব রাখতে চাই। বাজেট প্রণয়নের আগে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এ বিষয়ে যদি কিছু আলাপ-আলোচনা হয়, গত বৎসরের বরাদ্দ সম্পর্কে আলোচনা হয়, আগামী বছরের জন্য যদি কিছু সুপারিশ আনা যায়, তাহলে জনপ্রতিনিধি হিসাবে সংসদ-সদস্যদের অংশগ্রহণ কিছুটা অর্থবহ হতে পারে।

বিদেশী ডিকটেশন বন্ধ করতে হবে

মাননীয় স্পীকার, আমাদের দেশের অর্থনীতি মূলত বিদেশ, এনজিও ও আমদানী-নির্ভর এবং সুদভিত্তিক। এই কারণে আমরা আমাদের দেশকে একটি স্বনির্ভর দেশ হিসাবে আধুনিক প্রগতিশীল কল্যাণ রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার জন্য যে ধরনের উদ্যোগ, পরিকল্পনা, বাজেট প্রণয়ন প্রয়োজন তা করতে পারছি না।

মাননীয় স্পীকার, আমি অবশ্য এ কথা বলব না যে, এক্ষুণি আমাদেরকে বিদেশ-নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠতে হবে। বিদেশের সাহায্য নেয়া আমাদের দৃষ্টিতে হারামও নয়, ফরজও নয়। তবে, এটা নিতে হবে নিজস্ব পরিকল্পনার আলোকে নিজেদের প্রয়োজনকে সামনে রেখে। প্রস্তাবিত বাজেট আমাদেরকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত করতে পারছে না যে, বিদেশের ডিকটেট করা টার্মসকে এড়িয়ে আমরা বাজেট প্রণয়ন করতে পেরেছি।

আমদানী-নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠে রফতানীযোগ্যতা অর্জনের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু বল্গাহীন বাজার অর্থনীতি আমাদেরকে পুনরায় আমদানী-নির্ভরই করে তুলবে। রফতানীযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করবে বলে মনে হয় না।

www.bjilibrary.com

এনজিও বাজেটের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই

আমাদের এই বাজেটের বাইরেও একটা বাজেট আছে। তাহলো এনজিওদের বাজেট। যেটার উপর আমাদের কোন হাত নেই। কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। দেশে দারিদ্র, বেকারত্ব আছে। আর তাদের পাশে এনজিওরা কাজ করছে। এজন্য এনজিওদের বিরুদ্ধে কথা বলতে আমার নিজের মনেও বাধে। কিন্তু এরপরও দেশের বৃহত্তর স্বার্থকে সামনে রেখে একটু গভীরে বিষয়টি তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। আসলেই এনজিওদের কার্যক্রম আমাদের জাতীয়তাবোধকে চ্যালেঞ্জ করে কিনা, আমাদের জন্য এটা কোন বিপদ ডেকে আনতে পারে কিনা?

এনজিওদের ব্যাপারে আমি এর আগেও বলেছিলাম। আমি এদের নাম একটু ঘুরিয়ে বলি, এন ও জি। Non Government Organization আমার দৃষ্টিতে Non Official Government. They are running state within the State. এই জিনিসটা new colonialism-এর একটা নেটওয়ার্ক গড়ে তুলছে কিনা, এর মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টির আশংকা আছে কিনা, আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ, আমাদের সংস্কৃতির উপরে কোন আঘাত আসার আশংকা আছে কিনা - এ বিষয়টা ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। এ জন্য সংসদের সামনে ভবিষ্যতে এন জি ও দের যাবতীয় তৎপরতা সম্পর্কে একটি রিপোর্ট আমি দাবী করি এবং এর উপরে খোলা-মেলা আলোচনা হওয়া দরকার।

নতুন অর্থব্যবস্থা চাই

মাননীয় স্পীকার, সুদের ব্যাপারেও আমার কথা এটা নয় যে, এখনই এটা এড়িয়ে চলতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) যে সমাজে এসেছিলেন তখন ছিল একটা সুদভিত্তিক সমাজ এবং অর্থ ব্যবস্থা। চারটি পর্যায় অতিক্রম করে এরপরে সুদহীন অর্থ ব্যবস্থা তিনি প্রবর্তন করেছিলেন। আজকের এই যুগে যদি দশটি পর্যায় অতিক্রম করতে হয় তাতেও আপত্তি নেই। তবে সুদকে নিছক ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করার দাবী আমি করতে চাই। আমাদের দৃষ্টিতে এটা শোষণের একটা হাতিয়ার। আমি গত বছরের বাজেট আলোচনায় একটা পরিসংখ্যান এখানে দিয়েছিলাম।

মাননীয় স্পীকার, খোদ মার্কিন মুল্লুকেও সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থা আজ সংকটের শিকার। ১৯৮২ সালে ৪২টি সুদভিত্তিক ব্যাংক সেখানে দেউলিয়া হয়েছিল এবং ১৯৮৩ সালে ৪৮টি, ১৯৮৪ সালে ৭৯টি, ১৯৮৫ সালে ১২০টি, ১৯৮৭ সালে ১৩৮টি। এ ব্যাপারে আমি বেশী কথা না বাড়িয়ে যে প্রস্তাবটি রাখতে চাই, তা

www.bjilibrary.com

হলো, আধুনিক অর্থনীতি ও ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে যারা বিশেষজ্ঞ আছেন তাদের সহযোগিতায় একটা নতুন অর্থ ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে ধস নামার পরে নির্বিকার মুক্ত বাজার অর্থনীতি আমাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে না। তৃতীয় একটা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া যায় কিনা তা আমাদের ভেবে দেখতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, এই বাজেটের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সামনে সর্বাগ্রে যে বিষয়টি আসে তা হলো, ১৯৮৮-৮৯ এবং ১৯৮৯-৯০ সালের উন্নয়ন বাজেটে আভ্যন্তরীণ সম্পদের অবদান ছিল শূন্য। ১৯৯১-৯২ সালে এ অবদান ধার্য করা হয়েছিল ১৪ শতাংশ। পঁচিশ শতাংশ অর্জিত হয়েছে বলে আমরা জানার সুযোগ পেয়েছি। এটা হয়ে থাকলে অবশ্যই এ জন্যে আমরা মোবারকবাদ দিতে চাই। কিন্তু এটা কতটুকু বাস্তবসম্মত এটা বোধহয় গবেষণার দারী রাখে। প্রস্তাবিত বাজেটে আভ্যন্তরীণ সম্পদের অবদান অনুমিত হয়েছে শতকরা ২৭ ভাগ। এটা অবশ্যই প্রশংসনীয়। তবে এটা আদৌ বাস্তবায়িত হবে কিনা এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা নেই।

স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্যে কৃচ্ছ্রতাসাধনে আমাদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে, জাতি হিসাবে আমরা নাকি ভোগবাদী। এই মন্তব্যটা জাতি হিসাবে বাংলাদেশীদের জন্য প্রযোজ্য নয়। যে দেশের মানুষ এক থালা পান্তা ভাতে একটু লবণ, একটা কাচা মরিচ আর একটা পিয়াজে তুষ্ট এবং একটা মোটা লুঙ্গি আর একটা গামছায় তুষ্ট, সেই জাতি সম্পর্কে ভোগবাদের অভিযোগ মানায় না। অবশ্য স্বাধীনতা-উত্তরকালে পাকিস্তানের ২২ পরিবারের জায়গা যারা দখল করেছে তা ২২ শত হতে পারে, ২২ হাজার হতে পারে- মন্তব্যটা তাদের জন্য প্রযোজ্য। আর তাদেরকে গোটা জাতি মনে করা হয়ে থাকলে জাতির প্রতি অবিচার করা হয়েছে। তাদেরকে জাতি মনে করে যে বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে সেই বাজেট গোটা জাতির জন্য, সর্বসাধারণের জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। ১৯৯২-৯৩ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বাড়ানো, মানব সম্পদের উন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। এ জন্য আমদানী শুল্ক ও আয়কর হ্রাস করা হয়েছে। অপরদিকে ১৪০ কোটি টাকার নতুন করসহ মূল্য সংযোজন করের আওতা সম্প্রসারিত করা হয়েছে। উন্নয়ন বাজেটে আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংস্থাপনের পরিমাণ বৃদ্ধি, কর ব্যবস্থা সহজতর ও কর প্রশাসনকে ফলপ্রসূ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

বাজেটে ভোগবাদী মানসিকতা প্রাধান্য পেয়েছে

এসবের সঠিক বাস্তবায়ন করার বিষয়টি অবশ্য সুস্পষ্ট নয়। বাজেটে বর্ণিত লক্ষ্যের সাথে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা কিছু বৈপরীত্য লক্ষ্য করি। কিছু পণ্যের শুল্ক হ্রাসের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ট্যারিফ মূল্য বৃদ্ধি করার কারণে এর সুফল পাওয়া যাবে না। উল্টা পণ্য মূল্য আরো বৃদ্ধি পাবে। পুঁজিবাদী দর্শন এবং ভোগবাদী মানসিকতাই বাজেটে প্রাধান্য পেয়েছে। মানব সম্পদ উন্নয়নের কথা বলা হলেও গরীব, নিঃস্ব বেকার, দিন মজুর মানুষের মৌলিক চাহিদা - খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার উপায় উদ্ভাবনের কোন নির্দেশনা এই বাজেটে নেই। পল্লী অঞ্চলের ৫০ ভাগ নিম্ন আয়ের মানুষের বর্ধিত কর্মসংস্থানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাকীদের কি হবে, তার উল্লেখ নেই। কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, সবক্ষেত্রে বাজার অর্থনীতির কথা বলে শক্তিমান, সচ্ছল ও সুবিধাভোগীদেরই সাহায্য করা হয়েছে। কিন্তু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও প্রান্তিক চাষী কিভাবে টিকবে এর দিক-নির্দেশনা বাজেটে নেই। সেচযন্ত্র, কীটনাশক, সার, উন্নত বীজের উপর থেকে ভর্তুকি প্রত্যাহার পুঁজিবাদী অর্থনীতি চাপানোর একটা দৃষ্টান্ত। যার ফলে ধনী কৃষক লাভবান হলেও স্বল্প জমির মালিক, ক্ষুদ্র চাষী—যাদের সংখ্যা শতকরা ৮০ ভাগ, এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ইতিপূর্বে ভর্তুকি থাকায় ১৯৮১ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল ৪.৩০ ভাগ। ভর্তুকি কমানোর পর থেকেই উৎপাদন বৃদ্ধির হার কমে আসছে। সেচ থেকে ভর্তুকি তুলে নেয়ার ফলে সেচ এলাকায় ইতিপূর্বে যে শতকরা ৬০ ভাগ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিল, সেটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা এভাবে বেড়েছে, ধনী আরো ধনী হচ্ছে। গরীব আরো গরীব হচ্ছে। কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা মোট শ্রমিকের ৭৪ ভাগ। অথচ তাদের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ মাত্র শতকরা ১১ ভাগ। কৃষিতে ভর্তুকি কমানোর ও সেচ সরঞ্জামের ব্যয় বৃদ্ধির ফলেই এই অবস্থা হয়েছে। এক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তাব দরিদ্র ও ক্ষুদ্র কৃষকদের সমিতিকে বিনামূল্যে সেচ যন্ত্র সরবরাহ করা হোক। বীজ, সার, কীটনাশক অর্ধেক দামে দেয়া হোক। কৃষি ঋণ সুদমুক্ত করা হোক। গরীব কৃষকদের নেয়া সেচযন্ত্রের ঋণের সুদ ও আসল মওকুফ করা হোক। কৃষকদের যে পাঁচ হাজার টাকা ঋণ মওকুফ করা হয়েছে, লবণ চাষীদেরও তার আওতায় এনে কৃষি সহায়তা দেয়া হোক।

শিল্পায়নে গতি সঞ্চার করুন

মাননীয় স্পীকার, বাজেটে শিল্পায়নের গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে আমদানীর বিকল্প শিল্পায়নের কৌশল পরিহার করে রফতানীমুখী শিল্পায়নের কৌশলের উপর জোর

www.bjilibrary.com

দেয়া হলেও মুক্ত বাজার তথা অবাধ আমদানীর সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশীয় শিল্পকে বৈদেশিক পণ্যের সাথে অসম প্রতিযোগিতায় নামিয়ে দেয়া হয়েছে। বর্তমান অবস্থায় তা আদৌ শুভ হতে পারে না। মূলধন বাবদ তিন লক্ষ টাকার ঊর্ধে বিনিয়োগ নয় এমন শিল্পের ব্যাপারে শর্ত দেয়া হয়েছে যে, তাদের টার্ন ওভার যদি মাঝারি বা ভারী শিল্পের মত হয়, তাহলে মূল্য সংযোজন কর থেকে তারা বাদ পড়বে না। এই বিষয়টি ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে। এটাকে আমি পুনর্বিবেচনা করার দাবী করছি। কৃষির উপর থেকে আমরা ভর্তুকি তুলে নিচ্ছি। অথচ মার্কিন মুল্লুকে, জাপানে, ইউরোপীয় গোষ্ঠীতে কৃষির উপর ভর্তুকি আছে। তেমনি মার্কিন মুল্লুকেও শিল্পের protection এর ব্যবস্থা আছে। অথচ সরকার এগুলো তুলে দেয়ার প্রস্তাব করছে। এক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তাব, শিল্পের সকল কাঁচামালের উপর থেকে শুল্ক মওকুফ এবং রফতানী মূল্যের উপর থেকে কর প্রত্যাহার করা হোক। প্রকৃত শিল্পোদ্যোক্তাদের বিনামূল্যে কারিগরী সহায়তা প্রদান এবং সহজ শর্তে ঋণ দেয়া হোক। কথায় কথায় ধর্মঘট যাতে না হয়, যখন-তখন বিদ্যুৎ বিভ্রাট না হয়, তার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে। এজন্য কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে suppression-oppression পরিহার করা আবশ্যক। ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যেও যাতে গতানুগতিক ধারা পরিহার করা হয়, এজন্য শ্রমিক-মালিক সমঝোতার পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগী ভূমিকা নেয়া উচিত। বস্ত্রশিল্পের বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে এবং তাঁত শিল্পের protection-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

রেল সম্পর্কে পদক্ষেপ নিন

মাননীয় স্পীকার, বাজেটে পরিবহণ ও বিদ্যুত খাতকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই। তবে যোগাযোগ ব্যবস্থা তথা রেলওয়ের ব্যাপারে আমরা নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করার প্রস্তাব করতে চাই। বিগত দিনে পরিবহণ ধর্মঘট আমাদেরকে এই চিন্তা করতে বাধ্য করেছে। উত্তরবঙ্গের আম পচেছে। পটল, মরিচের মত কাঁচামাল সরবরাহে বিঘ্ন ঘটেছে। এজন্য রেলওয়ে যোগাযোগের উন্নতির দিকে নজর দিতে হবে। টংগী থেকে আরিচা এবং নগরবাড়ী থেকে ঈশ্বরদী পর্যন্ত রেলপথ স্থাপনের প্রস্তাব সেই বৃটিশ আমল থেকে ঝুলে আছে। এই বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার দাবী জানাচ্ছি।

যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিশেষ করে বিগত ৫০ বছরে যে সমস্ত এলাকায় তেমন কোন উন্নয়নমূলক কাজ হয়নি সেই সব এলাকা অগ্রাধিকার তালিকায় আনা হোক। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী গবেষণার ক্ষেত্রে আরও ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানো হোক। প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়ার প্রস্তাব

www.bjilibrary.com

করছি। তৈল সম্পদ আহরণ ও কঠিন শিলা উত্তোলনের ক্ষেত্রে কোন্ শক্তি বাধা দিচ্ছে, খনিজ সম্পদ আহরণে কোন্ অদৃশ্য শক্তি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে, তা পত্র-পত্রিকায় লেখা হচ্ছে। এই বাধা অপসারণের জন্য সরকারকে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণের জন্য আমি আহ্‌বান জানাচ্ছি।

শুধু ভবন দিয়ে শিক্ষার উন্নয়ন হয় না

শিক্ষাখাতে বেশী বরাদ্দ দেয়া হয়েছে বলে প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু শুধু বিল্ডিং নির্মাণ মানে শিক্ষার উন্নয়ন নয়। শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিক্ষকের মানোন্নয়ন, ছাত্রদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দ বাস্তবমুখী হওয়া দরকার। বিশেষ করে, মাদ্রাসা শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ অপ্রতুল। মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করতে গেলে অনেকের কাছ থেকেই নেতিবাচক বক্তব্য পাই। কিন্তু আজকের এই যুগে যেখানে সেশন জট একটা বিরাট সমস্যা, মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে সেই সেশন জট নেই। বন্দুক যুদ্ধ নেই। বিষয়টা বিবেচনা করে মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। বিশেষ করে মাদ্রাসার ফাজিল ও কামিল ডিগ্রীকে বি,এ এবং এম, এ ডিগ্রীর সমমান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী না থাকার কারণে তাদের এই মান কোন কাজে লাগছে না। তারা বি,সি,এস ক্যাডার সার্ভিসে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে চায়। কিন্তু সে সুযোগ পাচ্ছে না। এজন্য আমি ফাজিল এবং কামিল মাদ্রাসাগুলোকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের affiliation দেওয়ার দাবী জানাই। মুসলিম বিশ্বের সহায়তা নিয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গাজীপুরে যে জায়গা কিনে ভবন নির্মাণ করা হয়েছিল, তা অন্য কোন কাজে ব্যবহার করার কোন নৈতিক অধিকার নাই। এই ভবনকে বিভিন্ন মাদ্রাসাকে affiliation দেওয়ার জন্য প্রশাসনিক ভবন হিসাবে ব্যবহার করা যায়, উচ্চতর জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণাগার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এ বিষয়ে সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

সার্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোকে ব্যবহার করা যায়। ৬৬ হাজার গ্রামের দুই লক্ষাধিক মসজিদের ইমামদেরকেও স্বাক্ষরতা অভিযানে ব্যবহার করা যায়। আমি এ বিষয়ে নজর দেওয়ার জন্য শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সবার জন্য স্বাস্থ্য কর্মসূচী সফল করতে হলে থানা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোর উন্নতিসাধন করা অত্যাবশ্যক। যে সকল থানা হাসপাতালে X-Ray মেশিন নেই, এ্যাম্বুলেন্স নেই, সেখানে তা জরুরী ভিত্তিতে সরবরাহ করা হোক। সেই সাথে

www.bjilibrary.com

হোমিও ও ইউনানী চিকিৎসার প্রতি বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা দিলে সবার জন্য স্বাস্থ্য পরিকল্পনাকে কার্যকর করা যায় বলে আমরা মনে করি। এদিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

দেশ রক্ষার ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অপরিহার্য

মাননীয় স্পীকার, সামরিক খাতে ব্যয়ের ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের জন্য দেশরক্ষার ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হওয়া, স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া অপরিহার্য। এবার বার্মার দিক থেকেও আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি সৃষ্টি হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি, ভারতে আমাদের চেয়ে জনসংখ্যা ৭ গুণ, কিন্তু সামরিক ব্যয় আমাদের চেয়ে বিশগুণ বেশী। পাকিস্তানের জনসংখ্যা আমাদের প্রায় সমান সমান কিন্তু আমাদের চেয়ে তাদের সামরিক ব্যয় নয়গুণ। বার্মার জনসংখ্যা আমাদের চেয়ে অনেক কম-কিন্তু জনসংখ্যা অনুপাতে বার্মার সামরিক ব্যয় আমাদের চেয়ে ১৮ গুণ বেশী। আমরা বার্মা, শ্রীলংকার চেয়েও defence-এর দিক দিয়ে দুর্বল থাকতে পারি না।

অতএব, স্বাধীন-সার্বভৌম দেশকে সত্যিকার অর্থে সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকিমুক্ত হতে হলে প্রতিরক্ষায় আমাদেরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। এই বিষয়টির প্রতি আমি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

ইতিবাচক রাজনীতি চাই

মাননীয় স্পীকার, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে দেশে একটি অনুকূল রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা আমাদের সকলের অপরিহার্য দায়িত্ব। এই ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে সরকারী দলকে। নেতিবাচক, আবেগ-নির্ভর ও শ্লোগান ভিত্তিক রাজনীতির পরিবর্তে ইতিবাচক, গঠনমূলক, যুক্তিনির্ভর ও বুদ্ধিভিত্তিক রাজনীতির ধারা সৃষ্টি করতে হবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডকে স্বচ্ছন্দ গতি দেওয়ার জন্য। জনগণের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা রেখে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে রাজনৈতিকভাবেই মোকাবিলা করতে হবে। রাজনৈতিক লড়াইয়ের হাতিয়ার শক্তি নয়। যুক্তি ও নীতির উপর ভিত্তির করে একটি রাজনৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হবে। ব্যক্তির প্রতি অন্ধ আবেগকে কেন্দ্র করে যে ব্যক্তি-পূজা সৃষ্টি হয়, তা যেমন সুস্থ রাজনীতি বিকাশের পথে অন্তরায়, তেমনি ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অন্ধ-বিদ্বেষ সুস্থ রাজনীতির পথে বাধা সৃষ্টি করে। ব্যক্তি-পূজা এবং ব্যক্তির প্রতি অন্ধ বিদ্বেষ বর্জনীয়। তাহলেই কেবল আমরা একটি সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারি।

www.bjilibrary.com

রাজনীতি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। মানুষের মন-মানসিকতাও এক জায়গায় স্থির থাকে না। রাজনীতির ধর্মই হলো গতিশীলতা। অতএব, অতীতকে আঁকড়ে ধরে জাতির মধ্যে স্থায়ীভাবে বিভেদরেখা জিইয়ে রাখা আর যাইহোক আমাদের জাতির স্বার্থের অনুকূল হতে পারে না।

এসব কঠোর বাস্তবতা

মাননীয় স্পীকার, আমি কাউকে আঘাত না দিয়ে একটু fact তুলে ধরতে চাই। ১৯৭১-এর বিশেষ প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিকভাবে যারা ভিন্ন অবস্থানে ছিল, দালাল আইনে তাদের অনেককে আটক করা হয়েছিল। ১৯৭৩-এর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে তাদের অনেকে জেলখানা থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। আমার সাঁথিয়া থানার ১১টি ইউনিয়নের মধ্যে ৬টি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন মুসলিম লীগের প্রার্থীরা। একাত্তরের পর যে কয়েকজনের নাগরিকত্ব গিয়েছিল তার মধ্যে আমাদের অন্যতম নেতা মওলানা আবদুর রহীম, যিনি '৬৯ সাল পর্যন্ত আমাদের আমীর ছিলেন। এরপরে সারা পাকিস্তানে ডেপুটি আমীর ছিলেন। তিনি '৭৯-এর সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে এসেছিলেন। আমাদের অন্যতম নেতা শফীকুল্লাহ সাহেব। তারও নাগরিকত্ব গিয়েছিল। তিনি নির্বাচিত হয়ে এসেছিলেন। কাজী আবদুল কাদের সাহেব মুসলিম লীগের নেতা। মুসলিম লীগের নামে তিনিও নির্বাচিত হয়ে এসেছিলেন। দালাল আইনে আটক ছিলেন শাহ আজিজুর রহমান সাহেব। তিনি '৭৯-তে নির্বাচিত হয়েছিলেন। খান-এ সবুর সাহেব তিনটি আসনে নির্বাচিত হয়ে এসেছিলেন। এগুলো বাস্তবতা।

মাননীয় স্পীকার, ১৯৭১-এর মার্চের রাজপথের স্মৃতি আমার মনে আছে। যখন জাতীয় সংসদের অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করা হলো, তখন স্টেডিয়ামে খেলা চলছিল। স্বতস্ফূর্ত জনতা রাস্তায় নামল। অনেক শ্লোগানের মধ্যে প্রধান একটি শ্লোগান ছিল 'ভুট্টোর মাথায় লাথি মার, বাংলাদেশ স্বাধীন কর'।

তিন বছর তিন মাস পরে সেই ভুট্টো সাহেব বাংলাদেশে এসেছিলেন। গণসম্বর্ধনা পেয়েছিলেন। এটাও বাস্তব। এমনিভাবে আরও কিছু ঘটনা ঘটেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার ব্যাপারে কোন বিতর্কে আমরা যেতে চাই না। রাজনৈতিক নেতৃত্ব আওয়ামী লীগ দিয়েছিল। আওয়ামী লীগের নেতা হিসাবে মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবকে কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। তিনি বিশ্বের হাতে গনা কয়েকজন জনপ্রিয় নেতার একজন। তার জন্য দেশের মানুষ নফল রোযা রেখেছে। নফল নামায পড়েছে। কোরবানীও দিয়েছে। তাঁর যে রাজনৈতিক দল, রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখাবার ব্যাপারে তাদের জুড়ি নেই। কিন্তু ১৫ই আগস্টে

www.bjilibrary.com

সংঘটিত নির্মম ঘটনার পরে জাতির পক্ষ থেকে প্রতিক্রিয়া হয়েছে কিনা সকলে জানে। আওয়ামী লীগ প্রতিক্রিয়া দেখাতে পেরেছে কিনা তাও সকলের জানা। নেতাদের একাংশ বঙ্গভবনে আর এক অংশ জেলে। কিন্তু আওয়ামী লীগের ধর্ম আমরা জানি, নেতারা না থাকলেও কর্মীরা মাঠে এগিয়ে যায়। parent organization ব্যর্থ হলে ছাত্র সংগঠন এগিয়ে যায়। কিন্তু এটা ইতিহাসের বাস্তবতা—কোন প্রতিক্রিয়া সেদিন তারা দেখাতে পারেনি। আমি Condemn করার জন্য বলছি না। আমি fact কে fact হিসাবে বলতে চাই। মানুষের মন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না, রাজনীতি গতিশীল। এই গতিশীলতা প্রকাশ পায় মানুষের মনের পরিবর্তনের মাধ্যমে।

অতএব, পুরনো কোন ইস্যুকে কেন্দ্র করে জাতিকে বিভক্ত করে রাখার এই রেওয়াজ যদি আমরা পরিহার না করি, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য, জাতিকে একটি স্বনির্ভর জাতি হিসাবে গড়ে তোলার জন্য যে সুন্দর সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ প্রয়োজন, সেই পরিবেশ আমরা সৃষ্টি করতে পারব না।

প্রসঙ্গ আমলাতন্ত্র

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য সুস্থ রাজনীতির বিকাশ যেমন প্রয়োজন, তেমনি একটি clean, honest, efficient administration অপরিহার্য। আমরা নানা কারণে প্রায়শই আমলাতন্ত্রকে দায়ী করে থাকি। আমলাদেরকে একচেটিয়া দোষ না দিয়ে আমি এ ব্যাপারে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে আত্মসমালোচনার আবেদন জানাই। রাজনৈতিক নেতৃত্বের দুর্বলতা, অসাধুতা এবং অযোগ্যতার কারণেই আমলাদের মধ্যে superiority complex সৃষ্টি হয়। তাদের ঢালাও সমালোচনা না করে আমাদের বাস্তবতার আলোকে কিছু বিষয় ভেবে দেখতে হবে

প্রথমে দেখা উচিত তাদের মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতা এবং সততার সঠিক মূল্যায়ন হচ্ছে কিনা? আমি একজনের ব্যাপারে জানি, নিছক সৎ হওয়ার কারণে গত বছর দুই-দুইবার তাঁর বদলী হয়েছে। সে ব্যক্তির অন্য কোন অপরাধ নেই। সততার কারণে যদি তাকে বদলী করা হয়, তাঁর মনের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে? আমাদের দেখা উচিত চাপের মুখে আমলারা বিধিবহির্ভূত কাজে বাধ্য হয় কিনা? স্বাভাবিক পেশাগত উন্নতি তাদের বাধাগ্রস্ত হচ্ছে কিনা? যোগ্যতা, মেধা, সততা সবই আছে অথচ রাজনৈতিক কারণে promotion না হওয়ার ঘটনা আমলাদের মনে প্রশ্নের সৃষ্টি করে। বিশেষ করে রাজনৈতিক নেতৃত্বের অযোগ্যতা ও অসাধুতার কারণেই তাদের মনে আস্থাহীনতার সৃষ্টি হয়। এসব দিকে আমাদের

www.bjilibrary.com

নজর দিতে হবে। অতীতে প্রশাসনকে রাজনীতিককরণ এবং দলীয়করণ করা হয়েছে। এসবের কুফল থেকে প্রশাসনকে মুক্ত করার জন্য সরকারকে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে এবং বিরোধী দলকেও এতে সহযোগিতা করতে হবে। প্রশাসন আপন গতিতে চলতে না পারার পথে তদবীর একটা অন্তরায়।

সমস্যাটি মানবিক

এরপরে আমি রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু প্রসংগে বলতে চাই। এ ব্যাপারে পত্র-পত্রিকায় এমন কিছু কথা বলা হয়েছে, যেগুলোকে কেন্দ্র করে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। সমস্যাটি মানবিক। মানবিক সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা আমাদের নেয়া দরকার। উদ্বাস্তুদের অবশ্যই তাদের নিজ বাসভূমিতে দ্রুত ফিরিয়ে নিতে হবে। আমাদের দাবী তাদেরকে প্রত্যাবাসন করা হোক এবং এ পথের সকল বাধা দূর করা হোক। সঠিক অবস্থা ব্যাখ্যা করা হোক। যাতে একে কেন্দ্র করে কোন অপপ্রচার-মিথ্যা প্রচারের সুযোগ কেউ না পায়।

নতজানু পররাষ্ট্র নীতির ফল

মাননীয় স্পীকার, ফারাক্কা সমস্যা আমাদের জীবন-মরণ সমস্যা। '৮৮ সাল থেকে ফারাক্কার ব্যাপারে কোন চুক্তি নেই। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং দুর্বল নতজানু পররাষ্ট্র নীতির ফল। এ সমস্যার যদি দ্বিপাক্ষিক সমাধান হয় ভাল কথা। কিন্তু এ পর্যন্ত বহুবার মন্ত্রী পর্যায়ে, সচিব পর্যায়ে ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে বৈঠক হয়েছে। কোন বৈঠকেই ফল হয় নি। অতএব, গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষ থেকে ইস্যুটি আন্তর্জাতিক ফোরামে নেওয়ার জন্য আমি প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার, আমি সব শেষে আবেদন করতে চাই আমাদের সকলের বিবেকের কাছে, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে ধস নামার পর আমেরিকা শ্লোগান তুলেছে new world order এর। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের যে পরিণতি হয়েছে, আজ হোক, কাল হোক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ও ঐ পরিণতি বরণ করতে হবে তাতে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নেই। এটা সময়ের ব্যাপার মাত্র। আগামী দিনে new world order কি হতে পারে? বিশ্বের দ্বিতীয় মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে এ ব্যাপারে আমরা নেতৃত্বের ভূমিকায় যেতে পারি। যদি আমরা ইসলামের বাস্তবতাকে স্বীকার করে নেই।

যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব ইসলামে রয়েছে

ইসলামকে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ নামে অভিহিত করে একে পাশ কাটানোর মানসিকতা সঠিক নয়। মুসলিম বিশ্বে শুধু নয়, সারা বিশ্বে অনেক 'ইসলামী

www.bjilibrary.com

স্কলার' আছেন। আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব ইসলামে আছে। বিভিন্ন ভাষায় তারা বই পুস্তক লিখেছেন। অত্যন্ত Rationally ও Intelectually ইসলামকে উপস্থাপন করেছেন। আমার দেশকে একটি আধুনিক, প্রগতিশীল ও কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্যে 'ইসলামিক সোশ্যাল অর্ডার' কোন অবদান রাখতে পারে কি না তা আমাদের এই সংসদের বিজ্ঞ জনপ্রতিনিধিদের ভেবে দেখার জন্য আবেদন রাখতে চাই।

আমি বিশ্বাস করি সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব মানব জাতিকে কিছু দিতে পারেনি। সমাজতন্ত্রের উন্মেষই হয়েছিল পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ স্বরূপ। অতএব, সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতার পর পুঁজিবাদ মানুষকে কল্যাণ এনে দেবে, শান্তি দেবে-এটা আদৌ আশা করার কোন কারণ নেই। আগামী দিনের 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার' হবে "ইসলামিক সোশ্যাল অর্ডার"।

আমরা যদি সর্বাগ্রে ইসলামকে আমাদের সমাজে বাস্তবায়নের জন্যে ইসলামের ভিত্তিতে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারি, তাহলে আধুনিক নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের এই যুগে, বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের পর্যায়ে অবদান রাখার মত Potentiality আমাদের আছে। সেই Potentiality আমাদের কাজে লাগানো উচিত।

[২৬-০৭-৯২]

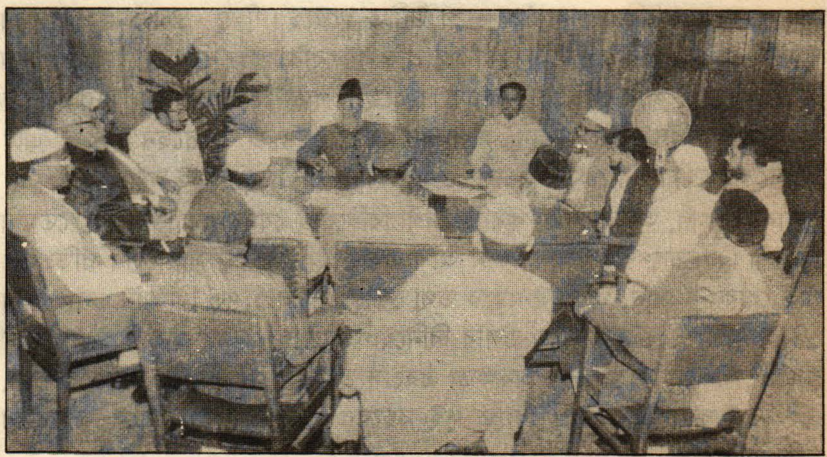

সংসদীয় কার্যালয়ে সংসদ ভবনে জামায়াতে ইসলামী সংসদীয় দলের বৈঠক

www.bjilibrary.com

১৯৯৩ সালে প্রদত্ত প্রেসিডেন্টের ভাষণের উপর আলোচনা

জনাব স্পীকার, আল-কুরআন নাযিলের এই পবিত্র মাসে, রহমত, মাগফেরাত এবং নাজাতের এই মাসে আল্লাহ তায়ালার রহমত কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি।

দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর মাননীয় প্রেসিডেন্টের আসনটি জাতীয় ঐক্যের প্রতীক এবং সংবিধানের অভিভাবকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। তাঁর ভাষণে সরকারীদল ও বিরোধীদল সকলের প্রতি অভিভাবকসুলভ উপদেশ ও দিক-নির্দেশনা থাকবে, এটাই আমরা আশা করেছিলাম। কিন্তু মাননীয় প্রেসিডেন্টের গোটা ভাষণটি দলীয় সরকার প্রধানের ন্যায় দলীয় সরকারের সাফল্যের একটা ফিরিস্তি দেয়ার প্রয়াস মাত্র। প্রেসিডেন্টের ভাষণকে যেভাবে ধন্যবাদ দেয়া উচিত ছিল, সেটা দিতে পারছি না বলে আমি দুঃখিত।

অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

প্রেসিডেন্টের ভাষণে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে আশাবাদ প্রকাশ করে বলা হয়েছে, প্রবৃদ্ধির হার পাঁচ ভাগে উন্নীত হয়েছে। কিন্তু ১৯৯১-৯২ সালের অভিজ্ঞতা এবং বিরাজমান অবস্থা কিন্তু তার বক্তব্যের পক্ষে নয়। দেশের উৎপাদন ও বিনিয়োগ পরিস্থিতিতে বন্ধ্যাত্ব চলছে। গত তিন বৎসরে মুদ্রাস্ফীতির ক্রমহ্রাসের বিষয়টিকে তিনি আশাবাদ হিসাবে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এটা আমাদের অর্থনীতির ক্ষেত্রে হতাশা ও মন্দার নিদর্শন ভিন্ন কিছুই নয়।

জনাব স্পীকার, আমরা লক্ষ্য করছি, দেশী বিনিয়োগ যেমন হতাশাব্যঞ্জক, তেমনি বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও কোন আশাবাদ নেই। বিদেশী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি যাই হোক না কেন, গত দুই বছরে তথা ১৯৯১ সালে ১.৭৩ বিলিয়ন ডলার আর ১৯৯২ সালে ১.৬৬ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ হয়েছে। সময় মত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থতা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা এবং দাতাদের বিধি-নিষেধে জড়িয়ে পড়া, এই তিন কারণে এবারও বিগত দুই বছরের পুনরাবৃত্তি হবে বলে আমাদের আশংকা হয়।

জনাব স্পীকার, প্রেসিডেন্টের ভাষণে বৈদেশিক মুদ্রার মওজুদ ১৮ বিলিয়ন বলে উল্লেখ করে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে আমাদের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির

www.bjilibrary.com

অবদান কতটুকু, তার উল্লেখ নেই। এবার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, এটা অবশ্যই আনন্দের কথা। কিন্তু কৃষি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি, ভর্তুকি প্রত্যাহার, সেচ যন্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি এবং তেলের মূল্য যুদ্ধকালীন সময়ে যা বাড়ানো হয়েছিল তা না কমানো, এগুলোকে কেন্দ্র করে উৎপাদন ব্যয় বেশী হওয়ার কারণে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও কৃষককূলের ভাগ্যের পরিবর্তনের পরিবর্তে ভাগ্য বিড়ম্বনা সৃষ্টি হয়েছে।

জনাব স্পীকার, বিশেষ করে ছোট এবং প্রান্তিক চাষীদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। অতীতে ছিল ভূমি জমিদারের প্রতাপ আর বর্তমানে পানির জমিদারের প্রতাপ চলছে। যার ফলে দরিদ্র কৃষককূল শোষিত হচ্ছে। এদিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। গভীর নলকূপের মূল্য ৩৫০ ভাগ বৃদ্ধি করা হয়েছে ভর্তুকি প্রত্যাহারের মাধ্যমে। সেচের আওতাভুক্ত জমির পরিমাণ এখনো মোট জমির এক-তৃতীয়াংশ নয়। তাই কৃষিখাতের উন্নয়ন আমরা এখনো সন্তোষজনক বলতে পারি না।

জনাব স্পীকার, শিল্পখাতে চলছে হতাশা। '৯২ সালে শিল্প প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ৪ শতাংশ। কিন্তু পোশাক শিল্পকে বাদ দিলে এটা হয়ত শূন্যের কোঠায় নেমে যাবে। আর পোশাক শিল্পেও রয়েছে শুভংকরের ফাঁকি। দেশে ঋণ দান ও আদায় পরিস্থিতি উল্লেখ করার মত নয়। এ ক্ষেত্রে অব্যবস্থা ও অদক্ষতা সীমাহীন। অপচয়ের হাত থেকে আমরা এখনো আমাদের অর্থনীতিকে মুক্ত করতে পারিনি। বিশেষ করে চোরাচালান আমাদের শিল্পের বিকাশ ও উৎপাদনের পথে একটি বিরাট বাধা। শুধু সীমান্ত পাহারা দিয়ে চোরাচালান বন্ধ করা যাবে বলে মনে করি না। এদেশের শিল্প কারখানার উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে যদি আমাদের প্রতিযোগী দেশের পণ্যের তুলনায় আমাদের পণ্যের দাম কম রাখতে পারি, তা হলেই কেবল চোরাচালান বন্ধ হবে। এ ব্যাপারে আমাদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

গ্যাস ও বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধিও আমাদের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধিতে অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করে চলেছে। জ্বালানির এই দুই উৎসের উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং চুরি বন্ধ ও মূল্য কমানোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

বাজার অর্থনীতির পরিণাম

জনাব স্পীকার, সরকার এখন বাজার অর্থনীতির কথা বলেন। নতুন এই বাজার অর্থনীতি আমাদের অদক্ষ ও অবিকশিত শিল্পের জন্য এক ঘাতক ব্যাধি হিসাবে প্রমাণিত হতে চলেছে। আমরা মনে করি এই ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে আমাদের

www.bjilibrary.com

গোটা শিল্প এবং বাজার বিদেশীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। মুক্ত বাজার অর্থনীতি চালুর মাধ্যমে আমদানিকে অবাধ করার কথা প্রেসিডেন্ট উল্লেখ করেছেন। ইতিমধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ১৯৩টি আমদানি নিষিদ্ধ পণ্যের মধ্যে ১০০টিকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এতে আমদানি নিশ্চিতভাবে বেড়ে যাবে। গত দু'বছর বিভিন্ন কারণে আমদানির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম হলেও এবার তা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। রফতানি খাতের অবস্থা আরো হতাশাব্যঞ্জক। পাট, চা, হিমায়িত খাদ্য, চামড়া প্রভৃতি খাতে রফতানি গড়ে শতকরা ৫ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। গত অর্থ বছর রফতানি আয়ের যে অংক নিয়ে গর্ব করা হয়েছে তার অর্ধেকটাই এসেছে পোশাক রফতানি বাবদ। আর এখানে রয়েছে শুভংকরের ফাঁকি। পোশাক শিল্পের কাঁচামাল তথা বস্ত্র পুরোটাই আমদানি করা হয়। বস্ত্রসহ পোশাক শিল্পের অন্যান্য জিনিস আমদানি বাবদ ব্যয় করা অর্থ যদি বাদ দেয়া হয় তবে এই শিল্পের প্রকৃত আয় ৩ ভাগে নেমে যাবে। দুর্বল রফতানি খাত এবং দুর্বল শিল্প অবকাঠামো নিয়ে মুক্তবাজার অর্থনীতির ফাঁদে পা দিয়ে দেশ বিদেশের বাজারে পরিণত হবে। দেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস

জনাব স্পীকার, সরকার এবার বাজেটে শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। এটা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু এখনো লক্ষ লক্ষ ভর্তিচ্ছু শিশু স্কুল পাচ্ছে না। শতকরা ২৫ ভাগ ছাত্র উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে না। প্রতি বছর এক লাখ দক্ষ জনশক্তিকে কর্মসংস্থান দিয়ে বিদেশে পাঠানোর সুযোগ রয়েছে। কিন্তু আমরা ৫ হাজার দক্ষ জনশক্তিও সৃষ্টি করতে পারছি না।

সন্ত্রাস আজ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে তছনছ করে দিয়েছে। শিক্ষার মেরুদন্ডকে ভেঙ্গে দিয়েছে সন্ত্রাস। শিক্ষা ক্ষেত্রে আবশ্যিক এবং ব্যবহারিক শিক্ষার পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস ছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থাকে তার সঠিক ধারায় নিয়ে আসা যাবে না।

জনাব স্পীকার, সরকার দুই হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য-সেবা নিশ্চিত করার কথা বলেছে। কিন্তু কোন্ পদ্ধতিতে তা হবে, তার কোন দিক-নির্দেশনা সরকারের নেই। শহরাঞ্চলে প্রাইভেট ক্লিনিক গজিয়ে উঠেছে। গ্রামাঞ্চলেও যদি এইভাবে প্রাইভেট ক্লিনিকের মাধ্যমে এটা করতে চাওয়া হয়, তাহলে এটা গরীবের জন্য কোন অবস্থাতেই সহজলভ্য হবে না। সে জন্য আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব, দেশের হোমিও ও ইউনানী চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ ও সহজতর

www.bjilibrary.com

করার মাধ্যমে 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' কর্মসূচী বাস্তবায়ন সম্ভব ও সহজতর হতে পারে।

পররাষ্ট্র নীতি

মাননীয় স্পীকার, পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সাফল্যের কথা বলতে গিয়ে জাতিসংঘের নয়টি বিভিন্ন সংস্থায় বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ সহ জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন, বিভিন্ন অর্থনৈতিক ফোরামে সক্রিয় ভূমিকা পালন এবং বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ফিরিস্তি দেয়া হয়েছে। পররাষ্ট্র নীতির সাফল্য বস্তুত এর দ্বারা নির্ণয় হয় না।

আমাদের দেখতে হবে দেশীয় পণ্য রফতানি ও বাণিজ্য বিস্তারে, অনুকূল শর্তে বিদেশী পুঁজি আহরণে, বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক সমস্যার সমাধানে আমাদের সরকার কী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা লক্ষ্য করেছি, বিদেশে অবস্থিত আমাদের দূতাবাসগুলির প্রতি সরকারের তেমন দৃষ্টি নেই। এসব দূতাবাসের ব্যাপারে সরকারের যেমন কোন দিক-নির্দেশনা নেই, তেমনি দূতাবাসগুলির কার্যক্রম তদারকের কোন ব্যবস্থা নেই।

জনাব স্পীকার, যে সমস্ত অবাঙালী পাকিস্তানে অপশন দিয়েছিল, দীর্ঘ ২২ বছর ধরে তারা বাংলাদেশে আটকে আছে। তৃতীয় পক্ষ হিসাবে রাবেতা আলম ইসলামী Involve হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান কেন তাদের নাগরিকদের ফিরিয়ে নিতে পারল না? এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তৎপর হয়ে পাকিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টি করতেও আমরা সফলতার পরিচয় দিতে পারিনি।

জনাব স্পীকার, মায়ানমারের মুসলিম শরণার্থীদের স্বদেশে ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রেও আমাদের সরকার আন্তর্জাতিক জনমত গঠন করতে পারেনি বলে আমরা দুঃখিত।

ভারতের সাথে আমাদের সম্পর্ক প্রসংগে

জনাব স্পীকার, আমি একটি ইসলামী দলের প্রতিনিধিত্ব করি। অনেকেই মনে করেন ইসলামী দল হলেই ভারত বিরোধী হতে হবে। কিন্তু আসল ব্যাপার হচ্ছে ইসলামী আদর্শ আমাদেরকে ব্যক্তি হিসাবে প্রতিবেশীর সাথে যেমন সদ্ব্যবহার করতে শিক্ষা দেয়, রাষ্ট্রীয় প্রতিবেশীর সাথেও তেমনি সদ্ব্যবহার করতে বলে। ভারত আমাদের নিকট প্রতিবেশী। তাদের সাথে সৎ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক আমাদেরও কাম্য। তবে কয়েকটি কারণে আমাদের সম্পর্ক সেই পর্যায়ে নেই। দক্ষিণ তালপট্টি আমাদের প্রিয় দেশের অংশ। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় জেগে

www.bjilibrary.com

উঠা একটি দ্বীপ। এখন সে দ্বীপে ভারতীয় পতাকা উড়ছে। সেই দ্বীপ যে আমাদের দেশের অন্তর্ভুক্ত সে কথা আমরা ভুলতে বসেছি। তিন বিঘা করিডোর আমরা যেভাবে পেয়েছি, তাকে ছেলে ভুলানো বলা চলে। ভারতের সার্বভৌমত্ব থেকে আমরা শুধু ট্রানজিটের সুযোগ পেয়েছি মাত্র। ফারাক্কা আমাদের জীবন-মরণ সমস্যা। আর এই সমস্যা নিয়ে আমি আলোচনার জন্য সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী বহু নোটিশ দিয়ে ব্যর্থ হয়েছি। জানি না কোন্ কারণে ফারাক্কার বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে আলোচনার সুযোগ পাচ্ছি না। ফারাক্কা বাংলাদেশের জীবন-মরণ সমস্যা, এর প্রতিক্রিয়া ভয়াবহ। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলের শতকরা ৩৭ ভাগ এলাকার তিন কোটি মানুষ আন্তর্জাতিক নদী গঙ্গার পানির উপর নির্ভরশীল। তাদের জীবন এখন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। ১৯৯২ সালের মার্চ মাসে ফারাক্কার পানি প্রবাহ পূর্বের ৬৪৪৩০ কিউসেক থেকে ১৩৫১১ কিউসেকে নেমে আসে। ফলে গড়াই নদী সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে যায়। স্বাভাবিক পানি প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে দক্ষিণাঞ্চল বিশেষত শিল্প কারখানার প্রাণকেন্দ্র খুলনা ও সুন্দরবন এলাকায় লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নদীর প্রবাহের পরিবর্তন দেখা দেয়ায় ব্যাপক লবণাক্ততা ও চর সৃষ্টি, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়া প্রভৃতি সমস্যা বাংলাদেশের জন্য চরম সংকট ডেকে আনছে। ফারাক্কার কারণে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তাকে আমি অর্থনৈতিক আগ্রাসন হিসাবে আখ্যায়িত করতে চাই। এই সমস্যা কেন আমরা সংসদে আলোচনা করতে পারছিনা তা বোধগম্য নয়। জানুয়ারী থেকে মে পর্যন্ত পানির স্তর দারুণভাবে নেমে যায়। এতে রবিশস্যসহ আউশ, বোরো ও পাট উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ধান উৎপাদন শতকরা ৩৯ ভাগে নেমে আসে। প্রতি বছর ক্ষতির পরিমাণ সরকারী হিসাব মতে দেখানো হয়েছে ৩শ থেকে ৫শ কোটি টাকা। আর পানি উন্নয়ন বোর্ডের একজন সদস্যের মতে প্রতি বছর ক্ষতি হচ্ছে ২০০০ কোটি টাকা। জনাব স্পীকার কত ফিরিস্তি দেব আপনার কাছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ইতিপূর্বে ৩০/৩২ বার যৌথ নদী কমিশন ও মন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠক হয়েছে, সচিব পর্যায়ে বৈঠক হয়েছে। এমন কি গত বছর শীর্ষ পর্যায়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু '৮৮ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত ফারাক্কার ব্যাপারে কোন চুক্তি আমরা করতে পারিনি।

আমরা শুনেছি, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে ভারতের পক্ষ থেকে জেদ ধরা হয়েছে— সংযোগ খালের সুযোগ না দিলে তারা নাকি এক ফোঁটা পানিও আমাদের দেবে না। অতএব, অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ

www.bjilibrary.com

হবার পর সরকার দিক-নির্দেশনা পেতেন, শক্তি পেতেন, যদি এই পার্লামেন্টে ফারাক্কার ইস্যু আলোচনা হয়ে ফারাক্কার ব্যাপারে আমাদের প্রতিবেশীর মন-মানসিকতা সম্পর্কে একটি নিন্দা প্রস্তাব নিয়ে এই ইস্যুটি আন্তর্জাতিক ফোরামে উত্থাপনের জন্য একটি প্রস্তাব এই সংসদ নিতে পারত। তাহলে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায়ও সরকার শক্তি পেতো। কিন্তু এই ইস্যুটি নিয়ে আলোচনার সুযোগ না পাওয়ায় আমি আবারও দুঃখ প্রকাশ না করে পারছি না।

মুসলিম নির্যাতন

জনাব স্পীকার, আমি এরপর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশের এই পার্লামেন্টে আপনার মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুসলিম নির্যাতনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমি কৃতজ্ঞ যে এই সংসদে গত নভেম্বর মাসে আমার এক নোটিশের ভিত্তিতে আলোচনার পর বসনিয়া হার্জেগোভিনার ব্যাপারে একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু এখনো সে সমস্যার সমাধান হয়নি। আমরা গতকাল পর্যন্ত আশাবাদী ছিলাম। জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল সেখানে শক্তি প্রয়োগের আহবান জানিয়েছিলেন। কিন্তু আজকের পত্রিকায় দেখলাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সে আহবানকে প্রত্যাখ্যান করেছে। বসনিয়া হার্জেগোভিনাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের উপর যে যুলুম-নির্যাতন হচ্ছে আমাদের তা তলিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। যে পাশ্চাত্য জগত মানবাধিকারের ব্যাপারে সোচ্চার, তারাই কিন্তু মুসলিম নির্যাতনের সময় নীরব ভূমিকা পালন করে। সে সময় তারা মানবাধিকারের কথা বেমালুম ভুলে যায়। বসনিয়া, কাশ্মীর ও প্যালেস্টাইনের ব্যাপারে তাদের দ্বিমুখী নীতি পরিষ্কার হয়ে গেছে। আজকে বসনিয়ায় এই দুর্দশা কেন? ইউরোপের বুকের উপরে একটি মুসলিম প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব পাশ্চাত্যের কাছে এবং ইউরোপ-আমেরিকার কাছে অসহনীয়। তাই তারা নির্বিকার। সেখানে গণহত্যা, গণধর্ষণসহ হাজারো নির্যাতনের ব্যাপারে তারা কিছুই বলে না। আমি বসনিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্টের সাথে জার্মানীতে দেখা করার সুযোগ পেয়েছিলাম। তিনি তখন বলেছিলেন আমাদের রিলিফের প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রয়োজন সার্বীয়দের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া অথবা আমাদের উপর থেকে অস্ত্রের অবরোধ তুলে নেয়া। আজকে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশের এই পার্লামেন্টের বিবেকের কাছে আমি এই কথাটি রাখতে চাই। আসুন বসনিয়ার দিকে আমরা তাকাই, সেখানে পাশ্চাত্য শক্তি মুসলমানদের অস্তিত্ব ধ্বংস করার জন্য কাজ করছে। বসনিয়া হার্জেগোভিনাতে যে ঘটনা ঘটছে তা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিন্দনীয়। গোটা বিশ্ব-বিবেকের

www.bjilibrary.com

পক্ষ থেকে সেটা নিন্দা কুড়িয়েছে। কিন্তু তার পরও পাশ্চাত্য নীরব কেন? যুক্তরাষ্ট্র ইতিপূর্বে ইরাকের বিরুদ্ধে যে ভাবে ব্যবস্থা নিয়েছিল এখন সে ভাবে ব্যবস্থা নিচ্ছে না কেন? এই ব্যাপারটি আমাদের তলিয়ে দেখতে হবে। পাশ্চাত্য একদিকে মুসলমানদের সরাসরি নির্মূল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করছে, অন্যদিকে তারা কৌশলে মুসলমানদের পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়ে ধ্বংস করার চক্রান্ত করছে। এ ব্যাপারে তারা মৌলবাদ- অমৌলবাদের প্রশ্নটি তুলেছে।

[১০-০৩-৯৩]

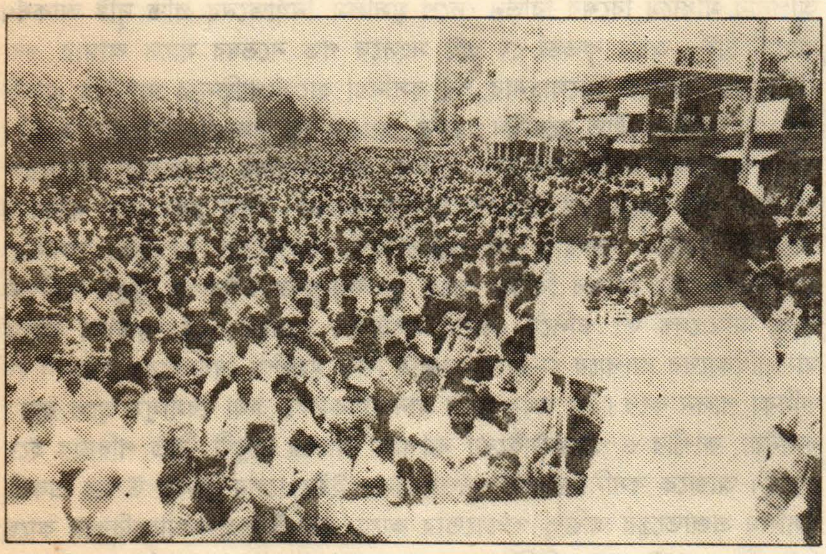

ঢাকার বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটে জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত জনসভায় মাওলানা নিজামী বক্তৃতা করছেন

www.bjilibrary.com

১৯৯৩ সালের বাজেটের উপর আলোচনা

মাননীয় স্পীকার, ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটের উপর আলোচনা শুরুর মুহূর্তে আমার চোখের সামনে ভাসছে সিলেট, কক্সবাজার, নেত্রকোনা, সিরাজগঞ্জ, পাবনাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানের বন্যাকবলিত এলাকার দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের ছবি। আমি তাদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে আমার আলোচনা শুরু করতে চাই।

দেশের বেকারত্ব, দারিদ্র ও ক্ষুধা-পীড়িত মানুষের প্রতি দায়িত্ব-অনুভূতি নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই। আমি আলোচনা করতে চাই সন্ত্রাস, দুর্নীতি-নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে জর্জরিত দেশবাসীর প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্যের তীব্র অনুভূতি নিয়ে। দেশ ও জাতির প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্যের পাশাপাশি আমাদের সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ওয়ার্ল্ড কম্যুনিটির প্রতি আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য আছে। সেই দায়িত্বের অনুভূতি নিয়ে বিশ্বের জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অশান্ত বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের প্রতি আমার অন্তরের সমবেদনা নিয়ে আমি আলোচনা শুরু করতে চাই। অনাচার, দুরাচার, পাপাচার, ব্যভিচার, শোষণ, নিপীড়ন-নির্যাতনে জর্জরিত বিশ্বের মানবতা ও মনুষ্যত্বের বিবেক ও আবেগের টান নিয়ে আমি কথা বলতে চাই। বিশেষ করে আমি মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ, ইহুদীবাদ, সম্প্রসারণবাদের সম্মিলিত ষড়যন্ত্রের কারণে নির্যাতিত, নিষ্পেষিত মানুষের প্রতি বিশেষ কর্তব্যের কথা এই মহান সংসদকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করতে চাই।

আলজেরিয়ার জনগণের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করছি

মাননীয় স্পীকার, আমাদের সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদের আলোকে ওয়ার্ল্ড কম্যুনিটির প্রতি আমাদের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে তাতে যারা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার আদায়ের সংগ্রাম ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করে তাদের প্রতি আমাদের অকুণ্ঠ সমর্থন দেয়ার কথা। সেই আলোকে আলজেরিয়ার জনগণের প্রতি আমি আমার সমর্থন ঘোষণা করতে চাই। '৬২ থেকে '৯২ পর্যন্ত একদলীয় শাসনের নাগপাশে যারা নিষ্পিষ্ট ছিল, প্রথম পর্যায়ে বহুদলীয় গণতন্ত্রের পরিবেশে নির্বাচনের সুযোগ পেয়ে যারা একটি ফ্রন্টের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ঘোষণা করেছিল, কিন্তু সে ফ্রন্ট ইসলামী হওয়ার কারণে সেখানে দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচন হতে দেয়া হয়নি। মিলিটারী ক্র্যাক ডাউনের মাধ্যমে জনগণের আশা-আকাংখা

www.bjilibrary.com

প্রতিফলনের পথকে রুদ্ধ করা হয়েছে। এই ক্র্যাক ডাউনের আমি নিন্দা করি।

আলজেরিয়াবাসীর প্রতি আমি আমার সমর্থন ব্যক্ত করে এবং আলজেরিয়াবাসীর উপরে সমর নায়কের এই ক্র্যাক ডাউনকে যারা নিন্দা করতে পারেনি তাদের নিন্দা করে আলজেরিয়ার ইসলামী জনতার বিজয় কামনা করি।

বসনিয়ার উপর হামলার নিন্দা করি

মাননীয় স্পীকার, সেই সাথে ইউরোপের হার্টের উপর বসনিয়া হার্জেগোভিনা নামে যে মুসলিম প্রজাতন্ত্রের অভ্যুদয় দেখে পাশ্চাত্য বিশেষ করে সার্বীয় বাহিনী বর্বরচিত হামলা করছে, বসনিয়ার মুসলমানদের জাতিসত্তা বিলুপ্ত করার চেষ্টা করছে, যেখানকার সহস্রাধিক মসজিদ ভেঙ্গে দিয়েছে, সেই বসনিয়ার নির্যাতিত মানুষের প্রতি আমার অন্তরের অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করছি।

মাননীয় স্পীকার, আপনি জানেন, জাতিসংঘ এ নিয়ে দীর্ঘ দেড় বৎসর সময় ক্ষেপণ করেছে। ও, আই, সি-তে মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে যারা সরকারী দায়িত্ব পালন করছে তারা জাতিসংঘের দিকে চেয়ে নীরবে বসনিয়ার মুসলিম জাতিসত্তার বিলুপ্তি অবলোকন করছে। এই অবস্থা দেখে, মুসলিম উম্মাহর হৃদয় আজ ক্ষতবিক্ষত।

স্থায়ী কমিটিতে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন

মাননীয় স্পীকার, গতবারের বাজেট আলোচনার সময় আমরা বিশেষ করে আমি এই প্রস্তাব রেখেছিলাম যে, অর্থ-বিল পাস করে বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনা অর্থবহ হয় না। আমরা আনন্দিত এবং ধন্যবাদ জানাই এবার অন্তত অর্থ-বিল পাস করার আগে বাজেটের উপর আমাদের আলোচনার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আমাদের আর একটা প্রস্তাব ছিল যে, সংসদ সদস্যদের বাজেট আলোচনার অর্থবহ অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার জন্য প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পৃক্ত স্থায়ী কমিটিতে বাজেট নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। এরপরে ফাইনান্স কমিটি অথবা প্রি-বাজেটরী একটা কমিটিতে আলোচনা হয়ে যদি বাজেট সংসদে আসে, তবে সংসদে এতো বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন হয় না।

এখানে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনার পর কোনরূপ সংশোধনী ছাড়া বাজেট পাস হয়ে গেলে সংসদ সদস্যদের meaningful participation হতে পারে না। তাই, ভবিষ্যতের জন্য আমার প্রস্তাব, বাজেট আসার আগে সকল দলের প্রতিনিধি সম্বলিত একটা সংসদীয় কমিটিতে যেন বাজেট আলোচনা করে পার্লামেন্টে পেশ করার চেষ্টা করা হয়।

www.bjilibrary.com

মাননীয় স্পীকার, প্রস্তাবিত বাজেটে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন তাতে দু'টি লক্ষ্যের কথা এসেছে। একটি হলো মধ্য থেকে দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির স্থায়ী ভিত্তি রচনা করা, যা সমগ্র জাতিকে দারিদ্রের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া । আর দ্বিতীয় লক্ষ্যে তিনি বলেছেন, প্রবৃদ্ধির সুফল মুষ্টিমেয় কিছু সুবিধাভোগীর হাতে যেন সীমাবদ্ধ না থাকে এবং বঞ্চিত জনসাধারণ তাদের ন্যায্য পাওনা পায়।

মাননীয় স্পীকার, যে লক্ষ্য অর্থমন্ত্রী নির্ধারণ করেছেন, তার জন্য আমি অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই এবং সেই সাথে যদি এ লক্ষ্য অর্জিত হয়, তা হলে আরও একশত বার ধন্যবাদ দেয়ার অঙ্গীকার আমি ব্যক্ত করতে চাই। কিন্তু গোটা বাজেটের অবয়ব আমাদেরকে পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, এ লক্ষ্য অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়।

মুক্ত বাজার অর্থনীতির বাজেট

এ বাজেট সম্পর্কে অনেকে বলেছেন, 'এটা গরীব মারার বাজেট'। কেউ বলেছেন, 'গণমুখী বাজেট'। আমাকে যদি এক কথায় এ বাজেটের উপর মন্তব্য করতে বলা হয় আমি পরিষ্কার বলব, 'এ বাজেট ভোগবাদী, পুঁজিবাদী, ধনতান্ত্রিক দর্শনের উপর ভিত্তি করে রচিত তথাকথিত মুক্ত বাজার অর্থনীতির বাজেট।

এ বাজেটের আর একটা দিকের প্রশংসা করতে চাই। উন্নয়ন বাজেটের ৩৩% আভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকে যোগান দেবার একটা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আমরা আন্তরিকভাবেই চাই, আমাদের দেশ অর্থনৈতিক ভাবে স্বনির্ভর হোক। আমাদের অর্থনীতির বৈশিষ্ট হলো, বিদেশ-নির্ভরতা, আমদানী-নির্ভরতা এবং এন,জি,ও-নির্ভরতা। এই নির্ভরশীলতা কাটিয়ে আমাদের দেশের অর্থনীতিকে স্বনির্ভর এবং রফতানীমুখী অর্থনীতিতে পরিণত করতে হবে। এজন্য পর্যায়ক্রমে, ধাপে ধাপে পরনির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠার জন্য যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এজন্য আমি ধন্যবাদ দিতে চাই।

কিন্তু মাননীয় স্পীকার, এই ৩৩% সম্পদ যোগান দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে রাজস্ব বাজেটের কর থেকে। যেটা পরিণামে দেশের জনগণের উপর গিয়ে পড়বে। যদি সরকার-নিয়ন্ত্রিত শিল্প কারখানা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ থেকে উন্নয়ন বাজেটের এই সম্পদ যোগান দেয়া হত, তাহলে আমরা খোলামনে এই উদ্যোগকে প্রশংসা করতে পারতাম, ধন্যবাদ দিতে পারতাম।

দেশে বিনিয়োগ বাড়েনি

মাননীয় স্পীকার, বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের কথা উল্লেখ করে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পেয়ে ৩%-এ এসেছে। একে আমরা

www.bjilibrary.com

প্রশংসা করতে পারতাম। কিন্তু দুটি কারণে আমি এ ব্যাপারে ধন্যবাদ দিতে পারছি না। একটি কারণ, বিনিয়োগ আদৌ বাড়েনি। দ্বিতীয়ত, দ্রব্যমূল্য কম না হবার কারণে জীবন যাত্রার ব্যয়ভার বৃদ্ধি পেয়েছে। এ দুটি ব্যাপার যদি না থাকত,তাহলে আমরাও মুদ্রাস্ফীতির হার কমিয়ে আনার জন্য অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিতে পারতাম।

১৯৮৯-৯০ এর তুলনায় ব্যাংক ঋণ বিতরণের পরিমাণ খুবই কম। ১৯৯০-৯১ অর্থ বছরে ব্যাংক ঋণ বিতরণের পরিমাণ যা ছিল চলতি বছরে তাও হয়নি। জীবন যাত্রার ব্যয় চলতি বছরে আগের বছরের তুলনায় অনেক বেশী। বিনিয়োগ যে বাড়েনি, World Bank-এর রিপোর্টে তার স্বীকৃতি আছে। ২৪শে মার্চ প্রকাশিত বিশ্বব্যাংক এর রিপোর্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিনিয়োগ কমেছে। বিশ্বব্যাংক বিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯১ সালে বিনিয়োগ বোর্ড ৩৫টি বিদেশী অথবা যৌথ উদ্যোগের প্রকল্পে ৩.৭ বিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ অনুমোদন করেছে। ১৯৯২ সালে ২৪টি প্রকল্পে বিনিয়োগ অনুমোদনের পরিমাণ ১ বিলিয়ন টাকা।

এমনি ভাবে Human Development Bangladesh, UNDP- এর রিপোর্টেও দেখতে পাচ্ছি, "The decline in the rate of aggregate investment which started in 1980-81 (When it was 15.9%), still continues, more than a decade later, The latest estimate (CEM) indicates that the aggregate investment rate in 1991-92 has fallen further to 10.5%"

শিল্পে হতাশা বিরাজ করছে

মাননীয় স্পীকার, বিনিয়োগ বাড়েনি। অতএব, অর্থমন্ত্রীর সাথে একমত হয়ে আমরা সন্তোষ প্রকাশ করতে পারছি না। শিল্প খাতে চলছে চরম হতাশা। বর্তমান সরকার উৎপাদনের রাজনীতির কথা বলেন, উন্নয়নের রাজনীতির কথা বলেন। উন্নয়নের রাজনীতির দাবী অনুযায়ী নতুন নতুন শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হবার কথা। মনে হয় বর্তমান সরকারের পক্ষে এ দাবী করা সম্ভব নয়। উৎপাদনের রাজনীতির দাবী করলে কলেকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধির প্রমাণ দিতে হবে। যদি উৎপাদন বৃদ্ধির কোন প্রমাণ তাদের কাছে থাকতো, তাহলে কলকারখানা বন্ধ করে দেয়ার কথা তারা বলতে পারতেন না। আমরা লক্ষ্য করছি ১৯৯০-৯১-এ চিনি ও ডিজেল ইঞ্জিনের উৎপাদন কিছু বেড়েছিল কিন্তু পরে তা হ্রাস পেয়েছে। একমাত্র চা, ইউরিয়া সার ছাড়া আর কোন শিল্প খাতেই উৎপাদন বৃদ্ধির কোন লক্ষণ নেই। পাটকলসমূহ লোকসান দিচ্ছে তা আমরা

www.bjilibrary.com

সকলে জানি। পাটকলের উৎপাদনহীনতার জন্য কারা দায়ী? এ ব্যাপারে খোদ সরকারের বক্তব্য থেকে মনে হয়েছে এ জন্য দায়ী বিদ্যুৎ-বিভ্রাট, ধর্মঘট, শ্রমিক অসন্তোষ, ও লে- অফ। বিদ্যুৎ ও গ্যাসের উচ্চ হারকেও অনেকে দায়ী বলে মনে করেন। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জন্য নিশ্চয়ই সরকার ছাড়া আর কারো উপর দায়-দায়িত্ব বর্তায় না। এমনিভাবে শ্রমিক অসন্তোষ ও অন্যান্য কারণগুলিও Good Governance এর Absence এর কারণেই ঘটে থাকে বলে আমরা মনে করি। পাটের ব্যাপারে আমাদের দুঃখজনকভাবে শুনতে হচ্ছে—একদিকে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ভারতকে বলছে, তোমরা রফতানী বাড়াও আর আমাদেরকে বলছে রফতানী কমাও। আমাদের কলকারখানা বন্ধ করে দেওয়ার ডিকটেশন আসছে, শ্রমিক ছাঁটাইয়ের ডিকটেশন আসছে।

লবণ শিল্প লাটে উঠছে

এমনিভাবে আমাদের লবণ শিল্প লাটে ওঠার পথে। লবণ আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় একটি জিনিস। এই লবণের কারণে নূরুল আমীন সরকারের পতন হয়েছিল। ১৯৭৪ সালেও একবার লবণ সংকট সৃষ্টি হয়েছিল। এবারে প্রাকৃতিক কারণে লবণ উৎপাদন কম হয়েছে। লবণ মিল মালিকদের অবিচূর্ণ বোল্ডার আমদানীর অনুমতি না দিয়ে টি.সি.বি কে লবণ আমদানীর সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এটা আমাদের অর্থমন্ত্রীর ঘোষিত মুক্ত বাজার অর্থনীতির পরিপন্থী। একদিকে মুক্ত বাজার অর্থনীতির কথা বলা হচ্ছে, অন্যদিকে লবন কল মালিকদের জন্য এই মুক্ত বাজারের দরজা রুদ্ধ করা হচ্ছে। এর ফলে ৩০০ লবণ কল বিকল হওয়ার আশংকা আছে। কয়েক লাখ শ্রমিক বেকার হওয়ার আশংকা রয়েছে। সেই সাথে লবণ তৈরীর পানি নষ্ট হওয়া এবং আয়োডাইজড করার প্রসেস এরও ক্ষতি হওয়ার আশংকা আছে। এমন একটি কাজ এই সরকার করতে যাচ্ছে টি.সি.বি-কে লবণ আমদানীর সুযোগ দিয়ে। লবণ আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস। এর জন্য একটি নীতি ঠিক হওয়া দরকার। লবণ চাষীরা যে লবণ উৎপাদন করে লবণ কল মালিকরা তা ন্যায্য মূল্য দিয়ে কিনে নেবে। প্রাকৃতিক কারণে যে বছর লবণের উৎপাদন কম হয়, অবিচূর্ণ বোল্ডার আমদানীর সুযোগ এই লবণ কল মালিকদেরকে দিতে হবে, যাতে করে লবণ শিল্পটাও টিকে থাকে। আবার কোন সংকটও সৃষ্টি না হয়। দুর্ভাগ্য যে, মুক্ত বাজার অর্থনীতি ঘোষণার পরও এ ক্ষেত্রে আমরা ব্যতিক্রম কিছু দেখতে পাচ্ছি। এর কারণ কি, আমরা বুঝতে পারি না।

www.bjilibrary.com

পরিবেশ বিনিয়োগের অনুকূল নয়

মাননীয় স্পীকার, বিনিয়োগ হ্রাস ও শিল্পখাতে লোকসানের কারণ সম্পর্কে দৈনিক 'ইত্তেফাক'-এর একটি সম্পাদকীয় থেকে কিছু উধৃতি দিতে চাই।

বিনিয়োগের প্রথম অন্তরায় কি? আমরা সকলেই বলি রাজনৈতিক অস্থিরতা, অসুস্থ রাজনীতি, আইন-শৃংখলার অবনতি, শ্রমিক অসন্তোষ ইত্যাদি- ইত্তেফাকে বলা হয়েছে, "দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি যে পুঁজি বিনিয়োগের খুব অনুকূল নয়, তাহাও সকলেরই জানা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে হয় যে, অকারণ লাঠিপেটা করিয়া সভাসমিতি ভাঙ্গা ও ইহার জের হিসাবে মৌলিক অধিকার হরণের পরিণামেই যে অনেক ক্ষেত্রে অনুসন্ধিৎসু বিদেশী উদ্যোক্তাদের ভড়কাইয়া যাওয়া যে অস্বাভাবিক নয় তাহা বিবেচনায় রাখা উচিত। অহেতুক হরতাল, রাস্তাবন্ধ ইত্যাদি নৈরাজ্যমূলক কারবার ঘটাইবার মধ্য দিয়াও পুঁজি বিনিয়োগের পরিবেশ বিঘ্নিত করা হয়।"

মাননীয় স্পীকার, ইতিমধ্যে আমাদের দেশী বিনিয়োগকারীদের অনেকে বাইরে বিনিয়োগ করছে। সম্পাদকীয়তে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে, "১৯৬৫ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয়, রফতানী ও সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রায় দক্ষিণ কোরিয়ার সমান ছিল। অথচ গত ২৮ বছরে দক্ষিণ কোরিয়ার অগ্রগতি বিস্ময়কর। শুধু কোরিয়া কেন, পূর্ব এশিয়ার তাইওয়ান, হংকং, থাইল্যান্ড ও সিঙ্গাপুরের অবস্থাও তিন দশক পূর্বে আমাদের চাইতে খুব বেশী ভাল ছিল না।"

আরো সামনে গিয়ে মন্তব্য করা হয়েছে পুঁজি বাইরে চলে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে। "ইহার কারণ যে অনেকটাই প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিবেশ, শ্রম অসন্তোষ, দুর্নীতিপরায়ণ শ্রমিক নেতৃত্ব, সন্ত্রাস, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি, ভয়াবহ আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ তাহার উল্লেখ বোধ করা কি অনাবশ্যক। রাজনৈতিক দলগুলিও অনেক ক্ষেত্রে বস্তাপচা ইস্যু লইয়াও মাঠ গরম করিতে বেশ উৎসাহী।" শিল্পখাতের জন্য এবং উৎপাদনের পথে বিরাজমান অন্তরায় দূর করার জন্য দেশের অর্থনীতির একটি sound base গড়ে তোলা ছাড়া উপায় নেই। এটা না হলে কোন সরকারই শান্তিতে দেশ চালাতে পারবে না।

উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য ঐকমত্য প্রয়োজন

আজকে যারা ক্ষমতায় আছেন তাদের জন্য এটা যেমন জরুরী, তেমনি যারা ক্ষমতার বাইরে আছেন, তাদের জন্যও জরুরী যে, উন্নয়ন এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমাদের ঐকমত্যে আসা দরকার। যে সমস্ত কর্মকান্ড উন্নয়ন এবং উৎপাদনের পথে অন্তরায়, আমাদের সম্মিলিত আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে এগুলো দূর করতে

www.bjilibrary.com

হবে। আর যেন হরতাল অবরোধ করতে না হয় সে পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। হরতাল-ধর্মঘট একেবারে অহেতুক ডাকা হয় না। যারা ডাকে তাদেরও অভাব থাকে, অভিযোগ থাকে। সেটা শোনার একটা আস্থাভাজন ব্যবস্থা থাকতে হবে। আমার প্রস্তাব এজন্য একটা সংসদীয় কমিটি গঠিত হওয়া দরকার। যে কমিটিতে সকল দলের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। এই কমিটি মাঠ পর্যায়ে শ্রমিকদের অভিযোগ শুনবে শ্রমিক এবং মালিক পক্ষের উপস্থিতিতে। এভাবে শ্রমিকদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি করতে হবে। তাদের অভাব-অভিযোগ বলার এবং আন্তরিকতার সাথে সেগুলো পূরণ করার জায়গা আছে, এমন একটা আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করলে শ্রমিক অসন্তোষ দূর করা সম্ভব।

কৃষির জন্য ভর্তুকির ব্যবস্থা করুন

মাননীয় স্পীকার, এবারের কৃষি উৎপাদনের ব্যাপারে সরকার ক্রেডিট নিতে চায়। সরকারকে ক্রেডিট দিতে আামাদের আপত্তি নাই। কিন্তু এ বাস্তবতা হলো আল্লাহর বান্দারা চেষ্টা করেছেন, আল্লাহ সাহায্য করেছেন, উৎপাদন বেড়েছে। সরকারকে আমরা ক্রেডিট দিতে পারতাম, যদি কৃষি উৎপাদনে সরকারের পক্ষ থেকে সহযোগিতার বাস্তব কোন পদক্ষেপ থাকতো। বরং আমরা দেখতে পাচ্ছি, সার-কীটনাশকের মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকদের অসহযোগিতা করা হয়েছে। তাই উৎপাদন বৃদ্ধি হলেও কৃষকের মনে আমরা হতাশা দেখতে পাচ্ছি। কোন বছর একটা ফসল যদি বেশী উৎপাদন হয়, আর দাম কম হয়, তাহলে পরবর্তী বছরে সেই ফসল উৎপাদনে কৃষকেরা বেশী উৎসাহিত হয় না। আমাদের আশংকা হয়, এবারে উৎপাদন বেশী হওয়ার কারণে কৃষকেরা যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এর একটা খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। যদি সরকার মূল্য সহায়তা দিয়ে এ ব্যাপারে সহযোাগিতা করতেন, তাহলেও সরকারকে আমরা কিছুটা ধন্যবাদ দিতে পারতাম।

যাদের কারণে কৃষি খাত থেকে ভর্তুকি তুলে নেওয়া হয়েছে, তারা নিজ দেশে ভর্তুকি চালু রেখেছে। আমরা এর আগেও আলোচনা করেছি। গত দুইটি বাজেট অধিবেশনে আমি নিজে বক্তব্য রেখেছি যে, আমেরিকা মূল্য সহায়তার মাধ্যমে ভর্তুকি দেয়। জাপানে ভর্তুকি আছে। ই,ই,সি-র দেশগুলোতে ভর্তুকি আছে। আমাদের এখানে কৃষির উপর থেকে ভর্তুকি তুলে নেওয়ার কারণ কি? আমি একজন সাবেক মন্ত্রীর কাছে একবার শুনেছিলাম, বিদেশী বিশেষজ্ঞরা আমাদের বুঝাবার চেষ্টা করে যে, বিশ্বে খাদ্য উদ্বৃত্ত আছে, খাদ্য ফলানো নিয়ে তোমাদের এতো মাথা ব্যথা কেন? তাদের এই পরামর্শের পিছনে যে কোন ষড়যন্ত্র নাই—এটা আমি মনে করতে পারি না।

www.bjilibrary.com

বাংলাদেশের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় খাত হচ্ছে কৃষি খাত। আমাদের অনেক জমি অনাবাদী আছে। সবগুলো আবাদযোগ্য জমি যদি আবাদের আওতায় আনা হয়, সবগুলো জমি যদি সেচের আওতায় আনা যায়, তাহলে খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে আমরা বিদেশে তা রফতানী করতে পারি। এই সম্ভাবনাকে যাতে কাজে লাগাতে না পারি সেজন্যই ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের বিশেষজ্ঞরা ডিক্টেট করছে। যাতে করে আমাদের কৃষি সেই পর্যায়ে যেতে না পারে।

বাণিজ্যের হাল কী

মাননীয় স্পীকার, মুক্ত বাজার অর্থনীতির কারণে আমাদের বাণিজ্যের অবস্থাটা কী হতে পারে? ১৯৭৫-এ বাণিজ্যের ঘাটতি ছিল ৯১৯ কোটি টাকা, ৯২-৯৩ সালে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ৫,৯৫০ কোটি টাকা। এই কয়েক বছরে আমাদের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ৭৩ হাজার কোটি টাকা। এই অবস্থায় দেশীয় শিল্পের প্রোটেকশনের ব্যবস্থা না করে, দেশের বাণিজ্যকে একটা খুঁটির উপর দাঁড় না করিয়ে মুক্ত বাজার অর্থনীতির অবাধ বিচরণ দেশের অর্থনীতির সর্বনাশ ডেকে আনবে বলে আমি সাবধান করতে চাই। এই আত্মঘাতী পদক্ষেপ পুনর্বিবেচনা করতে হবে।

এব্যাপারে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সাথে আমাদেরকে তুলনা করা হচ্ছে। তারা যে পর্যায়ে তাদের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে এটা করেছে, আমরা সেই পর্যায়ে এখনও যাই নাই। আমাদের ছেলেরা ওয়ার্ল্ড কাপে খেলতে গিয়ে গোল খেয়েছে এতে কিছু যায় আসে না। খেলা, খেলাই। কিন্তু এই মুক্ত বাজার অর্থনীতির বাজারে গিয়ে আমরা যদি গোল খাই, তাহলে সেটা আমাদের জন্য সর্বনাশ হবে। অতএব, এইভাবে ফাঁকা ফিল্ডে গোল খাওয়ার ব্যবস্থা আমাদের করা উচিত নয়।

কর ফাঁকি দেয়া বন্ধ করতে হবে

আয়করের ব্যাপারে আমি বলতে চাই, সীমিত আয়ের লোকদের জন্য এটা একটা 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা'। ৫০ হাজার বাৎসরিক আয়ের উপর income tax ধরা হচ্ছে। মূলত এটা কর ফাঁকি দেওয়ার একটা রাস্তা করে দেওয়া। এই কর সরকারের কোষাগারে যাবে না, বরং যারা কর আদায়ে নিয়োজিত, তাদের পকেটে যাবে। অর্থমন্ত্রী এখানে উপস্থিত নাই। তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করতাম যে, বছরে ৫০ হাজার টাকায় তাঁর নাস্তা খরচ হয় কিনা। আয়করের সিলিং কমপক্ষে ১ লক্ষ টাকা হওয়া দরকার। ১ লক্ষ ২০ হাজার হলে সবচেয়ে ভাল হয়। তাহলে

www.bjilibrary.com

কর আদায় হবে, কর ফাঁকি দেওয়ার মানসিকতা ও দুর্নীতি থেকে আমরা রেহাই পাবো।

দারিদ্র বিমোচনের পদক্ষেপ কোথায়?

মাননীয় স্পীকার, দারিদ্র বিমোচনের ব্যাপারটি বাজেটে আছে। দারিদ্র বিমোচনের ব্যাপারে Structural Adjustment programme এর মাধ্যমে আমাদের অর্থনীতিতে সংস্কার আনতে চায় World Bank. সেই World Bank এর সার্ভেতে আমরা দেখি দারিদ্র বিমোচনের জন্য আমাদের সরকারের উল্লেখযোগ্য কোন পদক্ষেপ নাই। এটার পুরাটাই তুলে দেয়া হয়েছে N.G.O দের হাতে। দারিদ্র বিমোচন খাতের জন্য মাত্র ১২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ আর কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীতে ৫৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ। এই খয়রাতি সাহায্য দিয়ে আমরা কোনদিন আমাদের মানব সম্পদকে উন্নত করতে পারব না, দারিদ্র বিমোচন করতে পারব না। N.G.O দের সম্পর্কে আমি বলেছি, বলতে আমার ভয় লাগে। কারণ N.G.O অর্থ Non Government Organization. আমি এটাকে একটু উল্টায়ে বলি N.O.G- Non official government, তারা Government অধীনে একটি Government। তাদের উপর Government এর কোন হাত নেই। Government জানে না তাদের বাজেট কত।

তাদের Programme কি? তারা কোথায় কি করতে চায়? এদেশের জনগণও জানে না এরা কোথায়, কিভাবে কি করছে। তারা তাদের ইচ্ছামত প্রকল্প বাছাই করে। কোন জায়গায় একাধিক N.G.O এর প্রকল্প আছে। আবার অনেক জায়গায় কারোর কোন প্রকল্প নেই। এর উপরে সরকারের কোন হাত নেই। এই সব N.G.O দের অনেকগুলো International Organisation, বাইর থেকে তাদের কাছে Fund আসে। আসুক তাতে আমি আপত্তি করতে চাই না। কিন্তু অনেক দাতা দেশ Government to government লেনদেন না করে N.G.O এর মাধ্যমে যে লেনদেন করে এটা আমাদের সরকার এবং প্রশাসনের প্রতি তাদের অনাস্থার একটা স্বাক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। এই N.G.O দের তৎপরতার উপর বস্তুনিষ্ঠ একটি প্রতিবেদন তৈরী করা হয়েছিল NGO Bureau এর পক্ষ থেকে। যিনি এটা করেছিলেন, প্রভাবশালী মহল এবং কোন কোন Foreign mission এর চাপের কারণে তিনি আর সেখানে থাকতে পারেননি।

মাননীয় স্পীকার, আমি বলতে চাই, এই N.G.O গুলো নয়া উপনিবেশবাদের একটি জাল ছাড়া আর কিছুই নয়। নতুন করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পরিণতি আবার আমাদের ভোগ করতে হয় কিনা তা আমাদের চিন্তা-ভাবনা করে দেখতে হবে।

www.bjilibrary.com

শক্তিশালী সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী চাই

মাননীয় স্পীকার, প্রতিরক্ষা ব্যয় বরাদ্দ নিয়ে আমি কথা বলতে চাই না। কিন্তু সংসদে এ নিয়ে কিছু নেতিবাচক কথা এসেছে। এ ব্যাপারে আমি কিছু কথা বলে নিতে চাই। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোতে পরাশক্তি এক সময় সেনাবাহিনীকে রাজনীতিতে জড়িয়ে দেয়ার কাজ করেছে। দেশ রক্ষার পরিবর্তে দেশ শাসনে নিয়োজিত করে সেনাবাহিনীর ইমেজ নষ্ট করা হয়েছে এবং ডিফেন্সও দুর্বল করে ফেলা হয়েছে। এক ইসরাইলের মোকাবিলায় এক মিসর, এক ইরাক বা এক সিরিয়াই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এইসব দেশে সেনাবাহিনী রাজনীতিতে আসার কারণে তারা এক ইসরাইলের সাথে কুলিয়ে উঠতে পারেনি। যারা এক সময় সেনাবাহিনীকে এভাবে রাজনীতিতে ব্যবহার করেছে, তারাই আবার এখন আমাদেরকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের মাধ্যমে ১৫ ভাগ সামরিক ব্যয় কমানোর পরামর্শ দেয়। এইসব দেখে 'সর্প হয়ে দংশন করে ওঝা হয়ে ঝাড়া'র সেই পুরানো প্রবাদের কথা মনে পড়ে। যারা এই কথা বলে তাদের রূপটা দেখা দরকার। তাঁরা ইরাকের Military build up কে যেভাবে ধ্বংস করার টার্গেট নিয়েছে একটা অজুহাতে, সার্বিয়াদের উপরে ঠিক সেইভাবে আঘাত করার সাহস করেনি বা উদ্যোগ নেয়নি। তারা বার্মার নির্বাচিত নেত্রী সুকীকে নোবেল পুরস্কার দিয়েছে, কিন্তু আলজেরিয়ার কারাবন্দী জন-নন্দিত নেতা আব্বাসী মাদানীকে মৌলবাদী বলে আখ্যা দিচ্ছে। আলজেরিয়ার সামরিক জান্তাকে পৃষ্ঠপোষকতা করছে। এরা ভারতকে পাট রফতানী করার জন্য আরো বেশী aid দেয়ার অঙ্গীকার করে আর আমাদেরকে পাট রফতানী করতে মানা করে। তারা নিজেরা কৃষিখাতে ভর্তুকি দেয়, আমাদেরকে কৃষি খাতে ভর্তুকি দিতে মানা করে। তাদের লক্ষ্য অন্য দেশকে গেলা। পরাশক্তির আসনে বসে অন্যদের তারা দুর্বল করে রাখতে চায়। আমাদের এখন বাঁচা-মরার প্রশ্ন। আমরা তাদের ঐ চিন্তা গ্রহণ করতে পারি না। আমাদের দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বের স্বার্থে একটি Well trained, well disciplined, well integrated Defence Force এর প্রয়োজন। আমি যেমন এটা বিশ্বাস করি না যে, আর্মি ছাড়া দেশ রক্ষা হতে পারে, তেমনি এটাও বিশ্বাস করি না যে, শুধু Conventional, Professional Army দেশ রক্ষা হতে পারে। আমাদের একদিকে Professional efficiency, honesty, integrity সম্পন্ন একটি Defence force যেমন গড়ে তুলতে হবে, তেমনি দেশের জনগণকেও দেশ রক্ষার জন্যে ইসলামী জেহাদী জযবায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে, যাতে করে প্রতিটি

www.bjilibrary.com

মানুষ দেশের প্রতি ইঞ্চি জমিন রক্ষার জন্যে জীবন দিতে প্রস্তুত থাকে। সেই সাথে যে কারণে আর্মি এবং জনগণের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হতে পারে, সে কারণ অবশ্যই পরিহার করে চলতে হবে। আমি বিশ্বাস করি, ৯০-এর গণঅভ্যুত্থানে আমাদের সেনাবাহিনী জনগণের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। যদি এর উপরে তারা বহাল থাকেন, তাহলে দেশের প্রতি, জাতির প্রতি, তাঁদের নিজেদের প্রতি তাঁরা একটা বিরাট অবদান রাখতে পারবেন, ভালভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন বলে আশা করি।

মাননীয় স্পীকার, Defence এর পাশাপাশি আমাদের অর্থনীতিকে আগ্রাসনমুক্ত করতে হবে। আমাদের আদর্শকে, আমাদের সংস্কৃতিকেও আগ্রাসনমুক্ত করতে হবে। আমাদের সাংস্কৃতিক বর্ডার উন্মুক্ত রেখে, আদর্শিক বর্ডার উন্মুক্ত রেখে, অর্থনৈতিক আগ্রাসন অব্যাহত রেখে শুধু মিলিটারী build up করে আমরা আমাদের দেশকে রক্ষা করতে পারব না।

প্রথমে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করুন

মাননীয় স্পীকার, শিক্ষা খাতে বেশী ব্যয় করার কথা আমরা গতবারও শুনেছিলাম, এবারও শুনছি। শুধু বেতন-ভাতা আর বিল্ডিংয়ের পিছনে খরচ করার নাম শিক্ষার উন্নয়ন নয়। প্রথমে শিক্ষার নীতি নির্ধারণ করতে হবে। শিক্ষা বেকার সৃষ্টির জন্য নয়, মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষানীতি রচিত হতে হবে। এখানে আমি ইউ, এন, ডি, পি-এর একটা রিপোর্ট উদ্ধৃতি করে 'মর্নিং সান'-এর একটি লেখা আপনার সামনে পেশ করতে চাই" about 40% of people with masters degree are either unemployed or under employed in Bangladesh" এভাবে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা আমাদের যদি লক্ষ্য হয়, তাহলে এই শিক্ষা দ্বারা জাতির এবং দেশের কোন উপকার হতে পারে না। আমাদের সৎ, দক্ষ জনশক্তি তৈরীর লক্ষ্যে শিক্ষানীতি নতুন করে পুনঃবিন্যাস করতে হবে। সেই সাথে চাকুরীমুখী নয়, উন্নয়নমুখী, উৎপাদনমুখী আত্মকর্মসংস্থানের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের প্রণয়ন করতে হবে।

বিশেষ করে মাদ্রাসা শিক্ষার কথা কেউ বলে না। এই কারণে এ বিষয়ে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এই সরকারের আড়াই বছরের আমলে মাদ্রাসা শিক্ষার কোন উন্নয়ন হয়নি। একমাত্র '৮৮ এর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কিছু মাদ্রাসার ব্যাপারে ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের অনুদানে কিছু উন্নয়নমূলক কাজের কথা উল্লেখ আছে বাজেটে। এছাড়া আর কোন কিছু উল্লেখ নাই। ৬১-৬২ তে ঢাকা

www.bjilibrary.com

সরকারী আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র ছিলাম। ৩২ বছর পরে গিয়ে দেখলাম এক ইঞ্চি development সেখানে হয়নি। ব্রিটিশ আমলে বঙ্গ-আসামের দুইটি সরকারী প্রতিষ্ঠানের একটি সিলেট গভমেন্ট আলিয়া মাদ্রাসা। আমি দেড় বছর আগে সেখানে গিয়েছিলাম, কোন উন্নয়ন হয়নি। বিরাট একটি লাইব্রেরীতে ঐতিহ্যবাহী বই-পুস্তকের সমাবেশ। সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হচ্ছে। আমি ফিরে এসে জনাব সাইফুর রহমান ও শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। এই পর্যন্ত সেখানে হাত দেয়া হয়নি।

ফাজেল-কামেল মাদ্রাসার ডিগ্রীকে গ্রাজুয়েশনের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। কিন্তু এটার অনুমোদন নেই। মাদ্রাসার ছাত্ররা চেয়েছে বিসিএস ক্যাডার সার্ভিসে compete করতে, তারা কোটা চায়নি। যদি দক্ষতাবলে তারা আজ ক্যাডার সার্ভিসে অংশগ্রহণ করে qualify করতে পারে, তাহলে তাদের চাকুরী দেয়া হোক। কিন্তু এই পর্যন্ত এই দাবী মানা হয়নি।

আমাদের বিদেশের মিশনগুলোর মূল্যায়ন দরকার

মাননীয় স্পীকার, অর্থনীতির স্বার্থে আমাদের দেশের রাজনীতি যেমন সুস্থ হওয়া দরকার, তেমনি আমাদের পররাষ্ট্র নীতিও effective হওয়া দরকার। অর্থনৈতিক সাহায্য যোগান দেয়ার জন্য, বিদেশী পুঁজি সংগ্রহের জন্য deplomatic Mission সমূহের performance এর মূল্যায়ন হওয়া দরকার। আমাদের মিশনগুলি উদ্যোগ নিলে আমাদের পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হবে। বিদেশী পুঁজি আকৃষ্ট করা সম্ভব হবে। পাশ্চাত্যে আরব বিশ্বের বিনিয়োগ ছিল শতকরা ৭০ ভাগ। এই বিনিয়োগ এখন তারা অন্য জায়গায় করতে চায়। আমাদের শক্তিশালী লবি থাকলে, এই বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে পারতাম। খয়রাত সংগ্রহ নয়, মুসলিম বিশ্বকে নেতৃত্ব দেয়ার পর্যায়ে যদি আমরা যাই, তাহলে মুসলিম বিশ্বের সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে শক্তিশালী উম্মা আমরা গড়ে তুলতে পারব।

মাননীয় স্পীকার, আন্তর্জাতিক প্রতিটি ইস্যুতে আমাদের timely react করা দরকার। বসনিয়ার ব্যাপারে গত বছর ৪ঠা নভেম্বর এই সংসদে আমরা একটি প্রস্তাব পাস করেছিলাম। কিন্তু পানি অনেক দূর গড়িয়ে গিয়েছে। এখন O.I.C. রাজি হয়েছে সৈন্য পাঠাতে। কিন্তু বড্ড দেরী হয়ে গেছে। এখন উদ্যোগ নিলে কি হবে আমি জানি না, কিন্তু এই ব্যাপারে আমাদের পক্ষ থেকে সক্রিয় এবং নেতৃস্থানীয় ভূমিকা নেওয়া দরকার।

স্বাস্থ্য খাতের ব্যাপারে আমি একটি কথা বলতে চাই। World Bank-এর

www.bjilibrary.com

রিপোর্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, সরকারী ব্যবস্থাপনায় যে সমস্ত থানা হেলথ কমপ্লেক্স আছে, জনগণ তার উপর confidence হারিয়েছে। অর্ধেকের মত সীট সেখানে খালি থাকে। এই সুযোগে প্রাইভেট ক্লিনিক ব্যবসা জমজমাট রয়েছে। যেগুলোর সুবিধা শহরের লোকেরা পায়, গ্রামের লোকদের পাওয়া সম্ভব নয়। অতএব, সবার জন্য স্বাস্থ্য—এই শ্লোগান যদি সরকার সত্যিই mean করেন, তাহলে থানা হেলথ কমপ্লেক্সকে এই দুর্দশা থেকে মুক্ত করতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, আপনার কাছে আমার অনুরোধ, আমার জন্য বিশেষ করে হলুদ বাতিটা জ্বালাবেন না। সময় যদি শেষ হয়, আর আমি সময়ের আগে বসতে না পারি সরাসরি লাল বাতি জ্বালিয়ে দিবেন। আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বসে পড়ব। কারণ আমার সামনে বিশ্বব্যাপী ইহুদী ষড়যন্ত্রের জালটা পরিষ্কার। এই ইহুদী ষড়যন্ত্রের চক্রান্তে আজ গোটা মানবতা নিষ্পেষিত, বিশেষ করে মুসলিম উম্মা জর্জরিত। এই ইহুদী ষড়যন্ত্রের বিভিন্ন জালের মধ্যে একটি জাল হলো Yellow Journalism. ইসলামের ব্যাপারে বিশ্ব জনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্য Yellow Journalism ভূমিকা রাখছে। International News Media নিয়ন্ত্রণ করে ইহুদী গোষ্ঠী। এই কারণে আমি হলুদ বাতিটা দেখলে আমার মনের মধ্যে একটু ক্ষোভ অনুভব করি। তাই অনুরোধ, আপনি অন্তত আজকের এই মুহূর্তে হলুদ বাতিটা জ্বালাবেন না।

মাননীয় স্পীকার, আমাদের এই বাজেটে দারিদ্র বিমোচন ও স্বনির্ভরতার যে কথা বলা হয়েছে, আমি মনে করি, একটা নিজস্ব আদর্শ ছাড়া একটা নিজস্ব আঙ্গিকে অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাস অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ করতে চাই, বর্তমান বিশ্বে দেশে দেশে ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ ইসলামী অর্থনীতির যে রূপরেখা দাঁড় করিয়েছেন, সুদমুক্ত অর্থনীতির যে কথা বলছেন, এগুলো আমার দেশে apply করতে পারি কিনা তা একটু ভেবে দেখতে হবে।

গত দু' বাজেট অধিবেশনে সুদ সম্পর্কে আমি বলেছিলাম। সুদ শুধু ধর্মীয় কারণে আমরা অপছন্দ করি তা নয়। অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে এটা হল শোষণের হাতিয়ার। আল্লাহ্ তায়ালার কাছে সবচেয়ে অপছন্দ হল সুদ। অতএব, আজকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে শুধু নয়, অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুদের পর্যালোচনা হওয়া দরকার।

আমাদের দেশের শিল্পঋণ কৃষিঋণের যে দুরবস্থা এটা দেখে আমার মন বলে আল্লাহ তায়ালা সুদ সম্পর্কে যে কথা বলেছেন—

www.bjilibrary.com

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقَٰتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

তার বাস্তব প্রতিফলন এখানে ঘটছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে বাজেটকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। একটি হচ্ছে রাজস্ব বাজেট, যেটাকে আমরা সার্ভিস বাজেট বলি। দ্বিতীয়টি ডেভেলপমেন্ট বাজেট। এর পরে সাধারণ ডেভেলপমেন্ট প্রক্রিয়ায় শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে যারা পিছিয়ে পড়ে, তাদেরকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য re-distributing বিষয়ে একটা বাজেট হতে পারে। সেই বাজেট করার provision ইসলামী ideology-তে আছে, ইসলামী অর্থব্যবস্থার মধ্যে আছে।

সরকারী দলে একজন ইসলামের 'বিশেষজ্ঞ' আছেন। তিনি ইতিমধ্যেই মন্তব্য করেছেন যে, 'ইসলাম বুঝেন কিন্তু জামায়াতে ইসলামীর ইসলাম বুঝেন না।' এজন্য আজকে আমি সুদের ব্যাপারে আমার কথা না বলে আমি শুধু reference দিতে চাই সূরা বাকারার ২৭৫, ২৭৬, ২৭৮ এবং ২৭৯ আয়াতের, যেখানে সুদ সম্পর্কে কথা বলা আছে। এখানে বলা হয়েছে—

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَٰوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۚ

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَٰوا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَٰوا ۚ

এখানে আল্লাহ্ তায়ালা বলছেন, "যারা সুদ খায়, তারা সেই ব্যক্তির ন্যায় যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল করে দিয়েছে। এটা এই জন্যে যে, তারা বলে, 'বেচাকেনা তো সুদের মত।' অথচ আল্লাহ্ তায়ালা সুদকে হারাম করেছেন আর ব্যবসাকে হালাল করেছেন"।

পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে— يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقَٰتِ ۗ

আল্লাহ্ তায়ালা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন, আর যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থাকে আল্লাহ্ তায়ালা বৃদ্ধি করে দেন।

আয়াতে বলা হয়েছে— وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَٰوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

যদি তোমরা ঈমানদার হও, তাহলে তোমরা সুদের বাদবাকী সবটা বর্জন কর।

মাননীয় স্পীকার, আমরা সংবিধানের ৮ নম্বর অনুচ্ছেদে ঘোষণা করেছি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের কথা।

www.bjilibrary.com

এবার যাকাতের প্রসংগে কিছু বলতে চাই। যাকাত ভিক্ষা নয়, ট্যাক্সও নয়। যাকাত হল আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নির্ধারিত ধনীর ধনে গরীবের ন্যায্য পাওনা, ন্যায্য অধিকার। সেই অধিকার আদায় করে দেওযার দায়িত্ব সরকারের। আমাদের অর্থমন্ত্রী ইবনে খালদুনের একটি উদ্ধৃতি পড়েছিলেন। ইবনে খালদুনের চিন্তাধারার উৎস কোরআন। এই কোরআন রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতদের দায়িত্ব define করে দিয়েছে।

"আললাজিনা ইম্‌মাক্কান্নাহুম ফিল আরদি আকামুস সালাতা ওয়াতায়ুয যাকাতা ওয়াআমারু বিল মারুফি ওয়ানাহাও আনিল মুনকার।"
যারা সরকারী ক্ষমতা পায়, তাদের দায়িত্ব নামায কায়েম করা এবং যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা চালু করে সমাজের ধনী-গরীবের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা দূর করার ব্যবস্থা করা, সৎ কাজের আদেশ দেয়া, অসৎ কাজের পর্যায়ে যা কিছু আছে খুন-খারাবী, রাহাজানি থেকে শুরু করে সব কিছু দূর করা।

আমাদের অর্থমন্ত্রীকে এই সুদের অভিশাপ থেকে আমাদের অর্থ ব্যবস্থাকে মুক্ত করতে হবে। যাকাত ইসলামী অর্থনীতির একটি দিক, welfare state গঠনের একটি দিক, যাকাত দরিদ্র বিমোচনে একটি বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে। আমাদের অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের আমলে টাস্ক ফোর্সের রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে, ১,৮০০ কোটি টাকা হলে দারিদ্র বিমোচন হতে পারে। ইসলামিক ইকোনমিক রিসার্চ ব্যুরো একটা তথ্য দিয়েছে যে, এদেশের ধনীদের কাছে যে অর্থ আছে, হিসাব করে আদায় করলে তা থেকে বাৎসরিক দুই হাজার কোটি টাকা যাকাত আসতে পারে। নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করে দারিদ্র বিমোচন না করে এন,জি,ও দের হাতে আমাদের ভাগ্য ছেড়ে দিয়ে আমাদের কৃষ্টি-কালচার, নৈতিক-সামাজিক মূল্যবোধ ধ্বংসের যে উদ্যোগ আমরা নিয়েছি, সে অবস্থা থেকে ফিরে আল্লাহর দ্বীনের দিকে আসার জন্য আহবান রেখে আমি আমার কথা শেষ করছি।

[২৬-০৬-৯৩]

www.bjilibrary.com

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি

মাননীয় স্পীকার, আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে খোলামন নিয়ে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর এই আলোচনা শুরু করছি। কাউকে দোষী প্রমাণ করে ঘায়েল করা বা বিব্রত করার মানসিকতা নিয়ে নয়, বরং আমরা উদ্বিগ্নচিত্তে মনে করি দরিদ্র এই দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি অপরিহার্য। দেশকে ক্ষুধা, দারিদ্র ও বেকারত্ব থেকে মুক্ত করতে হলে আইন-শৃঙ্খলার এই ক্রমাবনতি অবশ্যই রোধ করতে হবে। দেশের মানুষ শান্তিতে-স্বস্তিতে বসবাস করতে পারে তেমন পরিবেশ বজায় রাখা সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। আমরা যারা বিরোধীদলে রয়েছি তাদের কামনাও সেটাই, সরকার এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করুন।

জনাব স্পীকার, আমাদের সবার উদ্দেশ্য যেহেতু অভিন্ন। তাই আমি আপনার মাধ্যমে সকলের কাছে এই অনুরোধ করতে চাই, একে অপরের প্রতি অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ করে, আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণ করে আমরা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব না।

পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে

জনাব স্পীকার, মাননীয় সদস্য জনাব তোফায়েল আহমদ অত্যন্ত সুন্দর কথা বলেছেন। অতীত ঘাঁটাঘাঁটি করে বোধ হয় খুব একটা লাভ নেই। বর্তমান বাস্তবতাকে সামনে রেখে এই অবস্থার প্রতিকার-প্রতিবিধান কিভাবে করা যায়, আমাদের সবার সে চেষ্টাই করা উচিত।

মাননীয় স্পীকার, আপনার মাধ্যমে আমি সরকারকে অনুরোধ করব, দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে, এই বাস্তবতার স্বীকৃতি দিতে। এই বাস্তবতাকে স্বীকার করে নেয়ার মধ্যে কোন অপমানবোধের কিছু নেই। রোগীর রোগ নির্ণয় করতে পারাটা চিকিৎসার অর্ধেক, এমন কথা প্রচলিত রয়েছে। দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যে অবনতি হয়েছে জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলো তার সাক্ষী। সর্বসাধারণ তা উপলব্ধি করছে। এর প্রতিবিধান আমরা চাই। প্রতিকার করতে গিয়ে কারণ নির্ণয়ের ব্যাপারে মত-পার্থক্য দেখা দিতে পারে। কিন্তু আমরা যদি বিষয়টিকে স্বীকৃতিই না দেই, তবে এর প্রতিকার-প্রতিবিধান করব কিভাবে? সম্প্রতি দেশের একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী বলেছেন, অতীতে জনসাধারণের দুর্ভোগ হত বিভিন্ন বাহিনীর হাতে। বর্তমানে জনসাধারণের দুর্ভোগ

www.bjilibrary.com

হচ্ছে চাঁদাবাজ মাস্তানদের হাতে। একথা হয়ত অপ্রিয়, কিন্তু এটাই সমাজের বাস্তব চিত্র।

মাননীয় স্পীকার, এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে ১৯৯১ সালে চাঁদাবাজ সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হয়েছে দুই হাজার ব্যক্তি, আহত হয়েছে তার চেয়ে বেশী। ছাত্র নিহত হয়েছে ২৫ জন, আহত হয়েছে শতাধিক, পুলিশ নিহত হয়েছে ৩ জন, আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে ২৮৭টি আর আটক করা হয়েছে ৪৪৬ জনকে। ১৯৯১ সালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল ১৫০টি, মোট হাঙ্গামা হয়েছে ১০ হাজারের মত। এর মধ্যে ৬ হাজার হাঙ্গামায় গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।

চাই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ

জনাব স্পীকার, গত জুলাই মাসে আমি নিজে নোট করেছি, জাতীয় দৈনিকে সন্ত্রাসের ৫০টি ঘটনা সংবাদ শিরোনাম হয়েছে। এমনিভাবে গত ২৮ তারিখে পত্রিকায় একটি ঘটনা বের হয়েছে। শহিদুল্লাহ নামে একজন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র ছেলে ধরাদের কবলে পড়েছিল, সেসহ আরো ৯জন বেরিয়ে এসেছে। এধরনের অপরাধপ্রবণতা এবং অমানবিক কার্যকলাপ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এগুলো রোধ করার জন্য খোলামন নিয়ে আমাদের সবার এগিয়ে আসতে হবে। আইন-শৃঙ্খলাজনিত এইসব কার্যকলাপকে আমরা দুইভাগে ভাগ করতে পারি। একটি রাজনৈতিক সংঘাত-সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট। আর অন্যটি পেশাদার ক্রিমিনালদের দ্বারা সৃষ্ট চাঁদাবাজী, মাস্তানী, ডাকাতি, হাইজ্যাকিং ইত্যাকার ঘটনা। আমি মনে করি, এর মধ্যে রাজনৈতিক বিষয়টি মুখ্য। রাজনৈতিক অঙ্গনে যদি আমরা সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে পারি, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মোকাবেলা বল প্রয়োগের মাধ্যমে নয় রাজনৈতিকভাবে যুক্তির মাধ্যমে করার ব্যাপারে নিষ্ঠা আন্তরিকতার পরিচয় দিতে পারি, তাহলে সন্ত্রাস হতে পারে না, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটতে পারে না। রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে যদি অনুসরণযোগ্য, অনুকরণযোগ্য নীতি উপস্থাপন করতে পারতাম ছাত্র সমাজ, শ্রমিক সমাজের সম্মুখে, তাহলে শিক্ষাঙ্গনে এবং শ্রমিক অঙ্গনেও দলাদলিকে কেন্দ্র করে লাঠালাঠি, গোলাগুলি হত না। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য সরকারী দলের পক্ষ থেকে উদ্যোগ চাই এবং আমরা সকলে সহযোগিতা করতে চাই। আমাদেরকে একটি রাজনৈতিক আচরণবিধি মেনে চলার অঙ্গীকার করতে হবে। আমরা আমাদের রাজনৈতিক আদর্শ, আমাদের কর্মসূচী খোলাখুলি মানুষের কাছে বিনা বাধায় পেশ করতে চাই। আমার আদর্শ যিনি অপছন্দ করেন, তিনি যুক্তি দিয়ে তা সমালোচনা করবেন।

www.bjilibrary.com

কিন্তু বল প্রয়োগ করে ভিন্ন রাজনৈতিক দলের সভা ভাঙ্গা, মিছিল ভাঙ্গা, এক দল জনসভা ডাকলে সেখানেই পাল্টা জনসভা ডাকা, আবার তাকে কেন্দ্র করে ১৪৪ ধারা জারি করা- এসব করলে দেশে সন্ত্রাস বন্ধ হবে, আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি হবে এমন কল্পনা করা যায় কি? তাই আমাদের একটি রাজনৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন অত্যন্ত জরুরী। শুধু তৈরী করলেই চলবে না। সে বিধি মেনে চলার জন্য জাতির কাছে অঙ্গীকার করতে হবে।

আমাদের শ্রমিক সংগঠন এবং ছাত্রদের সংগঠনেও যাতে সেটা অনুসরণ করা হয় সে ব্যাপারে আমাদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। এরপর পেশাদার ক্রিমিনালদের পক্ষ থেকে যে সমস্ত সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয়ে থাকে, সেখানেও যদি রাজনৈতিক অথবা প্রশাসনিক কোন পৃষ্ঠপোষকতা না দেয়া হয়, তাহলে কোন হাইজ্যাকার আর হাইজ্যাক করার সাহস পাবে না। কোন চাঁদাবাজ আর চাঁদার জন্য মানুষ খুন করতে সাহস পাবে না। আমরা ইতিপূর্বে কয়েকবার বলেছি, সন্ত্রাসীরা কোন দলের নয়। তাদের আমরা আশ্রয়-প্রশ্রয় দেব না। কিন্তু বাস্তবে আমাদের কাছ থেকে এরা আশ্রয়-প্রশ্রয় অব্যাহতভাবে পাচ্ছে, এটা বন্ধ করতে হবে। এমনিভাবে জনগণের মাধ্যমেও এই অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে। কোথাও হাইজ্যাক হলে তার বিরুদ্ধে মামলা দিলে উল্টো যেন মামলা দায়েরকারীর জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়। ডাকাতি হলে ডাকাতদের বিরুদ্ধে মামলা দিলে যেন তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়। এ ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে, সরকারের পক্ষ থেকে এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে জনগণের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি করা উচিত। গুটিকতক সন্ত্রাসকারীর বিরুদ্ধে মনুষের মনে ক্ষোভ আছে, ব্যথা আছে। জনগণের পক্ষ থেকে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব এবং সে প্রতিরোধ গড়ে তোলার দায়িত্ব জনপ্রতিনিধিদের নিতে হবে।

জনাব স্পীকার, গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক অঙ্গনে সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। পুলিশ প্রশাসনে সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। বিচার ব্যবস্থায়ও সংস্কার সাধনের প্রয়োজন আছে। তেমনি অপরিহার্য হয়ে পড়েছে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা। যুব সমাজ আজ বেকারত্বের কারণে গভীর হতাশায় নিমজ্জিত। এই হতাশাই আজ তাদের বিপথগামী করছে, বিভিন্ন অসামাজিক কাজে আমাদের যুব সমাজ জড়িয়ে পড়ছে। যুব সমাজকে অধঃপতন থেকে ফিরিয়ে রাখতে হলে তাদের দায়-দায়িত্ব সরকারকে, সমাজকে নিতে হবে। এছাড়া আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি আশা করতে পারি না।

www.bjilibrary.com

সুস্থ পরিবেশ চাই

জনাব স্পীকার, আমরা আন্তরিকভাবেই চাই দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হোক, সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসুক। জনগণ অবাধে কথা বলার সুযোগ পাক। এটা আমাদের বড় চাওয়া। কেননা সবাই অবাধে কথা বলার সুযোগ পেলে, আমিও সে সুযোগ পাব। আমার অবাধে কথা বলার সুযোগ হলে আমি জনগণের কাছে আমার কথা বলব। আমার কথা জনগণ শুনলে আমরা সরকার গঠন করব। আর কথা না শুনলে অপেক্ষা করব। এই পরিবেশ রাজনৈতিক অঙ্গনে সৃষ্টি হলে আমি মনে করি, সন্ত্রাস চলতে পারে না। আমাদের দল ও ছাত্র সংগঠন সম্পর্কে কিছু কথা এসেছে। এ ব্যাপারে আমি একটি কথাই বলতে চাই, পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতার ঊর্ধে উঠা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। অতএব, আমি ভাল থাকতে চাইলেই, আমি ভাল থাকতে পারব না। এজন্য অনুকূল একটি পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার প্রয়োজন।

সন্ত্রাস সন্ত্রাসের জন্ম দেয়। আমি যদি বারবার সন্ত্রাসের শিকার হতে থাকি এবং তারপরও ধৈর্য ধরতে পারি। কিন্তু আমার বন্ধু স্বজনরা এ ব্যাপারে ভিন্ন পথ বেছে নিতে বাধ্য হতে পারে। সেজন্য বিষয়টি নিয়ে আমাদের গভীরে গিয়ে তলিয়ে দেখতে হবে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র শিবিরের নিয়ন্ত্রণে এমন কথা বলা হয়েছে। সেই শিবিরের নিয়ন্ত্রিত বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচন হয়েছে। শিবিরের নিয়ন্ত্রিত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন বিজয়ী হয়েছে। শিবির সেই নির্বাচন মেনে নিয়েছে এবং তাদের কার্যক্রম যথারীতি চলতে দিয়েছে। তাহলে অন্তত এতটুকুর জন্য তো আমরা তাদের প্রশংসা করতে পারি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ও নাকি শিবিরের নিয়ন্ত্রণে, সেখানেও নির্বাচন হয়েছে, সেই নির্বাচনে শিবিরের প্রতিদ্বন্দ্বীদল বিজয়ী হয়েছে। নির্বাচনের রায় শিবির মেনে নিয়েছে। সেখানে সবার সংগঠন করার স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা, শিবিরের মত বৃহৎ ছাত্র সংগঠন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সাধারণ সভা করার সুযোগ পায় না কেন? মিছিল করার সুযোগ পায় না কেন? এখানে তাদের উপর সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এত বড় একটি ছাত্র সংগঠন সারা দেশে যার অসংখ্য শাখা-উপশাখা রয়েছে। দেশের ছাত্র আন্দোলনের রাজধানী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি তাদের কাজ করতে দেয়া না হয়, তাদের সভা করতে দেওয়া না হয়, মিছিল করতে দেয়া না হয়, তার প্রতিক্রিয়া তাদের হৃদয়ে সৃষ্টি হওয়া কি স্বাভাবিক নয়। মাননীয় স্পীকার, এসব প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে সামগ্রিকভাবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিষয়টি বিবেচনার জন্য আমি অনুরোধ করব।

www.bjilibrary.com

জনাব স্পীকার, সম্মানিত সংসদ সদস্য কর্নেল আকবর হোসেন অধ্যাপক গোলাম আযমকে কেন্দ্র করে একটি কথা বলেছেন। অধ্যাপক আযমের ব্যাপারে একটি মামলা এখন সুপ্রীম কোর্টে রয়েছে। তাই সাব-জুডিজ্ ম্যাটার নিয়ে কথা বলতে আমরা অভ্যস্ত নই। কিন্তু তিনি অধ্যাপক গোলাম আযম প্রসঙ্গে যে কথাটি বলেছেন, তার কথার প্রসঙ্গে আমি প্রশ্ন তুলতে পারতাম মরহুম শাহ আজিজুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী করার সময় তার মনে এই প্রশ্নটি ছিল কিনা? আর তিনিও তো সেই কেবিনেটে একজন সদস্য ছিলেন। জনাব জুলমত আলী খানকে পার্টির ভাইস চেয়ারম্যান করার সময় তার এই কথাটি মনে ছিল কিনা। এসব প্রশ্ন আমি করতে পারতাম। কিন্তু করতে চাচ্ছি না। কারণ তিনি মক্কা বিজয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে যে কথাটি বলেছেন সেটা অসত্য, ইতিহাস বিকৃতি এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ। মক্কা বিজয়ের পর কারোর উপর কোন 'বিধি-নিষেধ' আরোপ করা হয়নি। সকলে সমান অধিকার ভোগ করেছেন। এটাই ইসলামের ইতিহাস। জনাব আকবর ইসলামের ইতিহাসকে বিকৃত করেছেন। দ্বিতীয় বৃহৎ মুসলিম দেশের এই সংসদে একজন মাননীয় সংসদ সদস্যের মুখ থেকে এই কথা উচ্চারিত এবং তা সংসদের প্রোসিডিং-এ স্থান পাওয়া সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। মাননীয় স্পীকার, আমি আপনার মাধ্যমে তার বিবেকের কাছে এই প্রশ্নটি রেখে যেতে চাই।

জনাব স্পীকার, আমি পরিশেষে এই আরজ করতে চাই, আমাদের প্রত্যেকের আরো মুক্তমন নিয়ে পরিস্থিতির বাস্তবতা স্বীকার করে ১২ কোটি মানুষের স্বার্থে আইন-শৃঙ্খলার উন্নতির জন্য আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠার সাথে এগিয়ে আসা দরকার। কিন্তু একে অপরকে দোষারোপ করে আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণের ধারা অব্যাহত রেখে এটা করা সম্ভব হবে না।

মাননীয় স্পীকার, আমরা এর আগে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের আলোচনা করেছিলাম। এ নিয়ে একটি কমিটি হয়েছিল। দুর্ভাগ্য এই যে, সেই কমিটির রিপোর্ট এখানে আসেনি। এর পর প্রধানমন্ত্রী আমাদের দু'বার আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে ডেকেছিলেন। সেখানে অনেক আলাপ-আলোচনা হয়েছিল তার পরেও কিছু হয়নি। আইন-শৃঙ্খলার উপরে আলাপ-আলোচনা হল, সেখানে আমরা একে অন্যকে দোষারোপ করলাম। তারপর বৈঠক শেষ হলো। এতে আমাদের লাভ হল কি? জনগণই বা পেল কি?

জনাব স্পীকার, আপনার নেতৃত্বে এবং আপনার মাধ্যমে আমরা এই বিষয়টির গভীরে যাওয়ার জন্য এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি রোধ করার জন্য,

www.bjilibrary.com

জনগণের শান্তি-স্বস্তি ফিরিয়ে আনার জন্য, দেশকে দারিদ্র, ক্ষুধা ও বেকারত্বের অভিশাপ থেকে রক্ষা করার জন্য আমরা একটা বাস্তব পদক্ষেপ নিতে চাই। এজন্য একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করা হোক, সেখানে আমরা চিহ্নিত করব আইন-শৃঙ্খলার অবনতির জন্য কোন্ কোন্ বিষয়গুলো দায়ী এবং এরপর আমরা এর প্রতিকার সম্পর্কে সুপারিশ করব। আমার প্রস্তাবের লক্ষ্য জনগণের স্বস্তি এবং এই সংসদকে অর্থবহ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিপন্ন করা।

মাননীয় স্পীকার, বাবু সুরঞ্জিৎ সেন গুপ্ত এই সংসদের একজন সিনিয়র সদস্য। এটাই প্রথা, নবীনরা সিনিয়রদের কাছে শিখবে, বুঝবে। আমরাও সিনিয়র সংসদ সদস্যদের কাছে শেখার, বোঝার চেষ্টা করি। আজকে এই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর আলোচনা করতে গিয়ে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আহ্বান জানানো হলো এবং সেই দলের রাজনীতিকে 'পারভার্টেড' রাজনীতি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আমি জানি না একজন প্রবীণ রাজনীতিকের মুখে এসব কথা মানায় কিনা। আমরা অত্যন্ত বেদনার সাথে লক্ষ্য করে থাকি, যাদের কাছ থেকে আমরা শিখতে চাই, তারা অনেক সময় সংসদীয় রীতিনীতি পরিত্যাগ করে এবং গণতান্ত্রিক নীতিমালা লংঘন করে আমাদেরকে কিছু ভুল রাজনীতি শেখার দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এই ধারা অব্যাহত থাকলে সুস্থ রাজনীতির বিকাশ ঘটানো সম্ভব হবে না। সুস্থ রাজনীতির বিকাশ আমাদের সবার কাম্য। এই সংসদ সংসদীয় রীতিনীতি অনুশীলনের মাধ্যমে সেই সুস্থ রাজনীতি জাতিকে উপহার দিবে এই আশা ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্যের ইতি টানছি। আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় স্পীকার।

[২৯-০৭-৯২]

www.bjilibrary.com

কারাগার পরিস্থিতি

মাননীয় স্পীকার, ৭ই এপ্রিল প্রথম চট্টগ্রাম কারা-পরিস্থিতি সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ নোটিশ দিয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এরপর গতকাল আবারো মুলতবী প্রস্তাব দিয়েছি।

জনাব স্পীকার, দেশের কারাগারগুলোর পরিস্থিতি নিয়ে আমাকে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য কথা বলার সুযোগ দেয়ায় আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি এ বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই আপনার মাধ্যমে মাননীয় সংসদ সদস্যদের কাছে এই আবেদনটুকু রাখতে চাই যে, দেশের কারাগারগুলোর পরিস্থিতি বিশেষ করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের পরিস্থিতি আলোচনার জন্য আমরা যে প্রস্তাব করেছিলাম, তা কোন মহল বিশেষকে দায়ী করার জন্য নয়। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ করার জন্যও নয়। বরং আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, এমন ঘটনা কেন ঘটছে তার কারণ অনুসন্ধান করা। তার প্রতিকার-প্রতিবিধান কিভাবে আমরা করতে পারি, সেটা নির্ণয় করা।

মাননীয় স্পীকার সংসদে এই বিষয় নিয়ে আলোচনার ধারা দেখে আমরা দুঃখিত। কেননা আলোচনা শেষ পর্যন্ত আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ, কটাক্ষ পাল্টা কটাক্ষের মধ্যেই রয়ে গেছে। এটা দুর্ভাগ্যজনক। এই আলোচনার ধরন দেখে মাঝে মধ্যে মনে হয়েছে আমরা যেন ৫৮ সালে চলে গিয়েছি। সে সময়ের ইতিহাস আমাদের মনে আছে। সেই পথ ধরেই স্বৈর শাসন জাতির ঘাড়ে চেপে বসেছিল। এই সংসদ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফসল। অনুরূপ কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে কোন ছিদ্রপথে আবার কোন স্বৈরতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটুক, এই সংসদের কোন সদস্যেরই সেটা কাম্য নয়। আপনার মাধ্যমে আমি সকলের বিবেকের কাছে এই আবেদনটুকু রাখতে চাই।

রহস্য উন্মোচন করুন

মাননীয় স্পীকার, কারাগার পরিস্থিতি আলোচনা করতে গেলে এর দুটি কারণ আমাদের সামনে আসতে পারে। মাননীয়া সংসদ নেত্রী আমাদের সম্মুখে যে বিবৃতি দিয়েছেন, তাতে দুটি কারণই উল্লেখ রয়েছে। একটি কারণ রাজনৈতিক, সম্ভবত কোন দুরভিসন্ধির দিকেই তিনি ইংগিত করেছেন। আমি মনে করি সংসদ নেত্রী তথা প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে আছেন। তাই তাঁর বিবৃতিতে যে কথা এসেছে সেটা নিছক আন্দাজ-অনুমান নয়। যদি কারা-পরিস্থিতির পিছনে কোন মহলের কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থেকে থাকে, তাহলে

www.bjilibrary.com

এই সংসদে বিষয়টি আসার পর তা রহস্যপূর্ণ করে রাখা ঠিক নয়। এখন বিষয়টি সংসদের প্রোপার্টি। সংসদের মাধ্যমে বিষয়টি জাতীয় প্রচার মাধ্যমে গিয়েছে। প্রচার মাধ্যমের মধ্য দিয়ে তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছেছে। এখন আমরা যখন এই সংসদ থেকে বেরিয়ে জনগণের কাছে যাব, তখন তারা যদি আমাদের জিজ্ঞাসা করে কারা-পরিস্থিতির পিছনে যে রাজনৈতিক দুরভিসন্ধির কথা বলা হয়েছে, সেটা কি এবং তার কি প্রতিকার আপনারা করে এসেছেন? এর জবাব আমরা কি দেব? সেজন্য আমি মনে করি কারা-পরিস্থিতি নিয়ে পরিষ্কার আলোচনা হওয়া দরকার।

জনাব স্পীকার, কারা-পরিস্থিতির পিছনে যদি রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি থাকে, সেই দুরভিসন্ধি তাৎক্ষণিকভাবে নস্যাৎ করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা সম্ভব। আর অব্যবস্থাজনিত যে কারণে কারা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে, সেটা দূর করতে সময় লাগবে। এজন্য সংসদীয় কমিটি গঠনের যে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে, আমি তাকে সমর্থন করি। কমিটি সার্বিকভাবে বিষয়গুলো তদন্ত করবে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, অনেকে বিনা অপরাধে কারাগারে গিয়ে শেষ পর্যন্ত বড় ধরনের মাস্তান হয়ে বেরিয়ে আসে। আজ কারাগারের অবস্থা হচ্ছে, সেখানে গেলে মানুষ সংশোধনের পরিবর্তে আরো বড় অপরাধ করার কলা-কৌশল আয়ত্ত করে সমাজে ফিরে আসে। এক কথায় বলতে গেলে কারাগার এখন আর চরিত্র সংশোধনের কোন স্থান নয়, বরং চরিত্র নষ্ট করার একটি স্থান। কারাগারের এই অবস্থার জন্য দায়-দায়িত্ব শুধু সরকারের উপর পড়বে তা নয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অপজিশন সরকারের অংশ বটে। আজ কারাগারের পরিস্থিতি যখন উদ্বেগজনক, আমরা চাই সকলেই সমান অংশীদারিত্ব নিয়ে এর একটা সুস্পষ্ট সমাধান করতে। যাতে ভবিষ্যতে আর কোন দিন কারাগারে প্রাণহানি না ঘটে।

মাননীয় স্পীকার, আমি দুঃখের সাথে একটা কথা বলতে চাই, এখানে একটু আগে প্রস্তাব এসেছিল সাবেক প্রেসিডেন্টকে জেলখানায় পাঠানোর ব্যাপারে। মাননীয়া সংসদ নেত্রীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, সংসদ চাইলে এতে আপত্তি নেই। কিন্তু আমি এখানে আবেগতাড়িত না হয়ে সকলকে বস্তুনিষ্ঠভাবে চিন্তা করার আহ্বান জানাব। এই সংসদ যতক্ষণ পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের মালিক না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই সংসদের পক্ষ থেকে এমন কোন সিদ্ধান্ত নেয়া আমাদের ঠিক হবে না।

মাননীয় স্পীকার, আমি সকলের কাছে এই আবেদনের মধ্য দিয়ে আমার কথা শেষ করছি।

[১০-০৪-৯১]

www.bjilibrary.com

রতন সেন হত্যাকান্ড প্রসংগে

মাননীয় স্পীকার, আমিও আমার দলের পক্ষ থেকে খুলনার প্রবীণ রাজনীতিবিদ রতন সেনের মর্মান্তিক হত্যাকান্ডের তীব্র নিন্দা করি। ৩১ তারিখ প্রকাশ্য দিবালোকে এসপি'র অফিস থেকে ৫০ গজ ও কোতোয়ালী থানা থেকে কয়েকশ' গজ দূরে রাজপথে যেভাবে হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে, পুলিশ কর্তৃপক্ষ আন্তরিকতার পরিচয় দিলে হত্যাকারী কারা, তাদেরকে বের করে শাস্তি দেওয়াটা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। এই অবস্থায় এই দুঃখজনক ঘটনা সত্যিই মর্মান্তিক এবং একটি গণতান্ত্রিক দেশের জন্য লজ্জাজনক। রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে কারো আজ জানমালের নিরাপত্তা নেই। এটা উদ্বেগজনক, কিন্তু সেই সাথে প্রমাণ ছাড়া কোন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য এই ধরনের হত্যাকান্ডের সাথে জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ছাত্র শিবিরকে জড়িত করাটা আরও দুঃখজনক। এটা কারো জন্য সুখকর নয়। এই ঘটনার পর সারাদেশে যে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চলছে, মনে হয় যেন একটা বিশেষ দলই এ ব্যাপারে দায়ী। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের ঘটনা সবটাই দুঃখজনক এবং একটা অবাঞ্ছিত পরিবেশের কারণে এগুলো ঘটছে। এই অবাঞ্ছিত পরিবেশ দূর করা জাতির স্বার্থে আমাদের সকলের দায়িত্ব

মাননীয় স্পীকার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ রেইড করেছে ভালো কথা। কিন্তু সেখানে একটি হলে মাত্র ৪৫ মিনিট তল্লাশী চালানো হয়েছে। আর তিনটি হলে তিন ঘন্টা ধরে তল্লাশী চালানো হয়েছে। দুইটি হলে তল্লাশী চালানো হয়নি। রকেট লান্সারসহ যাদেরকে ধরা হয়েছিল মাঝপথে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা সরকারের প্রশাসনের নিরপেক্ষ ভূমিকা দাবী করি। সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গড়ার জন্য আমার দল প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এর আগেও আমরা এই মহান সংসদে ঘোষণা করেছি সন্ত্রাসীদের, অস্ত্রবাজদের পক্ষ নিয়ে কোনদিন তদবির করব না এবং এ পর্যন্ত করিনি। আর ভবিষ্যতেও করব না। স্পষ্টভাবে আমি বলতে চাই, আমরা একে অপরকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য গায়ের জোরে কাল্পনিকভাবে কোন তথ্য সৃষ্টি করে যদি কাদা ছোঁড়া ছুঁড়ি অব্যাহত রাখি, তাহলে এই অবাঞ্ছিত পরিবেশ থেকে দেশকে তথা জাতিকে আমরা মুক্ত করতে পারব না।

[০২-০৮-৯৩]

www.bjilibrary.com

শিক্ষাংগনে সন্ত্রাস প্রসংগে

মাননীয় স্পীকার, গণতন্ত্র ও সন্ত্রাস একসাথে চলতে পারে না। গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা ও গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার ব্যাপারে যদি আমাদের সিদ্ধান্তহীনতা না থাকে, তাহলে অতীতে যাই হোক না কেন, আমরা সুন্দর ভবিষ্যত নিশ্চিত করতে সক্ষম হব। আমরা আন্তরিক হলে সমাজকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে পারবো। এ ব্যাপারে আমাদের সকলের দায়িত্ব রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্বই সর্বাধিক। আমরা সরকারকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

সন্ত্রাসীরা কারা ?

শিক্ষাংগনে কেন সন্ত্রাস হচ্ছে তা দেখতে হবে। সন্ত্রাস কোন রাজনৈতিক দল বা ছাত্র সংগঠনের কাজ হতে পারে না। প্রকৃত ছাত্র কখনও সন্ত্রাসী হতে পারে না। সন্ত্রাসীরা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় এবং সমাজ ও প্রশাসন এসব সন্ত্রাসীকে চেনে। পেশাদার ক্রিমিনালদের যারা ব্যবহার করে এবং প্রশাসনের প্রটেকশান দিতে চায়, সেইসব রাজনৈতিক শক্তি সন্ত্রাস টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করছে। রাজনৈতিক দলগুলি সন্ত্রাস বন্ধে আন্তরিক হলে পেশাদার ক্রিমিনালদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিতে পারে না। তাছাড়া চোরাকারবারীরাও নিজেদের স্বার্থে যুব সমাজকে উস্কে দেয় সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য। পেশাদার ক্রিমিনাল ও চোরাচালানী কারা পুলিশ ও প্রশাসনের তা অজানা নেই। আইনকে আপন গতিতে চলতে না দেয়ায় সন্ত্রাসী চক্র আনুকূল্য পাচ্ছে।

জনাব স্পীকার রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে একটা সর্বনাশা প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কোথাও একটি সংগঠন শক্তিশালী হলে সেখানে প্রতিপক্ষ অন্য দলকে সমাবেশ ও মিছিল করতে বাধা দিচ্ছে, এটা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নয়।

শিবির হামলার শিকার

১৯৮২ সালের ১১ই মার্চ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্র শিবিরের নবাগত সম্বর্ধনা ছিল। কিন্তু সেখানে শিবিরের নবাগত সম্বর্ধনা হতে না দিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয়। পরিণতিতে শিবিরের ৪ জন নেতা-কর্মী শহীদ হয়। এই ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়ে এরশাদ সাহেব ক্ষমতায় আসেন। কিন্তু ক্ষমতায় এসে তিনি হত্যাকারীদের মাফ করে দেন।

www.bjilibrary.com

১৯৮৩ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠান হতে দেয়া হয়নি। সন্ত্রাস সৃষ্টি করে অনেককে আহত করা হয়েছে। তারও আগে ১৯৮২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের নির্বাচনী মিছিলে বোমা হামলা করা হয়েছে। হামলায় আহত দু'জন শিবির কর্মী- সাইফুল্লাহ ও তোফাজ্জলের পা কেটে ফেলতে হয়েছে।

১৯৮১ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে শিবির বিজয়ী হয়। কিন্তু তাদের অভিষেক অনুষ্ঠানে হামলা চালানো হয়। ১৯৯০ সালে সেখানে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে শিবির হেরে যায়, কিন্তু ফলাফল মেনে নিয়েছে। যারা বিজয়ী হয়েছে, তাদের অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোন সংঘর্ষ-সন্ত্রাস হয়নি। সেখানে যে আন্দোলন হচ্ছে, তা ভাইস চ্যান্সেলরের বিরুদ্ধে। ছাত্রদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

বাকশালের আবদুর রাজ্জাক সাহেব রংপুরে সবুরের হাত কাটার কথা বলেছেন। কিন্তু আজিজ নামে একজন ছাত্রকে হত্যার কথা বলেননি। দু'জনই তো আমাদের সন্তান। রংপুর কারমাইকেল কলেজের নির্বাচনে শিবির জয়লাভ করেছে। কিন্তু তাদেরকে অভিষেক করতে দেয়া হচ্ছে না। সন্ত্রাস সৃষ্টি করে শিবির নেতা আজিজকে হত্যা করা হয়েছে।

অনেকেই চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে সন্ত্রাসের কথা বলেছেন। আমি চট্টগ্রামে গিয়েছি। প্রশাসনের সাথে কথা বলেছি। ফটিকছড়িসহ চট্টগ্রাম এলাকায় এ পর্যন্ত ২৩ জন শিবির কর্মী নিহত হয়েছে। সেখানে সন্ত্রাস মোকাবিলা করতে গেলে অপরপক্ষেও হতাহতের ঘটনা ঘটতে পারে আশংকা করে আমরা দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছি। জামায়াত ও শিবির তাদের তৎপরতা গুটিয়ে এনেছে।

জনাব স্পীকার, কোন কোন মহল এদেশে সন্ত্রাসী তৎপরতায় নিউক্লিয়াসের ভূমিকা পালন করছে। তারা এদেশে ইসলামকে বিপ্লবী মতাদর্শ হিসেবে দেখতে চায় না।.ইসলামের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করার জন্যই তারা পরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। এই সন্ত্রাসের অংশ হিসাবে গত ২৭শে মে আমি নিজে যে ঘটনার শিকার হয়েছি তার বর্ণনা দেয়ার অভিরুচি আমার নেই। সন্ত্রাস মোকাবিলার আলোচনায় অংশ নিতে গিয়েছিলাম। জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও সিন্ডিকেট সদস্যবৃন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাদের উপস্থিতিতে আমার উপর আঘাতের সূচনা হয়েছিল প্রথমে টুপি ও পরে দাড়ির উপর। হামলাকারীরা ব্যক্তি নিজামীর উপর আঘাত করেনি। তাদের আঘাত ছিল ইসলামী আদর্শের উপর। এই আদর্শকে তারা এদেশ থেকে মূলোৎপাটন করতে চায়।

www.bjilibrary.com

জাতীয় পর্যায়ে সমঝোতা প্রয়োজন

মাননীয় স্পীকার, সন্ত্রাস দূর করতে হলে আমাদের জাতীয় পর্যায়ে সমঝোতায় আসতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলি সুনির্দিষ্ট আচরণবিধি মেনে চলার ওয়াদা করলে ছাত্র সংগঠনগুলিও তা অনুসরণ করতে পারে। প্রত্যেক দলের বিনা বাধায় নিজ নিজ আদর্শ ও কর্মসূচীর কথা বলার সুযোগ থাকতে হবে। রাজনৈতিক মত প্রচারের পথ হবে যুক্তি, শক্তি নয়। শিক্ষাংগনকে অধ্যয়নমুখী করতে হবে। ছাত্র-ভর্তি ও হলে সিট বন্টনের মাপকাঠি হতে হবে মেধাগত যোগ্যতা।

মফস্বল কলেজগুলিতে নির্বাচন এলে টাকার জোরে অছাত্রকে ভর্তি করা হয়। যারা প্রকৃতই ছাত্র, তাদেরকেই শিক্ষাংগনে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দেয়া উচিত। তা না হলে রাজনৈতিক নেতারাও তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না।

শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এতে সন্ত্রাস বন্ধের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফল পাওয়া যাবে। ভাইস চ্যান্সেলর ও ডীন নিয়োগের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। এরও মূল্যায়ন হওয়া উচিত।[০১-০৮-৯১]

১৯৯২ সালে সাঁথিয়া থানা হেলথ কমপ্লেক্সের কর্মকর্তাদের কাছে এ্যাম্বুলেন্স হস্তান্তর করছেন মাওলানা নিজামী

www.bjilibrary.com

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত সন্ত্রাস সম্পর্কে আলোচনা

মাননীয় স্পীকার, ৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যা ঘটেছে তা নিঃসন্দেহে নারকীয়, লোমহর্ষক ও দুঃখজনক। আমি নিজের ও দলের পক্ষ থেকে তীব্র ভাষায় এ ঘটনার নিন্দা করি। যারা নিহত, আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তারা সকলেই আমাদের সন্তান। কে কোন্ দলের তা এই সংসদে বিশ্লেষণের অবকাশ আছে বলে মনে করি না। দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি বিশেষ করে শিক্ষাংগনের সন্ত্রাস থেকে এই ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার অবকাশ নেই। আমাদের অসুস্থ রাজনীতিকে সুস্থ করতে, শিক্ষাংগনের পরিবেশ সন্ত্রাসমুক্ত করতে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

জনাব স্পীকার, অনেকেই ৬ই ফেব্রুয়ারী সংঘটিত ঘটনায় ইসলামী ছাত্র শিবিরকে আক্রমণকারী হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। যারা আক্রান্ত হয় ও বিপদগ্রস্ত হয় স্বাভাবিকভাবেই তারা আত্মরক্ষার্থে প্রশাসন ও দলীয় নেতাদের শরণাপন্ন। আমরা বেলা সাড়ে ১২টায় প্রথম খবর পাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তান্ডবলীলা চলছে। বিষয়টি জানানোর জন্য সরকারী মহলের অনেকের সাথেই যোগাযোগের চেষ্টা করি। পৌনে ২টায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে পাই। তখনও পর্যন্ত তিনি জানতেন না কি ঘটছে। আমার কাছ থেকেই প্রথম খবর জানতে পারেন বলে তিনি জানান। দুপুর ২টায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ফোন করি। তখনও পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা প্রধানমন্ত্রীর দফতরে পৌঁছেনি। এরপরও কি এটা বিশ্বাস করতে হবে যে ছাত্রশিবির আক্রমণকারী? সরকারীদলের অংগ সংগঠন ছাত্রদল আক্রান্ত হওয়ার পর দলীয় সরকার ও দলের কেন্দ্রের কাছে খবর পাঠাবে না- এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? আর প্রশাসন নির্বিকার থাকলে সরকারের কাছে অভিযোগ যাবে না- এটাও কি বিশ্বাস করা যায়?

প্রশাসন ছিল নির্বিকার

জনাব স্পীকার, গত ১৬ই জানুয়ারী রাত ১১টা থেকে ভোর ৫ টা পর্যন্ত শিবির প্রভাবাধীন হলগুলোতে হামলা চালানো হয়। অথচ সরকার নির্বিকার থাকে এবং প্রশাসনও। এর পর রাত আড়াইটায় আইজিকে ঘটনা অবহিত করি।

গত ১৪ই জানুয়ারী রাজশাহী কলেজে শিবিরের উপর হামলা ও শিবির নেতা

www.bjilibrary.com

ইয়াহিয়াকে হত্যা করা হয়েছে। শিবির ঐ কলেজে দলীয় কোটার ভিত্তিতে ভর্তির প্রতিবাদ করেছিল বলে এই হামলা চালানো হয়। কলেজের অধ্যক্ষ শিবিরকে বাদ দিয়ে অন্যান্য দলের ছাত্র ভর্তির জন্য কোটা নির্ধারণ করেন। শিবির এর প্রতিবাদ করে এবং মেধার ভিত্তিতে ভর্তির দাবী জানায়। এজন্যই সম্মিলিতভাবে শিবিরকে কলেজ থেকে বিতাড়িত করার জন্য হামলা চালানো হয়। সেই ঘটনাই বলতে গেলে ১৬ই জানুয়ারী ও ৬ই ফেব্রুয়ারী সংঘটিত ঘটনার জন্ম দিয়েছে।

জনাব স্পীকার, ১৯৯২ সালের ১৭ই জানুয়ারী বিভিন্ন সংগঠন রাজশাহী কোর্ট ঘেরাও করায় পুলিশ লাঠিচার্জ করে। সেখান থেকে তারা ফিরে এসে ভিসির বাসভবন ঘেরাও করতে গেলে পুলিশের গুলিতে একজন নিহত হয়। সেই হত্যার জন্য শিবিরকে দায়ী করে শিবির কর্মীদের উপর নারকীয় হামলা করা হয়।

মাননীয় স্পীকার, ১৯৮২ সাল থেকে এ পর্যন্ত একমাত্র রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১১ জন শিবির নেতাকে হত্যা করা হয়েছে।

১৯৮২ সালে সাব্বির, আইয়ুব, হামিদ ও জব্বার, ১৯৮৮ সালে আসলাম ও আসগর, ১৯৮৯ সালে শফিক ও ১৯৯০ সালে খলিল শহীদ হন। ১৪ই জানুয়ারী শহীদ হন ইয়াহিয়া। এবার রবিউল ও মোস্তাফিজ শহীদ হয়েছেন।

জনাব স্পীকার, আইন প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হক মেডিকেল কলেজে আহত ছাত্রদের দেখতে গিয়েছিলেন। শিবিরের যে সব ছাত্র আহত হয়েছে, তাদের হাসপাতালে ঢুকতে দেয়া হয়নি। পথেই আহতদের উপর হামলা চালানো হয়েছে। তাদের শহরের বিভিন্ন ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে। প্রতিমন্ত্রী তাদের দেখতে যাননি। প্রতিমন্ত্রী যে জানাযায় শরীক হয়েছেন, সেই জানাযা শেষে শোক মিছিল বের হয়েছে সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে। কিন্তু এর আগের দিন আরো দু'টি জানাযা হয়েছে। সে জানাযায়ও লোক কম ছিল না, বরং বেশী ছিল। জানাযায় শরীকরা আইন মেনেছে, কোন শোক মিছিল বের করেনি।

জনাব স্পীকার, কোন কোন বন্ধু বলেছেন, অধ্যাপক গোলাম আযম আসার পর দেশে সন্ত্রাস শুরু হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই ১৯৭৪ সালে ঈদের জামায়াতে আওয়ামী লীগ নেতা গোলাম কিবরিয়া নিহত হয়েছিলেন গোলাম আযম দেশে আসার পরে না আগে? মনিরুল হক চৌধুরী ছাত্র লীগের সভাপতি থাকাকালে ছাত্র লীগের একাংশের গুলিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭ জন ছাত্র নিহত হয়। এ ঘটনা কখন ঘটেছিল? গোলাম আযম দেশে ফেরার পরে, না আগে? যারা নির্মূলের ভাষায়, উৎখাতের ভাষায় কথা বলে, যারা প্রতিপক্ষকে

www.bjilibrary.com

রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা না করে তাদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার কথা বলে, তারাই রাজনীতিতে সন্ত্রাসের জন্ম দিচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার, ইসলামী ছাত্রশিবিরের বিরুদ্ধে রগকাটা-হাতকাটার অভিযোগ একটি 'তথ্য সন্ত্রাস'। গোয়েবলসীয় কায়দায় কিছু সংবাদপত্র মিথ্যাকে বারবার প্রচার করায় তা অনেকের কাছে সত্য বলে মনে হচ্ছে। ইসলামী ছাত্রশিবির কোন একটি ঘটনায় আগে আক্রমণ করেছে বলে যদি কেউ প্রমাণ করতে পারেন, তবে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। শিবির কখনো কারোর মিটিং-মিছিলে আক্রমণ করে না। কিন্তু আক্রান্ত হলে যে কোন ব্যক্তির আত্মরক্ষা করার অধিকার সারা বিশ্বে স্বীকৃত।

জনাব স্পীকার, যারা প্রাণ হারিয়েছে, তারা সকলেই আমাদের সন্তান। আমাদের সন্তানেরা যেন পড়তে পারে, ক্যাম্পাসে যেন তাদের মরতে না হয়, আসুন ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা সেই পদক্ষেপ গ্রহণ করি।

(১০-০২-১৯৯৩)

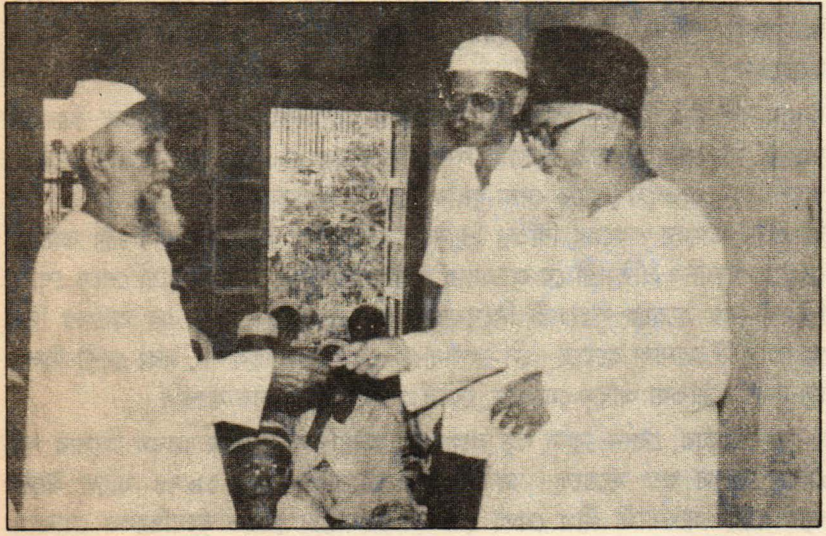

বেড়া থানাধীন রাকশা বাজার জামে মসজিদের জন্য আর্থিক অনুদানের চেক হস্তান্তর করছেন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

www.bjilibrary.com

বাণিজ্য ঘাটতি সম্পর্কে আলোচনা

জনার স্পীকার, গত মাসের ২৬ তারিখ একজন সংসদ সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে বাণিজ্যমন্ত্রী এই সংসদকে অবহিত করেছিলেন যে, আমাদের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ৬,৩২৯ কোটি টাকা। পরের দিন দেশের পত্র-পত্রিকায় এই তথ্যটি বেশ গুরুত্ব সহকারে ছাপা হয়েছিল।

১৯৯০-৯১ সনের বাণিজ্য ঘাটতির এই তথ্য জনগণের মনে এক ধরনের হতাশা সৃষ্টি করেছে। ভবিষ্যতে ১৯৯১-৯২ সালে এবং আরও সামনে এর পুনরাবৃত্তি ঘটবে না, এ পর্যায়ে বর্তমান সরকার কি চিন্তাভাবনা করছেন, আজকের এই আলোচনার মাধ্যমে জানবার আগ্রহ নিয়েই আমি এই নোটিশটি দিয়েছিলাম।

মাননীয় স্পীকার, এই বাণিজ্য ঘাটতিকে কেন্দ্র করে আমার মনে আশংকা, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের দুইটি বড় খাত, শিল্পখাত এবং কৃষিখাত দুটোই ব্যাহত হওয়ার আশংকা রয়েছে। আমি অত্যন্ত সচেতনভাবে বিশ্বাস করি, ৯০-৯১ সালের এই যে বাণিজ্য ঘাটতি, এটা হঠাৎ কোন ব্যাপার নয়। দীর্ঘদিনের দুর্বল অর্থনীতি ও দুর্বল বাণিজ্যনীতির এটা প্রতিফলন। কিন্তু ব্যতিক্রমধর্মী এই সংসদ এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফসল যে সরকার তার কাছ থেকে জাতি ব্যতিক্রমধর্মী কিছু আশা করে। দীর্ঘদিন থেকে অর্থনীতির ময়দানে যে অব্যবস্থা চলে আসছে, শিল্প, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে অব্যবস্থা চলে আসছে, তা তলিয়ে দেখে ভবিষ্যতে আমরা নতুন দিক-নির্দেশনা পেতে পারি কিনা, সেটাই আমাদের প্রশ্ন। আমাদের এটা জানা প্রয়োজন এবং জাতিও এটা জানতে চায়। আমি বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেছি। আমার সামনে পরিষ্কার হয়েছে বিলাসপ্রবণতা, সস্তা জনপ্রিয়তার মোহ, দাতাদেশগুলির প্রতি তোষণনীতি ইত্যাদি কারণে বিশ্বের দরবারে দর কষাকষিতে আমরা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে আসছি।

বাণিজ্য ঘাটতি

জনাব স্পীকার, দাতাদেশগুলোর কারণে আমাদেরকে অনেক ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক আমদানী নীতি অবলম্বন করতে হয়েছে। এর সাথে যোগ হয়েছে ঘৃণ্য কমিশন প্রদান প্রীতি। গত ১৭ বছরের যে জরীপ আমাদের সামনে এসেছে তাতে আমরা দেখেছি আমদানী খাতে ব্যয় হয়েছে ১০১৬২৮ কোটি টাকা অথচ রফতানী খাতে

www.bjilibrary.com

আয় হয়েছে মাত্র ৩৭,৬৯৭ কোটি টাকা। বিগত ১৭ বছরে আমরা ঘাটতির পরিমাণ দেখছি ৬৬৯৩১ কোটি টাকা। ঠিক এই পথ ধরে বিদেশী ঋণের বোঝা আমাদের ঘাড়ে চেপেছে ৪১ হাজার কোটি টাকা।

শিল্পখাতের অবস্থা

মাননীয় স্পীকার, অতীতে দাতাদেশগুলোর চাপের মুখে রফতানী বৃদ্ধির আশায় আমরা টাকার মূল্যমান হ্রাস করেও কোন ফল পাইনি। আমদানী হ্রাস করার কথা চিন্তা করতে গিয়ে আমরা শেষ পর্যন্ত দেখেছি আমদানী হ্রাস হয়নি, রফতানীও বৃদ্ধি পায়নি। বাণিজ্য ঘাটতির এই অবস্থা থেকে উত্তরণে আমাদের সহায়তা করতে পারত শিল্পখাত। কিন্তু সেই ক্ষেত্রেও আমরা যদি লক্ষ্য করি, তাহলে দেখা যাবে আমাদের শিল্পখাত এক্ষেত্রে কোন অবদান রাখতে পারে নাই। ১৭ বছরের জরীপে আমরা আরও দেখি পরিমাণগত দিক থেকে রফতানী এই ১৭ বছরে হয় স্থির ছিল, না হয় কমেছে, বৃদ্ধির কোন প্রমাণ আমাদের সামনে নাই। পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন দেখি ১৯৭৩-৭৪ সালে ৪.৩৮ লক্ষ টন, ১৯৯০-৯১ সালে আমরা সেই চিত্র দেখছি ৪.৩৩ লাখ টন। কাঁচা পাট ১৯৭৩-৭৪ সালে রফতানী ছিল ২৬.৬২ লাখ গাঁট, ১৯৯০-৯১ তে দেখি ১৬ লক্ষ বেল। চা রফতানী খাতে আমরা দেখি ১৯৭৩-৭৪ ছিল ৪.৭৫ কোটি পাউন্ড, সেখানে ৯০-৯১ সালে দেখছি ২.৮ কোটি কেজি। শিল্পখাতে বিশৃংখলা এবং শিল্প অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক বিবেচনার পরিবর্তে রাজনৈতিক বিবেচনার প্রাধান্যই এই দুর্দশার জন্য দায়ী।

জনশক্তি থেকে আয়

মাননীয় স্পীকার, দীর্ঘ ১০ বছরে জনশক্তি বিদেশ গমনের মাধ্যমে কিছু বাড়তি আয়ের সুযোগ আমাদের এসেছিল। এই খাত থেকে আমরা ২০,১০২ কোটি টাকা অর্জন করেছি। যা আমাদের অর্থনীতিকে বিপর্যয়ের হাত থেকে অনেকখানি রক্ষা করেছে। বাণিজ্য ঘাটতি দূর করার ক্ষেত্রে এই অর্থ সঠিকভাবে বিনিয়োগ করলে তা একটা অবদান রাখতে পারত। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয় দুর্নীতি, অবহেলা এবং অদূরদর্শিতার কারণে এটাও সম্ভব হয় নাই।

মাননীয় স্পীকার, আমদানী হ্রাস করাটা ঘাটতি কমানোর একটা পথ। কিন্তু শিল্পের প্রয়োজনে কাঁচামাল কিছু আমদানী করতে হয়। কিন্তু কৃষি অর্থনীতির ব্যর্থতার কারণে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের কৃষিপণ্য আমদানী করতে হয়েছে।

www.bjilibrary.com

কৃচ্ছ্রতার পথ অনুসরণ করুন

মাননীয় স্পীকার, গত ১৪ বছরে খাদ্য, চিনি, ভোজ্য তেল, তৈলবীজ এবং তূলা আমদানী খাতে ব্যয় ১৮,৯৬০ কোটি টাকা। এ সময়ে বস্ত্র সূতা খাতে ব্যয় ৪,৭২১ কোটি টাকা এবং পেট্রোল খাতে ব্যয় ১১,৪৮৩ কোটি টাকা। আমরা যদি প্রয়োজনীয় কৃচ্ছ্রতা সাধনের পথে যেতে পারতাম, তাহলে তার মাধ্যমে অন্তত অর্ধেক খরচ বাঁচাতে পারতাম। এছাড়া বিবিধ খাতে গত ১২ বছরে আমদানী ব্যয়ের পরিমাণ ১৯,৩৫০ কোটি টাকা, এর বিরাট অংশ অপ্রয়োজনীয় বিলাসদ্রব্য আমদানীতে ব্যয় হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, কৃষি উন্নয়নে ব্যর্থতা, শিল্পপণ্যের অপ্রয়োজনীয় আমদানী এবং বিলাসদ্রব্য ও অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানী আমাদের বাণিজ্য ঘাটতির জন্য প্রধানত দায়ী। এই ঘাটতি কাটিয়ে উঠতে হলে আমাদের অর্থনীতিকে আমদানী-নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠে স্বনির্ভর ও রফতানীমুখী হতে হবে। এজন্য সরকারকে একটা বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করতে হলে শিল্প খাতে এবং কৃষি খাতে আমাদের কিছু করণীয় আছে। এ সম্পর্কে আমার স্পষ্ট পরামর্শ হচ্ছে যে, শিল্প খাতে জেঁকে বসা দুর্নীতি এবং অব্যবস্থা আমাদের কঠোর হস্তে দূর করতে হবে। শ্রমশক্তির সঠিক ব্যবহার এবং উৎপাদন বৃদ্ধির দক্ষতার উপরে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। উৎপাদন খরচ কমানোর উপায় উদ্ভাবন করতে হবে এবং রফতানী পণ্যের মান বৃদ্ধি করতে হবে। রফতানী পণ্যের মান আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার মতো না হলে রফতানী সাফল্য আশাব্যঞ্জক হতে পারে না। সেই খাতে আন্তর্জাতিক মার্কেট সৃষ্টির ক্ষেত্রে দূতাবাসগুলির ভূমিকা ফলপ্রসূ হতে হবে।

কৃষির জন্য মহাপরিকল্পনা

মাননীয় স্পীকার, কৃষি খাতে করণীয় সম্পর্কে আমি দুইটি পরামর্শ রাখতে চাই। সকল প্রকার পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য একটা মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, উৎপাদন ক্ষেত্রে ভর্তুকি দিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে, যাতে কৃষিপণ্য আমদানী বন্ধ করার ব্যবস্থা হতে পারে। এছাড়া বাংলাদেশে বিরাট জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করে আমরা একটা বাড়তি সুবিধা আদায় করতে পারি, এজন্য দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। দক্ষ-অদক্ষ জনশক্তি পরিকল্পিতভাবে বাইরে পাঠানোর একটা উদ্যোগ নিতে হবে। আমাদের যে জনশক্তি বাইরে কর্মরত আছে, তাদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা

www.bjilibrary.com

বিনিয়োগের একটি সুষ্ঠু পন্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে বাণিজ্য ঘাটতির হতাশাব্যঞ্জক অবস্থা আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি।

মাননীয় স্পীকার, আমি আমার কথা শেষ করার আগে আবারও বলতে চাই যে, আমাদের অর্থনীতিকে স্বনির্ভর করার ব্যাপারে আমাদের বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। আমদানী-নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠে রফতানী-নির্ভর অর্থনীতি আমরা কিভাবে গড়তে পারি এব্যাপারে আমাদের জাতীয় পর্যায়ে একটি ঐকমত্য সৃষ্টি হওয়ারও প্রয়োজন আছে। শিল্পনীতি, শ্রমনীতি এবং বাণিজ্যনীতি এগুলোর ব্যাপারে আমরা যদি জাতীয় পর্যায়ে একটা ঐকমত্য ও সমঝোতা সৃষ্টি করতে না পারি, তাহলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুরবস্থা, অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলা কাটিয়ে উঠে একটি স্বচ্ছন্দ, অনুকূল পরিবেশ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না। বিশেষ করে বাণিজ্য নীতি ও শ্রম নীতির ক্ষেত্রে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমাদের অর্থনীতিকে স্বনির্ভর, রফতানীমুখী অর্থনীতিতে পরিণত করার উপর আমি গুরুত্ব আরোপ করতে চাই।

[০২-০২-৯২]

১৯৯৪ সালের আগস্ট মাসে জাপান সফরকালে কয়েকজন জাপানী মুসলমানের সাথে আলাপ করছেন মাওলানা নিজামী

www.bjilibrary.com

সুদমুক্ত কৃষিঋণ সম্পর্কে

জনাব স্পীকার, আমি একজন কৃষক-সন্তান। আমার নির্বাচনী এলাকা কৃষি-প্রধান, কৃষি-নির্ভর। এই এলাকার গরীব জনসাধারণ কৃষি ব্যাংক থেকে সুদ ভিত্তিক ঋণ নিয়ে কিভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছেন, কিভাবে তাদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে, কৃষিঋণের অভিশাপে কিভাবে ভূমিহীন চাষীর এবং প্রান্তিক চাষীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে উদ্বেগজনক হারে বেড়ে যাচ্ছে, কিভাবে এই কৃষিঋণের মাধ্যমে নতুন কায়দায় সামন্তবাদ জন্মলাভ করছে, মাঠে-ময়দানে স্বচোখে সেটা দেখার সুযোগ আমার হয়েছে।

আমি এদেশের জনগণের কাছে সুদমুক্ত ইসলামী অর্থনীতি প্রবর্তনের মাধ্যমে আমাদের এদেশকে একটি আধুনিক কল্যাণরাষ্ট্রে পরিণত করার অঙ্গীকার করে এই মহান সংসদে সদস্য নির্বাচিত হয়ে এসেছি।

সুদ শোষণের হাতিয়ার

সুদকে আমরা নিছক ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে হারাম মনে করে এর বিরুদ্ধে কথা বলছি, কেউ যেন এই ধারণা না নেয়। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুদ হচ্ছে শোষণের হাতিয়ার। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুদ মানবতার জন্য বিপর্যয় সৃষ্টিকারী একটি অভিশাপ। বিশ্ব পুঁজিবাদের মোড়ল ইহুদীচক্র এই সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার মাধ্যমে গোটা বিশ্বকে শোষণ করছে। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের গরীব জনসাধারণকে যে তারা শোষণ করছে, গোটা বিশ্বের বিদগ্ধ অর্থনীতিবিদদের কাছে আজ এটা অত্যন্ত পরিষ্কার।

এই সুদের অভিশাপে আমাদের দেশের কৃষককূলের সর্বনাশ হচ্ছে। এর পাশাপাশি কৃষি ব্যাংকগুলো দেউলিয়া হওয়ার পথে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে আমাদের কৃষি ব্যাংকগুলো দেউলিয়া হতে বাধ্য।

শতকরা ৮৫ ভাগ কৃষকের এই দেশ এবং কৃষি-নির্ভর অর্থনীতির এই দেশকে যদি সত্যিকার অর্থে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করতে হয়, তাহলে কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর দিকে নজর দিতে হবে এবং এজন্য কৃষকদের ভর্তুকি দিতে হবে।

একজন সাবেক খাদ্যমন্ত্রী কথা প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন যে, আমাদের দাতা দেশগুলো আমাদেরকে 'মটিভেট' করে যে, বিশ্বে খাদ্য উদ্বৃত্ত আছে, তাই 'অধিক খাদ্য ফলাও'-এর প্রতি তোমাদের এত বেশী মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

মাননীয় স্পীকার, যে সুদকে আমি শোষণের হাতিয়ার বলছি, সেই সুদের হার

www.bjilibrary.com

আমাদের দেশে যদি অনুসন্ধান করতে যাই দেখবো, কৃষিঋণের ক্ষেত্রে তা সবচেয়ে বেশী। সুদের মাধ্যমে শোষণ করা হচ্ছে; আর এই শোষণের সর্বাধিক শিকার আমাদের দেশের কৃষককুল। এর মূলে কাজ করছে যে ষড়যন্ত্র, তা হল কোন দিন এদেশকে খাদ্যে স্বনির্ভর হতে না দেওয়া যাতে আমরা চিরস্থায়ীভাবে বিদেশনির্ভর হয়ে থাকতে বাধ্য হই।

আমি একথা বলব না যে, গোটা দেশের অর্থনীতিকে এক দিনেই সুদমুক্ত করা হোক। ইসলাম একটি বাস্তবসম্মত ও বিজ্ঞানসম্মত বিধান। রসূলে পাক (সঃ)-এর নেতৃত্বে সুদহীন অর্থব্যবস্থা চালু হয়েছিল চারটি পর্যায় অতিক্রম করে। মদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল তিনটি পর্যায় অতিক্রম করে। রাতারাতি কৃষিঋণকে সুদমুক্ত করা হোক, তা আমি বলব না। পরীক্ষামূলকভাবে কিছু ক্ষেত্রে খামারভিত্তিক ও ফসলভিত্তিক বিনা সুদে লাভক্ষতির ভিত্তিতে ঋণ দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে সুদমুক্ত অর্থনীতি আমাদের জন্য কোন আশীর্বাদ বয়ে আনতে পারে কিনা। কৃষিমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাব কৃষিঋণকে সুদমুক্ত করার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার জন্যে। তিনি যদি সহযোগিতা চান আমরা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছি। আমাদের এদেশে চাষী কল্যাণ সমিতি নামে একটি প্রাইভেট সমিতি এভাবে কৃষকদেরকে পরীক্ষামূলকভাবে ফসলভিত্তিক সুদমুক্ত ঋণ দিয়ে দেখেছে সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

আমি একই সাথে অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, আজকে বিশ্বের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদদের উল্লেখযোগ্য অংশ সুদকে অভিশাপ ও শোষণের হাতিয়ার মনে করে সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা কীভাবে আধুনিক বিশ্বে চালু করা যায় তার গবেষণা করছেন। তাঁদের গবেষণা থেকে আমাদের অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সহযোগিতা নিলে আমরা উপকৃত হতে পারি।

আমি এই মহান সংসদকেও চিন্তা করতে বলব। সুদ মূলত উৎপাদন বৃদ্ধি নিয়ে মাথা ঘামায় না, সুদ সুদই return পেতে চায় এ.. সুদভিত্তিক investment সঠিক খাতে ব্যবহৃত হচ্ছে কি না, এটা দেখারও প্রয়োজন বোধ করে না। তার যেটা পাওনা সেটা তাকে পেতেই হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক বিশ্বের অনেক সুদী ব্যাংককে দেউলিয়া হতে বাধ্য করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৮৭ সালে ১৩৮টি সুদী ব্যাংককে দেউলিয়া ঘোষণা করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, আমাদের দেশে কৃষিঋণ অনাদায়ের উপরে যদি বস্তুনিষ্ঠ সমীক্ষা চালানো হয়, শিল্পঋণ অনাদায়ের উপরে যদি বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়, তাহলে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হব, সুদ একটি অভিশাপ। সুদের

www.bjilibrary.com

মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের প্রধান ভিত্তি কৃষি। আমাদের দেশকে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করার স্বার্থে দেশকে একটি কল্যাণরাষ্ট্রে পরিণত করার স্বার্থে, আপনার মাধ্যমে এই মহান সংসদে আহবান রাখতে চাই যে, আসুন আমরা আমাদের দেশের অর্থনীতিকে সুদমুক্ত করি আর তার সূচনা করি কৃষিঋণকে সুদমুক্ত করার মাধ্যমে।

[০৮-০৮-৯১]

১৯৯২ সালের নভেম্বর মাসে জর্মানীতে তুরস্কের ইসলামী আন্দোলনের নেতা জনাব নাজমুদ্দীন আরবাকানের সাথে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

www.bjilibrary.com

পাট সমস্যার উপর আলোচনা

মাননীয় স্পীকার, আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের অন্যতম কৃষিপণ্য পাট নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করতে চাই। পাট এদেশের কৃষকদের প্রধান অর্থকরী ফসল এবং দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং রফতানী আয়ের প্রধান উৎস। এই পাট নিয়ে দুশ্চিন্তার কোন কারণ থাকার কথা নয়। কিন্তু আজ পাটচাষী থেকে শুরু করে পাটের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক, ব্যবসায়ী, কর্মচারী ও কর্মকর্তা সকলের জন্য এটা একটা দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে পড়েছে। এই বিষয়ে আজকে আমরা আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু এর আগে বি, জে, সি বন্ধের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়ে গেছে এবং প্রায় ডজনের মত পাটকল বন্ধেরও পরিকল্পনার কথা শোনা যাচ্ছে। আমি আলোচনার শুরুতেই বলে নিতে চাই, এটা একটা জাতীয় সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ, আল্লাহর দেয়া একটা নেয়ামত। এর যথাযথ ব্যবহার না করার কারণে আজকে এটা আমাদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে। অথচ সমৃদ্ধ ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার ব্যাপারে এটাই আমাদের অবলম্বন হতে পারত। এ নিয়ে অবশ্যই একটি জাতীয় বিতর্কের প্রয়োজন ছিল। আমি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখতে চাই, পাটের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের স্থানীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি জাতীয় বিতর্কের মাধ্যমে, জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে, সুনির্দিষ্ট পাটনীতি গ্রহণ করা হোক এবং সেই নীতি গ্রহণ না হওয়া পর্যন্ত বি, জে, সি'র পাটকল বন্ধ করার ব্যাপারে যে সরকারী সিদ্ধান্ত রয়েছে সেই সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হোক।

জনাব স্পীকার, পাটকলগুলো লোকসান দিচ্ছে। পাটকলগুলোর কাছে ব্যাংকের পাওনা প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার মত। এই পাটকলগুলোর লোকসান দেওয়ার কারণ যদি আমরা অনুসন্ধান করতে যাই দেখব, উৎপাদন খরচ বেশী এবং কোয়ালিটি উন্নত না হওয়ার কারণে বিশ্বের বাজারে আমরা টিকতে পারছি না, আমরা মার খাচ্ছি। এখন এর কারণ দূর না করে আমরা যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি বি, জে, সি বন্ধ করার এবং পাটকল বন্ধ করার এটা কোন সঠিক সিদ্ধান্ত নয়। লোকসানের কারণ আমাদের দূর করতে হবে। সরকারের অদক্ষতা এবং পাট শিল্প ব্যবস্থাপনার যে দুর্বলতা রয়েছে সেগুলো সংশোধন না করে, মাথা ব্যথার কারণ দূর না করে মাথা কাটার সিদ্ধান্ত কোনদিনই সঠিক হতে পারে না।

মাননীয় স্পীকার, আমি অন্যান্য সকলের সাথে একমত। বিশ্ব ব্যাংকের

www.bjilibrary.com

ডিকটেশনের ভিত্তিতে আমরা যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, সেই সিদ্ধান্তের দ্বারা বিশ্বে বাংলাদেশের পাটের যে বাজার ছিল, পাটজাত দ্রব্যের যে বাজার ছিল, সেটা আস্তে আস্তে ভারতের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। আমরা দেখেছি এক সময়ে মিসর ও সিরিয়ায় আমাদের জন্য যে বাজার ছিল, ভারতের পাটজাত দ্রব্যের চেয়ে আমাদের পাটজাত দ্রব্যের মূল্য বেশী হওয়ার কারণে সে বাজার আমরা হারিয়েছি। পনর বছরের বাজার আমরা তাদের হাতে তুলে দিয়েছি। ইউরোপ এবং আমেরিকায় পাট এবং পাটজাত দ্রব্যের রফতানীর ব্যাপারে আমরা দেখি যে, ১৯৯১-৯২ সনে ইউরোপে আমাদের রফতানী ছিল শতকরা ৬০.৫, আর আমেরিকায় ছিল শতকরা ৬২.৫ ভাগ। বর্তমানে ইউরোপে ৬০ এর স্থলে হয়েছে ৫২.৬, আর আমেরিকায় ৬২'র জায়গায় হয়েছে ৪২.৯। পক্ষান্তরে ১৯৯১-৯২-তে ভারতের ছিল ইউরোপে ৩৯.৮ ভাগ, সেখানে এখন ৪৭.৪-এ উন্নীত হয়েছে। আমেরিকায় ভারতের ছিল ১৯৯১-৯২-তে ৩৭.৫, বর্তমানে উন্নীত হয়েছে ৫৭.৩। এভাবে সর্বত্র আমাদের রফতানী কমছে আর ভারতের রফতানী বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা একটা উদ্বেগজনক বিষয়। আমি মনে করি পাট আমাদের প্রধান সম্পদ-এর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক একটি ষড়যন্ত্র চলছে। আর এই ষড়যন্ত্র বাংলাদেশের অর্থনীতিকে স্বনির্ভর হতে না দেওয়ার ষড়যন্ত্র। যার পরিণামে আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে, জনাব স্পীকার। অতএব, আমি আমার ঐ সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব সম্পর্কে আবার বলতে চাই, পাটের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের স্থানীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি জাতীয় বিতর্কের মাধ্যমে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট পাটনীতি প্রণয়ন করা হোক এবং এর আগে বি, জে, সি এবং পাটকল সংক্রান্ত সরকারের সকল সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হোক।

[১৪-০৯-১৯৯৩]

www.bjilibrary.com

পাটের ন্যায্য মূল্য সম্পর্কে

আমি পাটক্রয় সংক্রান্ত অনিয়ম বিশৃঙ্খলাজনিত কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলাম একটি নোটিশের মাধ্যমে। জনাব স্পীকার, আমরা সকলেই জানি পাট চাষীগণ পাটের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত। পাটের চাষ করতে গিয়ে যে খরচ পড়ে তার চেয়ে অনেক কম দামে বিক্রয় করতে হয়। এরপরও এখন আমরা লক্ষ্য করছি 'মড়ার উপরে খাঁড়ার ঘা'। এখন অনেক স্থানে পাট বিক্রয় প্রায় বন্ধ আছে। কারণ বি, জে, এম, সি'র সার্কুলার নম্বর ৭৬ কার্যকর হচ্ছে না। বিভিন্ন মিল কর্তৃপক্ষ মাঝে মাঝে উক্ত সার্কুলারের পরিপন্থী নিয়মে পাট ক্রয় করতে স্থানীয় ক্রয়কেন্দ্রগুলিকে বাধ্য করছে।

জনাব স্পীকার, আমার এলাকা বেড়া কেন্দ্রের একটি তথ্য দিচ্ছি। ৮৯-৯০ সালে পাট ক্রয় বাবদ সেখানে ৭১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বাকী ছিল, সেটা এখনও শোধ হয় নাই। ৯১-৯২-তে ১ কোটি ৫১ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা বাকী ছিল, যা এখনও শোধ হয় নাই। এবারও এ অঞ্চলে বিভিন্ন মিলে মোট ১ কোটি ৮৩ লক্ষ ২২ হাজার টাকা বকেয়া রয়েছে। এ বকেয়া এখনও শোধ হয় নাই। শুনা যাচ্ছে, বকেয়া শোধের ব্যাপারেও নাকি ৩০ ভাগ কম করে দেওয়া হবে। আমি এ ব্যাপারে সকল অনিয়ম দূর করার জন্য আপনার মাধ্যমে পাটমন্ত্রীর সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

[২৭-১০-১৯৯২]

www.bjilibrary.com

তাঁতঋণ ও তাঁতীদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে

মাননীয় স্পীকার, সরকারী সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় ৯০ ভাগ তাঁত দীর্ঘদিন যাবত বন্ধ রয়েছে। দেশের বৃহত্তম এ কুটির শিল্পকে রক্ষার জন্য সমুদয় তাঁতঋণ মওকুফ ও সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার করে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা একান্তই প্রয়োজন।

বিগত সরকারের আমলে তাঁতশিল্প ও তাঁতীদের ভাগ্যোন্নয়নের নামে ১০ লাখ ভুয়া তাঁত ও তাঁতী সৃষ্টি করে তাঁতঋণ কেলেংকারির মাধ্যমে সকল সরকারী সুযোগ-সুবিধা তাদেরকে প্রদান করায় প্রকৃত ৬ লাখ তাঁতের সাথে জড়িত ৪২ লাখ তাঁতী বঞ্চিত হয়েছে। ফলে ৯০ ভাগ তাঁত দীর্ঘ দিন যাবত বন্ধ হয়ে রয়েছে। অপরদিকে ভারত হতে চোরাই পথে প্রচুর কাপড় আমদানীর কারণে কম মূল্যে কাপড় বিক্রি হওয়ায় এবং ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যায় তাঁত সরঞ্জাম, সুতা, তৈরী কাপড়, ভীম (তানা) ইত্যাদি পানির নীচে তলিয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ায় তাঁতীদের নিজস্ব পুঁজিসহ ব্যাংক ঋণের টাকা প্রায় সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায়। তার উপর আবার ৪২ দফায় সুতার দাম ১২০ ভাগ বৃদ্ধি হওয়ায় ব্যাংক ঋণ পরিশোধ দূরের কথা, টিকে থাকাও তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ ব্যাংকের এক সার্কুলারের মাধ্যমে তাঁত শিল্পকে বৃহৎ শিল্পের ন্যায় একই হারে মাত্র সুদ মওকুফের আওতায় ফেলা হয়েছে, যা অমানবিক।

দেশের বৃহত্তম এ কুটির শিল্পকে রক্ষার জন্য সুদ ও আসলসহ সমুদয় তাঁতঋণ মওকুফ ও সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার করে সহজ শর্তে ও কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা একান্তই প্রয়োজন।

মাননীয় স্পীকার, তাঁতী সমাজের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ তাঁতী সংগ্রাম পরিষদ প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন, সংসদ সদস্যদেরকে কপি দিয়েছেন এবং আপনার কাছেও স্মারকলিপি দিয়েছেন। তাদের প্রধান দুইটি দাবী হলো, তাঁত ঋণ কেলেংকারির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধান। দ্বিতীয়ত, তাঁতী সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে জাতীয় বস্ত্রনীতি প্রণয়ন। আমি তাঁতী সমাজের পক্ষ থেকে তাদের এ দুটি ন্যায্য দাবী মেনে নেয়ার জন্য সরকারের কাছে আহবান জানাচ্ছি। [২৯-০৯-৯২]

www.bjilibrary.com

লবণ সংকট প্রসংগে

মাননীয় স্পীকার, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, দীর্ঘ ২২ বছরেও বাংলাদেশে সঠিক কোন লবণনীতি প্রণীত হয়নি। ফলে, অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যপণ্য হলেও দেশের লবণ উৎপাদন বৃদ্ধি করে এতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। বর্তমান বছরে লবণ ঘাটতির আশংকা দেখা দিয়েছে ৪ লক্ষ মেট্রিক টন। সাধারণত দেশের অভ্যন্তরে গড়ে উঠা লবণ পরিশোধনাগারগুলো দেশীয় কালো অবিচূর্ণ লবণ ক্রয় করে তা মিলে শোধন করে সুলভ মূল্যে বাজারজাত করার মাধ্যমে আমাদের দেশের লবণের চাহিদা পূরণ করে থাকে। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার কারণে লবণ চাষীদের কালো অবিচূর্ণ লবণ উৎপাদন কম হলে আমাদের লবণ মিল মালিকগণ বিদেশ থেকে অবিচূর্ণ লবণ বা বোল্ডার আমদানীর মাধ্যমে উক্ত ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা করে থাকেন। কিন্তু এবারে তারা সে সুযোগ না পাওয়ার কারণে উক্ত লবণ মিলগুলি বোল্ডার, অবিচূর্ণ ইত্যাদি কাঁচামালের অভাবে পর্যাপ্ত উৎপাদনে যেতে পারছে না বলে জানা গেছে।

লবণ শিল্পের স্বার্থে উক্ত মিলগুলিকে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা যেখানে ছিল অত্যাবশ্যক, সেখানে সরকার বর্তমান বছরে মিল মালিকদের পরিবর্তে টিসিবি'র মাধ্যমে বিদেশ থেকে লবণ আমদানীর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যার অনিবার্য ফলশ্রুতি প্রায় ২৫ লক্ষ ডলার অর্থাৎ ১০ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রার অপচয়। এতে ৩০০টি লবণ মিল ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ১ লাখ শ্রমিক বেকার হবে। মোটকথা সরকারের উক্ত সিদ্ধান্তটি লবণ শিল্প ধ্বংসের কারণ হবে।

আমাদের লবণচাষীগণ যে লবণ উৎপাদন করেন তা যদি কখনও প্রয়োজনের তুলনায় বেশী হয় মিল মালিকরা তা কিনে নেওয়ার মাধ্যমে একটা ব্যবস্থা হতে পারে। প্রাকৃতিক কারণে কোন বছর লবণ উৎপাদন কম হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। এটা মার্চ-এপ্রিল মাসে predict করা যায়। অতএব যে বছর লবণ উৎপাদন কম হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, সে বছরের লবণ যারা শোধন করে-এই মিল মালিকদের মাধ্যমে বোল্ডার আমদানীর ব্যবস্থা করে একটি স্থায়ী ব্যবস্থা করলে, উৎপাদন হ্রাসজনিত সমস্যার সমাধান হতে পারে। উৎপাদন বেশী হলে চাষীদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে যে সমস্যা দেখা দেয়, সে সমস্যারও সমাধান হতে পারে। সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সর্বসম্মতভাবে recommend করেছিলেন যে, টিসিবি'র মাধ্যমে আমদানীর পরিবর্তে লবণ মিল মালিকদের মাধ্যমে যেন বিচূর্ণ লবণ আমদানী করা হয়।

সেই সিদ্ধান্ত পাশ কাটিয়ে টিসিবি'র মাধ্যমে লবণ আমদানীর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল কেন? যেখানে মুক্তবাজার অর্থনীতির ঘোষণা দেয়া হয়েছে, সেখানে লবণ মিল মালিকদের জন্য বোল্ডার আমদানীর এই সুযোগ উন্মুক্ত রাখা হল না কেন— জানতে চাই?

[১৩-০৭-৯৩]

www.bjilibrary.com

ফারাক্কা সমস্যা নিয়ে আলোচনা

মাননীয় স্পীকার, আমি দাঁড়াবার সাথে সাথে অনেকে মনে করেছেন যে, আমি বোধ হয় ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে যাচ্ছি। আমি একথা প্রথমেই বলে নিতে চাই যে, আমরা মুসলমান হিসাবে ব্যক্তিগতভাবে প্রতিবেশীর সাথে যেমন ভাল ব্যবহার করার জন্য আদিষ্ট, তেমনি রাষ্ট্রীয় প্রতিবেশীর সাথেও সৎ প্রতিবেশীসুলভ ব্যবহার করার জন্য আদিষ্ট। তাই ভারতের সাথে গাঁয়ে পড়ে ঝগড়া-ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়া আমাদের কাম্য নয়।

ফারাক্কা জীবন-মরণ সমস্যা

মাননীয় স্পীকার, প্রশ্ন হল আমাদের বাঁচার অধিকার আছে কিনা, জীবনমরণ সমস্যা সমাধানের অধিকার আমাদের আছে কিনা, এ বিষয় নির্ধারণ করা। এই ফারাক্কা বাঁধের পরিণাম-পরিণতি কি হবে, কি হতে পার, আজ থেকে ২২ বছর, ২৫ বছর আগে সে ধারণা আমাদের অনেকের কাছে হয়ত স্পষ্ট ছিল না। কারও হয়ত ধারণা বেশী ছিল, কারও তেমন কোন ধারণা ছিল না। কিন্তু সেটা আজকে বিবেচ্য বিষয় নয়। কোন সরকারের আমলে পানি একটু বেশী পাওয়া গেছে। কার আমলে চুক্তি হয়েছে, কার আমলে চুক্তি হয়নি, এটা নিয়েও বোধহয় আজ আর বিতর্ক করে লাভ নেই। আজকে যে জিনিসটা চরম সত্য সেটা হল, এই ফারাক্কা আজ বাংলাদেশের ১২ কোটি মানুষের বাঁচা-মরার সমস্যা হিসাবে সকলের কাছে স্বীকৃত। ফারাক্কাজনিত সমস্যা সম্পর্কে আমাদের মধ্যে কোন মত-পার্থক্য আছে বলে আমি মনে করি না। আমরা সকলেই আন্তরিকভাবে এই সমস্যার সমাধান চাই, এ ব্যাপারেও আমাদের মধ্যে কোন মত-পার্থক্য নেই। শুধু তফাৎ থাকতে পারে প্রক্রিয়ার ব্যাপারে, যে কোন উপায়ে আমরা সমাধান পেতে পারি।

আন্তর্জাতিক ফোরামে তুলুন

মাননীয় স্পীকার, এ সম্পর্কে আমার দলের পক্ষ থেকে আমরা বলেছি, বিষয়টি আন্তর্জাতিক ফোরামে উত্থাপন করতে হবে। ক্ষতিপূরণের জন্য আন্তর্জাতিক আদালতের শরণাপন্ন হতে হবে। এবং বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে গঙ্গা বাঁধ দিতে হবে। এ বিষয়ে মত-পার্থক্য থাকতে পারে। থাকা স্বাভাবিক। আমরা যদিও বিশ্বাস করি, আন্তর্জাতিক ফোরামে নেওয়া ছাড়া বিকল্প নাই, তবুও আমরা খুশী হতাম যদি দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হতো। কাউকে

www.bjilibrary.com

আন্তর্জাতিক ফোরামে নিয়ে খাটো করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের সমস্যার সমাধান হল আমাদের উদ্দেশ্য।

মাননীয় স্পীকার, আমাদের বিগত ১৯ বছরের অভিজ্ঞতা যদি বলে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের সুযোগ আছে, তাহলে এই পথ ছেড়ে অন্যপথে যাওয়ার জন্যে আমি বলব না। কিন্তু মাননীয় স্পীকার, আমরা যদি লক্ষ্য করি, '৭৪ সনে বাংলাদেশের সাথে ভারতের সবচেয়ে ভালো সম্পর্ক ছিল এবং তখন মরহুম নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের যে প্রভাব খাটাবার সুযোগ ছিল, আমার মনে হয় আর কারও তা ছিল না। তারপরও দেখা যায় চুয়াত্তর সনের সমঝোতায় উল্লেখ ছিল উভয় দেশের জন্য গ্রহণযোগ্য পরিমাণ পানির শেয়ার নির্ধারণের পর গঙ্গা ব্যারেজ চালু করা হবে। এই কথার উপর ভারত থাকতে পারেনি। মরহুম নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের সাথে পর্যন্ত ভারত চালাকির আশ্রয় নিয়েছে। ১৯৭৪ সনের ৩১শে মে পর্যন্ত পরীক্ষামূলকভাবে ফিডার ক্যানেল চালু করার কথা বলা হলেও ৩১শে মে-এর পর আর এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার রেজাল্ট নিয়ে আলোচনা হয়নি। ফারাক্কা অব্যাহতভাবে চালু রাখা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, ১৯৭৭ সালে যে চুক্তিটা হয়েছিল, আমি বিশ্বাস করি '৭৬-এ যদি আন্তর্জাতিক ফোরামে বিষয়টি নেওয়া না হতো, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে consensus statement যদি না হতো, তাহলে এই চুক্তি সম্পাদিত হতে পারত না। '৮২-এর পর থেকে সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে আমরা চলেছি। কিন্তু '৮৮ থেকে আর কোন চুক্তি নেই। এ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে ৯৭টি বৈঠক হয়েছে, কোন সমাধান আসেনি। অতএব, আমরা bilateral আলোচনার মাধ্যমে সমাধান চাইতে পারি, কিন্তু এরজন্য একটা সময়সীমা নির্ধারণ হওয়া দরকার। সমস্যা চিরকাল ঝুলন্ত অবস্থায় থাকতে পারে না। আমাদের অভিজ্ঞতা বলছে bilateral আলোচনায় সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। অতএব, আন্তর্জাতিক ফোরামে উপস্থাপনের জন্যে কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে আমাদের সার্বিক প্রস্তুতি নিতে হবে।

ফারাক্কার বিরূপ প্রতিক্রিয়া

মাননীয় স্পীকার, দ্বিতীয় কথা হল এই ফারাক্কার কারণে যে সেচ অসুবিধা হয়, তাতে প্রায় ৩ লক্ষ একর জমি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আর্দ্রতা হ্রাসের কারণে ৩০ লক্ষ একর জমি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, লবণাক্ততার কারণে ৬৪ লক্ষ একর জমি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই ক্ষতিপূরণ আদায় করার জন্যে আন্তর্জাতিক আদালতের শরণাপন্ন

www.bjilibrary.com

হওয়ার অধিকার আমাদের আছে। আমেরিকা মেক্সিকোর তুলনায় অনেক বড় দেশ, একটি মহাদেশ। কিন্তু কলোরাডো নদীর পানির উপর আমেরিকার যে একচ্ছত্রভাবে নিয়ন্ত্রণ ছিল, আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছিল। সুতরাং, এ ব্যাপারে আমাদের ঐকমত্যে আসা দরকার। সেই সাথে বিকল্প বাঁধের ব্যাপারে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। মাননীয় স্পীকার, আমি মনে করি ৬৮ বিধিতে হলেও আমরা resulation নিতে পারি। এই সংসদে ৭ম অধিবেশনের ৪ঠা নভেম্বর বসনিয়ার ইস্যু নিয়ে ৬৮ বিধিতে আমরা আলোচনা করছিলাম, কিন্তু এক পর্যায়ে স্পীকার ৩১৬ বিধির আওতায় বিধি স্থগিত রেখে এই সংসদ থেকে বসনিয়ার ইস্যুতে আমরা সর্বসম্মত প্রস্তাব নিতে পেরেছিলাম।

মাননীয় স্পীকার, আমরা বিগত প্রতিটি অধিবেশনেই ১৪৭ বিধিতে নোটিশ দিয়ে এসেছিলাম। উদ্দেশ্য, যাতে করে দুনিয়া দেখে এই ফারাক্কা ইস্যুতে জনগণ, জনগণের প্রতিনিধিরা ঐক্যবদ্ধ। ফারাক্কা সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে সংসদ সর্বসম্মতভাবে যদি একটা প্রস্তাব নিতে পারে, তাহলে বাইলেটারাল আলোচনায় সরকার শক্তি নিয়ে আলোচনা করতে পারবে আর আন্তর্জাতিক ফোরামেও আমরা গেলে তখন গুরুত্ব পাব।

[০৯-০৬-৯৩]

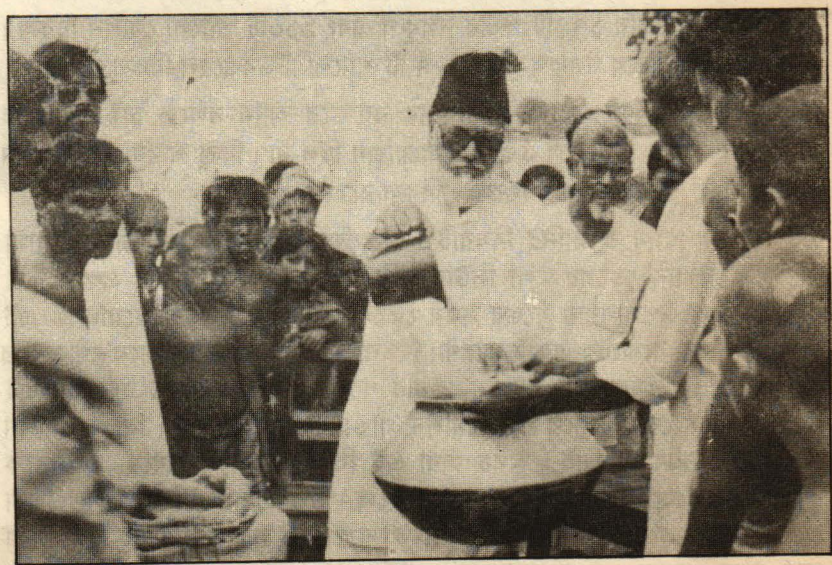

১৯৯৫ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় রিলিফ বিতরণ করছেন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

www.bjilibrary.com

সেচ ও পানি সংকট সম্পর্কে

সম্প্রতি বোরো মওসুমে উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলায় বিকল গভীর নলকূপ ও শ্যালো মেশিনগুলো পুনঃস্থাপন এবং মেরামত না হওয়ায় প্রায় পৌনে দু'লাখ একর জমিতে সেচ সংকট দেখা দিয়েছে। জানা গেছে, দিনাজপুরের দুইটি অঞ্চলের বিকল ১৯৩টি গভীর নলকূপ এবং ৩৪১ টি শ্যালো মেশিনের আওতাধীন ১৫,৩৩৬ একর, পঞ্চগড় জেলার ২৩টি বিকল নলকূপ ও ৭৩টি বিকল শ্যালো মেশিনের আওতায় ২,৫১০ একর, ঠাকুরগাঁও জেলার বিকল ৫৩টি নলকূপ এবং ১৭১টি শ্যালো মেশিনের আওতায় ৪,৮৯০ একর, নিলফামারী জেলার বিকল ১০৪টি গভীর নলকূপ এবং ৮৭টি শ্যালো মেশিনের আওতায় ২,১১০ একর, রংপুর জেলায় বিকল ২০৮টি গভীর নলকূপ এবং ৬৫৫টি শ্যালো মেশিনের আওতায় ১৯,৩০০ একর, গাইবান্ধা জেলায় বিকল ১১৫টি গভীর নলকূপ এবং ২৬টি শ্যালো মেশিনের আওতায় ১০,১৬০ একর জমিতে সেচ সংকট দেখা দিয়েছে। কুড়িগ্রাম জেলায় ৩৩টি নলকূপ এবং ১৪০টি শ্যালো মেশিন, লালমনিরহাট জেলার ৫৬টি গভীর নলকূপ এবং ১৭৪টি শ্যালো বিকল হয়ে আছে। বগুড়ায় ১৭৪টি গভীর নলকূপ এবং ৯১০টি শ্যালো মেশিন বিকল। পাবনায় ৬৪টি গভীর নলকূপ এবং ৮৮৭ টি শ্যালো টিউবওয়েল বিকল রয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, বিশেষ করে পাবনার ব্যাপারে আমি বলতে চাই, পাবনার ইরিগেশন প্রজেক্ট চালু হলে এগুলোর প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু পাবনায় ইরিগেশন প্রজেক্টও চালু হয় নাই, মেশিনগুলোও বিকল রয়েছে।

এই সম্পর্কে আমি জ্বালানির বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করতে চাই। যদিও আগামী বাজেটে জ্বালানি তেলের মূল্য লিটার প্রতি ৩০ পয়সা কম করার প্রস্তাব করা হয়েছে, কিন্তু উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় তেলের মূল্য দ্বিগুণ করা হয়েছিল। এই জ্বালানিও সেচ সংকটের একটি কারণ। দ্বিতীয়ত, আমি ব্যক্তিগতভাবে খোঁজখবর নিয়ে দেখেছি, কোন কোন মেশিন কেনার পরেই বিকল প্রমাণিত হয়েছে। এই বিকল মেশিন ফেরত দিয়ে ভাল মেশিন পাওয়া সম্ভব হয় নাই। বিকল মেশিন ঠিক করাও সম্ভব হয় নাই। অথচ যারা এই বিকল মেশিন নিয়েছে, তাদেরকে কৃষিঋণ সুদে-আসলে পরিশোধ করতে হচ্ছে। ৪০ হাজার টাকায় এক একটা মেশিন দেওয়া হয়েছে যা বর্তমানে সুদে-আসলে দেড় লক্ষ থেকে দুই লক্ষ টাকা হয়ে গেছে। অথচ মেশিনগুলো কোন সার্ভিস দিতে পারছে না। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। এ বিষয়ে শুধু un-officially আলোচনা

www.bjilibrary.com

যথেষ্ট নয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যাতে এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কমিটিতে এই বিষয়টি উত্থাপিত হয় ও ত্বরিত এর বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, সেজন্য আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

[২৩-০৬-৯২]

নলকূপ বিকল হওয়া প্রসংগে

মাননীয় স্পীকার, সারাদেশে বর্তমানে প্রায় এক লাখ নলকূপ বিকল হয়ে আছে। এর মধ্যে ৫০ হাজার নলকূপ সম্পূর্ণভাবে অকেজো যা মেরামতের কোন সম্ভাবনা নেই। সামনে শুষ্ক মওসুম। শুষ্ক মওসুমে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর অনেক নিচে নেমে যায় বলে অনেক নলকূপে স্বাভাবিক মাত্রায় পানি পাওয়া যায় না। তখন এমনিতেই খাবার পানির সংকট দেখা দেয়। তদুপরি এত বিপুল সংখ্যক নলকূপ যদি অকেজো বা বিকল হয়ে থাকে, তা হলে শুষ্ক মওসুমে পানি সংকট কত প্রকট আকার ধারণ করবে তা ভাবনার বিষয়।

খাবার পানির সংকট দেখা দিলে জনসাধারণ পুকুর ডোবা বা নদী-নালার পানি পান করতে বাধ্য হয়। ফলে দেখা দেয় ডায়রিয়া, আমাশয় সহ অন্যান্য ধরনের রোগব্যাধি। কাজেই এক লাখ নলকূপ অকেজো হওয়ার ফলে উদ্ভূত সংকট থেকে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণকে রক্ষা করার ব্যাপারে সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছি। সেই সাথে তারাপাম্প সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। আমি অন্তত আমার নিজের এলাকায় জানি, যে এলাকায় তারাপাম্প প্রযোজ্য নয় সেখানে তারাপাম্প নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। একদিকে দামও বেশী পড়ে, অন্যদিকে তারাপাম্প যদি নষ্ট হয় সেটা সহজে মেরামত করা যায় না।

বাস্তবে যে সব জটিলতা রয়েছে, পানির সঙ্কট দূর করার জন্য সে সমস্ত জটিলতা দূর করার ব্যাপারে জরুরীভিত্তিতে কোন পদক্ষেপ নেওয়ার চিন্তা-ভাবনা করার জন্য সরকারের কাছে দাবী জানাই।বিশেষ করে আগামী শুষ্ক মওসুমে যাতে করে এই নলকূপের দুরবস্থার কারণে ডায়রিয়া, কলেরা ও উদরাময়ের শিকার গ্রামের জনগণকে হতে না হয়, সে ব্যাপারে জরুরী পদক্ষেপ নিতে হবে।

[০১-১২-৯৩]

www.bjilibrary.com

পররাষ্ট্র নীতির উপর আলোচনা

মাননীয় স্পীকার, পররাষ্ট্র নীতির উপরে একটা সাধারণ আলোচনা এই প্রথম বারের মত হচ্ছে এটা আনন্দের কথা। এ ধরনের আলোচনা যেমন একটা ভাবগম্ভীর ও শান্ত পরিবেশে হওয়া দরকার, মাঝে-মধ্যে সে পরিবেশ ক্ষুণ্ন হতে দেখে আমি এই আলোচনায় উৎসাহ অনেকটা হারিয়ে ফেলেছি।

পররাষ্ট্র নীতির উপরে আলোচনার উদ্দেশ্য আমি যেটা বুঝেছি-বাংলাদেশের সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির যে ভিত্তির কথা বলা হয়েছে, তার আলোকে সরকারের গৃহীত পররাষ্ট্র নীতিকে আমরা পর্যালোচনা করব। পররাষ্ট্র নীতির সাফল্য এবং ব্যর্থতা আমরা মূল্যায়ন করব। অল্প সময়ের মধ্যে সার্বিক আলোচনা তো সম্ভব নয়, বর্তমান সরকারের পররাষ্ট্রনীতি কতটুকু সফল অথবা ব্যর্থ এটা আলোচনা করতে হলে অতি সাম্প্রতিক দুই একটি বিষয়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। প্রথমে আমি রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে কথা বলতে চাই।

রোহিঙ্গা ইস্যু

মাননীয় স্পীকার, এ বিষয় নিয়ে অনেক ভুল-বুঝাবুঝি আমরা লক্ষ্য করেছি। উদ্বাস্তু সমস্যা বিধায় এটার প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের একটা দায়িত্ব আছে। যখনই এই ঘটনা ঘটল, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বার্মার সেনাবাহিনী হামলা চালাল, তখনই গণতান্ত্রিক সরকারের দায়িত্ব ছিল সংসদকে কনফিডেন্সে নেওয়া, জনগণকে কনফিডেন্সে নেওয়া এবং এই সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সকলকে সাথে নিয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা। স্বীকার করতেই হবে, পার্লামেন্টের পক্ষ থেকে দাবী জানানোর পরে এর উপরে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সেই আলোচনাতেও প্রকৃত অবস্থা আমাদের সামনে এসেছে বলে আমি মনে করি না। '৯২ সালের ২৮শে এপ্রিল মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে ১৫ই জুলাই থেকে উদ্বাস্তু প্রত্যাবসন শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি তাদের যাওয়া তো দূরের কথা বরং এর পরে ১৫ই জুলাই পর্যন্ত আরও ৪১ হাজার উদ্বাস্তু বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এই উদ্বাস্তুদের যাওয়ার পথে কোন্ শক্তি বাধা এ ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে জাতিকে এবং এই সংসদকে যদি প্রকৃত তথ্য জানানো না হয়, তাহলে বিভিন্ন মহল থেকে আমাদের মধ্যে

www.bjilibrary.com

পারস্পরিক ভুল-বোঝাবুঝি সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ধরনের গুজব ছড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হতে পারে।

মাননীয় স্পীকার, সেই চুক্তি কিভাবে হয়েছিল? আন্তর্জাতিক কমিউনিটি সহযোগিতা নিয়ে হয়েছে কিনা? জাতিসংঘের উদ্বাস্তু বিষয়ক হাইকমিশনকে সাথে নিয়ে হয়েছে কিনা? সাফল্যজনকভাবে কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে জাতিসংঘের সমর্থন কতটা নেয়া হয়েছে-এ বিষয়টা আজ বিবেচনার দাবী রাখে।

আমরা একদিকে শুনতে পাচ্ছি, বন্ধুরা অভিযোগ করছেন মধ্যপ্রাচ্যের একটা এনজিও এবং সেই সাথে নাকি একটি দল এ থেকে ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করছে। আবার অন্যদিকে আমাদের সামনে তথ্য আসছে, জাতিসংঘের উদ্বাস্তু বিষয়ক হাই কমিশনের পক্ষ থেকেই উদ্বাস্তুদের না যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। এক সময় তাদের পুনর্বাসনের জন্য পয়সা হচ্ছিল না। এখন নাকি তাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন এনজিওদেরকে ডেকে বলা হচ্ছে, তাদের জন্য যা দরকার তাও নাও এবং কক্সবাজারের আশপাশের লোকদের জন্য যা দরকার তাও নাও। এটা যদি হয়ে থাকে, তাহলে আমি মনে করি একটি বিরাট দুরভিসন্ধি রয়েছে। এটাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে নিজেদের মধ্যে একটা ভুল-বুঝাবুঝি এবং সংকট সৃষ্টির কোন অপপ্রয়াস কেউ চালাতে পারে এমন আশংকা অমূলক নয়। সুতরাং সরকারের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে পরিষ্কার কথা আসা দরকার যে, উদ্বাস্তুদের ফিরে যাওয়ার পথে কোন্ শক্তি বাধা? এ ব্যাপারে অবশ্যই আমাদের দায়িত্ব ছিল জাতিসংঘকে, ওআইসি কে সাথে নেয়া। উদ্বাস্তুরা যে কারণে এসেছে, সেই কারণ দূর না হওয়া পর্যন্ত তারা ফিরে যেতে পারে না, এটা একটা মানবিক কথা। কিন্তু বার্মাকে এ ব্যাপারে বাধ্য করার জন্য জাতিসংঘ ভূমিকা রাখতে পারে, আন্তর্জাতিক সমাজ ভূমিকা রাখতে পারে। জাতিসংঘকে সেই ভূমিকায় নিয়ে আসার দায়িত্ব বাংলাদেশের তথা বাংলাদেশ সরকারের এবং এখানেই যদি আমরা সাফল্যের পরিচয় দিতে পারি, তাহলে আমরা স্বীকার করব বাংলাদেশ পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সফলতার পরিচয় দিচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার, আমি আবারো বলতে চাই, আজকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী যে বক্তব্য রেখেছেন, সেখানেও মায়ানমার থেকে আগত উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবাসনের পথে কোন্ শক্তি বাধা, কেন তাদের ফেরত দেয়া যাচ্ছে না, কি কি অসুবিধা এক্ষেত্রে রয়েছে, তারা কতটা সফলতা অর্জন করেছেন, কতটা ব্যর্থতা আছে, এজন্য সংসদের কি সহযোগিতা তারা চান, জনগণের কি সহযোগিতা তারা চান— এই বিষয়গুলো পরিষ্কার হওয়া দরকার ছিল।

www.bjilibrary.com

মাননীয় স্পীকার, এমনিভাবে আমাদের পররাষ্ট্রনীতির সফলতা, ব্যর্থতা মূল্যায়ন করতে গেলে এ পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারের আমলে যে সমস্ত চুক্তি হয়েছে, সেই চুক্তির কপি আমাদের সামনে আসা দরকার। এগুলি বাস্তবায়নে আমরা কে, কতটুকু ভূমিকা রেখেছি, তা আমরা তাহলে বুঝতে পারতাম।

তিন বিঘা

মাননীয় স্পীকার, এখানে তিন বিঘার বিষয়টিও উঠেছে। এ ব্যাপারে ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি ছিল। বেরুবাড়ী দিয়ে দেয়া হয়েছিল। তিন বিঘা পেতে আমাদের ১৬ বছর অপেক্ষা করতে হল। এরপরও যেভাবে তিন বিঘা পেয়েছি তা চুক্তি অনুযায়ী পাওয়া যায়নি। এখানে আমি দুই ধরনের ব্যর্থতা দেখতে পাচ্ছি। একটা হল, প্রথমে একটা দেয়া আর একটা নেয়া। এই কাজটি আমরা করতে পারিনি। দ্বিতীয়ত, ১৬ বছর পরে আমরা যেটা পেলাম বলা হচ্ছে, যুক্তিসিদ্ধভাবে সেটা আসলে পাওয়া নয়।

এমনিভাবে ফারাক্কা সম্পর্কে প্রশ্ন আসে। ফারাক্কার ব্যাপারেও প্রথম যে চুক্তিটি ছিল, সেই চুক্তির ভাষাটা কি ছিল? পানি কয়েক হাজার কিউসেক বেশী পাওয়া, কম পাওয়া বড় কথা নয়। আন্তর্জাতিক নদীর পানির হিসসা পাওয়ার ব্যাপারে কি নীতি নির্ধারিত হয়েছে সেটাই বড় কথা। সেখানে পানি আমাদেরকে যেটা দেয়ার কথা, তার সাথে গঙ্গার প্রবাহ বৃদ্ধি করার শর্ত যুক্ত ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে সেই প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য সংযোগ খালের প্রস্তাব এসেছে, যা আমাদের পক্ষে কোন ভাবেই গ্রহণ করার মত নয়।

মাননীয় স্পীকার, এমনিভাবে আজকে পানি আমাদের জীবন মরণ-সমস্যা। কে সফল হয়েছেন, কে ব্যর্থ হয়েছেন-সেটা বড় কথা নয়। আমাদের বাঁচা-মরার সমস্যার সাথে জড়িত পানির ন্যায্য হিসসা থেকে আমরা বঞ্চিত। এই ফারাক্কার ব্যাপারে আমরা কোন্ নীতি অবলম্বন করব, তা এখন পর্যন্ত আমরা ঠিক করতে পারিনি। সেই নীতি প্রণয়ন এবং লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে আমরা সাফল্যের পরিচয় দিতে পারিনি। এখনও পানি চুক্তি ছাড়াই চলছে।

পঁচিশ বছরের চুক্তির ব্যাপারে কথা উঠেছে। যাঁরা চুক্তি করেছিলেন, তাদের সম্পর্কে কথা আছে। যে দেশের সাথে চুক্তিটি হয়েছিল, সে দেশের ব্যাপারেও কথা আছে। এই বিষয়টা পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, আসলে চুক্তিটি অসম ছিল, না সমমর্যাদার ভিত্তিতে ছিল? যদি অসম চুক্তি হয়ে থাকে, তাহলে এটা পরিষ্কার হওয়া দরকার। তাতে যাঁরা এই চুক্তিটি করেছিলেন তাদের ব্যাপারে জাতি সঠিক ধারণা পাবে এবং যাদের সাথে হয়েছিল তাদের ব্যাপারেও জাতি সঠিক ধারণা

www.bjilibrary.com

পাবে। কিন্তু মাননীয় স্পীকার, চুক্তি আদৌ ছিল না—এই কথা কেউ বলে না। চুক্তি আছে এবং তাতে কি আছে, তা যদি এই সংসদও না জানতে পারে, তাহলে আমরা আমাদের প্রতিবেশী দেশের সাথে সমমর্যাদার সাথে আছি নাকি অসম চুক্তির জালে আবদ্ধ আছি তা অস্পষ্টই থেকে যাবে, এ ব্যাপারটি মীমাংসিত হওয়া দরকার।

মাননীয় স্পীকার, পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির যে একটা ধারা ছিল, সেটার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে এসেছে বলে আমি মনে করি। এখন সার্কের মত রিজিওন্যাল বিভিন্ন সংস্থাকে অর্থবহ করা দরকার। ঠিক তেমনি জাতিসংঘে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে ও,আইসি আমাদের জন্য সহায়ক শক্তি হতে পারে। দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসাবে আমি বলতে চাই, শুধু আমাদের আরব বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর পক্ষ থেকে কিছু দান-দক্ষিণা পেয়ে সন্তুষ্ট না হয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসাবে বাংলাদেশের উদ্যোগী ভূমিকা থাকা দরকার। বিশেষ করে ও, আই,সি'তে উদ্যোগী ভূমিকা নিলে বাংলাদেশ সঠিক অর্থে আন্তর্জাতিক বিশ্বে তার মর্যাদা লাভ করতে পারে এবং মুসলিম বিশ্বের যে প্রাকৃতিক সম্পদ আছে তা থেকে কিছু ভিক্ষা না নিয়ে সেই সম্পদকে শক্তিশালী মুসলিম উম্মাহ্ গড়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভূমিকা রাখতে পারে। বিশ্ব-মানবতার কল্যাণার্থেও এই শক্তি ও সম্পদকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য একটা সুযোগ আছে। অতএব ও, আই, সি-তে বাংলাদেশের উদ্যোগী ভূমিকা হোক, বাংলাদেশ নেতৃত্ব দিক আমি আপনার মাধ্যমে সরকারের কাছে এই আবেদনটুকু রেখে আমার কথা শেষ করছি।

[২৩-০৭-৯২]

www.bjilibrary.com

মায়ানমার সীমান্তে উত্তেজনা ও রোহিংগা সমস্যা প্রসংগে

মাননীয় স্পীকার, আমরা যুদ্ধ চাই না। সবার সাথে বন্ধুত্বই আমাদের নীতি। তবে অন্য কারো সৃষ্ট পরিস্থিতির শিকার যাতে আমরা না হই, সে ব্যাপারে সরকারকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

আজ মায়ানমার সীমান্তে যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তা নিছক কোন সাধারণ ঘটনা নয়। এই ঘটনা আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছে। আমরা মনে করি, দেশে যে পরিস্থিতি এখন বিরাজ করছে, তা জাতিকে অবহিত করা বাঞ্ছনীয়। আমরা এতদিন সংসদে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার সুযোগ পাইনি। এই বিষয়টি কোন দলীয় ইস্যু নয়, গোটা জাতির সাথে সম্পর্কিত। গণতন্ত্রের দাবী হলো, এ নিয়ে সংসদে আলোচনা করা এবং সংসদের পরামর্শ গ্রহণ করা।

বর্মী বাহিনী গত ২২শে ডিসেম্বর বাংলাদেশের ভিতরে যে হামলা করেছে, তা তলিয়ে দেখা উচিত। যে শরণার্থীরা এখন আমাদের দেশে এসেছে, তাদের আমরা উস্কানি দিয়ে আনিনি। সেখানে যে দমন ও যুলুম চলছে, তার প্রেক্ষিতে শরণার্থীরা জীবন রক্ষার জন্য বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নিয়েছে।

বার্মায় মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর হামলা-নির্যাতন নতুন নয়। ১৯৪৮ সাল থেকে এই নির্যাতন চলে আসছে। ১৯৭৭ সালে তদানীন্তন বিএনপি সরকারের আমলেও রোহিংগা মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালিয়ে বাংলাদেশে ঠেলে দেয়া হয়েছিল। তবে সে সময় সরকার যথাযথ ভাবে দায়িত্ব পালন করে বিষয়টি আন্তর্জাতিক ফোরামে তুলে ধরেছিল।

মাননীয় স্পীকার, রোহিংগা শরণার্থীদের সাহায্যকারী রাবেতা আলম আল ইসলামী সম্পর্কে কেউ কেউ বিরূপ মন্তব্য করেছিল। সাপ্তাহিক একতা ইতিপূর্বে লিখেছিল যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে রাবেতার হাসপাতালে রোহিঙ্গাদের অস্ত্রের ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে। এ বিষয়টি প্রেস কাউন্সিলে আনা হলে একতা স্বীকার করেছে যে, তাদের রিপোর্টটি তথ্য ভিত্তিক ছিল না। এমন অনেক এনজিও আছে, যারা দেশের আদর্শ ও স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছে। তাদের সম্পর্কে কেউ কিছু বলে না। রাবেতা মুসলমানদের কল্যাণে সেবামূলক কাজ করছে। অথচ এটা নিয়ে কথা হয়। জানি না এর উদ্দেশ্যটা কি?

www.bjilibrary.com

মাননীয় স্পীকার, রোহিংগাদের বার্মায় প্রেরণের পূর্বে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তারা যেন সম্মানের সাথে নিজ দেশে ফিরে যেতে পারেন এবং মানবাধিকারসহ জাতিসত্তা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারেন।

কোন কোন সদস্য রোহিংগা সমস্যা সম্পর্কে বলতে গিয়ে অপ্রাসংগিকভাবে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরকে টেনে এনেছেন। সংসদে বিএনপি, আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি রোহিংগা প্রসঙ্গে যে বক্তব্য রেখেছেন, জামায়াতের মনোভাবও তাই। এ ব্যাপারে জামায়াতের কোন অতিরিক্ত দায়িত্ব নাই। আমরা বুঝতে পারি না যে, যেখানে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন, সেখানে এ বিষয়ে অহেতুক জামায়াতকে টেনে এনে কেউ কেউ আলোচনাকে ভিন্নখাতে নিয়ে যেতে চান কোন্ উদ্দেশ্যে? এই আলোচনাকে হালকা করে দেখার প্রয়াস কেন? একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুকে তারা কেন হালকা করতে চান?

[০৩-০২-৯২]

সংসদ ভবনে বিরোধীদলের প্রেস ব্রিফিং-এ বক্তব্য পেশ করছেন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

www.bjilibrary.com

পুশ ইন প্রসংগে আলোচনা

মাননীয় স্পীকার, ভারত সরকারের পক্ষ হতে ভারতের বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম নাগরিকদের বাংলাদেশে একতরফাভাবে ঠেলে দেওয়াকে কেন্দ্র করে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, এর পেছনে ইন্ডিয়ান ডিজাইন কি আছে সেটা অবশ্যই তলিয়ে দেখার দাবী রাখে। যদি সেটা বাস্তবায়িত হয়, তাহলে এর পরিণতিতে শুধু একটা সরকারের পতন হবে এতটুকু মনে করাই যথেষ্ট নয়। এটা গোটা জাতির জন্য একটি ভয়াবহ পরিণতি বয়ে আনতে পারে। তাই এই বিষয়টিকে দল-মত নির্বিশেষে জাতীয় সমস্যা মনে করে এই নিন্দনীয় বিষয়ের বিরুদ্ধে এই সংসদে একটি প্রস্তাব নেয়া হবে এই আশায়ই আমরা এই সাধারণ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করছি।

আমরা স্পষ্ট বলতে চাই যে, এই সমস্যাটি ভারতের একান্তই নিজস্ব। তাদের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক একটি ব্যাপারকে তারা অহেতুক অমানবিকভাবে বাংলাদেশের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। ১৯৪৭-এর ভারত বিভক্তির পর উপমহাদেশের অন্য কোন অঞ্চল থেকে ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য মুসলমানদের যাওয়ার কোন কারণ আমরা দেখি না। বরং ঐতিহাসিকভাবে সত্য এটাই যে, '৪৭-এর পর থেকে ভারত থেকে মুসলমানরা বিতাড়িত হয়ে আশপাশের দেশে আশ্রয় নিয়েছে। ভারতের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ভাষাভাষীদেরকে দিল্লীতে যেতে হয়েছে, এটাও একটা বাস্তবতা।

মাননীয় স্পীকার, আমার সামনে এবছরের ২৬শে সেপ্টেম্বরের কোলকাতার 'আজকাল' পত্রিকার একটি কপি আছে। এখানে উল্লেখ আছে, ভারতে যে কয়টি পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে - তাতে কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ সবচেয়ে কমছিল পশ্চিমবঙ্গের জন্য। নাগাল্যান্ডের জন্য যেখানে মাথাপিচু বরাদ্দ ৩,৮৯৬ টাকা। সেখানে পশ্চিমবংগের জন্য বরাদ্দ ৩১৪ টাকা। অর্থনৈতিক প্রয়োজনে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের বাংলাভাষীরা দিল্লীতে যাবে না এটা হতে পারে না। কলম নামে কোলকাতার একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, দিল্লী থেকে বিদেশী অনুপ্রবেশকারী হিসাবে যাদের বিতাড়িত করা হচ্ছে তাদের মধ্যে এক বিরাট অংশ মেদিনীপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, মুর্শিদাবাদ ও মালদহের অধিবাসী। এরা যে (পশ্চিম) এপার বাংলার অধিবাসী এটা কোলকাতার

www.bjilibrary.com

সাপ্তাহিক মিজান পত্রিকায় ১৯৭৪ সালেই প্রকাশ করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, আমরা আশ্চর্যান্বিত হই, যখন শুনি ভারতের বিহার রাজ্যসভার একজন সদস্য জনাব তসলিমউদ্দিনের পরিবার নাকি বাংলাদেশী। তাঁকে ১৯৮৩ সালে শোকজ নোটিশ দেয়া হয়েছিল। তার জবাবে তিনি বলেছিলেন, "There is not a single person in Purnia, a district of Bihar. I should be knowing becuase I was born there. A few are Hindi-speaking muslims. Since my wife and sons have been given this notice it means my citizenship is held in doubt.

মাননীয় স্পীকার, এমনিভাবে কিষাণগঞ্জের আর এক এম. এল. এ. মোল্লা মোশারাফ। ১৯৮৩ সালে কোলকাতার পত্রিকায় তিনি বলেছেন, "They are not Bangladeshi Muslims. All the talks of infiltration are falls?

সমস্যাটি ভারতের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সমস্যা। সেখানে ১৮ কোটি মুসলমান রাজনীতিতে একটা Balance এর ভূমিকা রাখে। একে কেন্দ্র করেই চলছে কংগ্রেস ও বিজেপির খেলা। সেই খেলারই শিকার ভারতের মুসলমানরা। অনেকেই বিজেপি ও কংগ্রেসকে আলাদা করে দেখার চেষ্টা করেন। আসলে এটা তাদের পাতানো খেলা। তাদের উভয়ের রাজনীতি সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট। আমাদের দৃষ্টিতে তারা Either twin or two-in-one। তারা একে অপর থেকে মোটেই বিচ্ছিন্ন নয়। এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির একটা কুৎসিত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে Sunday ম্যাগাজিনে।

কংগ্রেস ও বিজেপির পাতানো খেলার ভিত্তিতে ভারত থেকে এখন বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের বাংলাদেশে পুশ-ইন করা হচ্ছে। এর লক্ষ্য আরো সদূরপ্রসারী। এ ব্যাপারে আমাদের দলমত নির্বিশেষে সজাগ থাকতে হবে। ভারতের এই পদক্ষেপ সাম্প্রদায়িক। তদুপরি তা অমানবিক ও আন্তর্জাতিক রীতিনীতির পরিপন্থী। কিন্তু ভারত এই পদক্ষেপ নিতে সাহস পেল কিভাবে? এই ব্যাপারে আমি পরিষ্কার বলতে চাই যে, কোন একটি সরকার নয়, স্বাধীনতার পর ক্ষমতাসীন প্রতিটি সরকারের নেতৃত্ব ও পররাষ্ট্র নীতির দুর্বলতারই সুযোগ গ্রহণ করেছে ভারত।

[১৯-১০-৯২]

www.bjilibrary.com

বসনিয়া-হারজেগোভিনা পরিস্থিতি

মাননীয় স্পীকার, আপনাকে ধন্যবাদ সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় সার্বীয় বাহিনীর দীর্ঘ আট মাসব্যাপী যে বর্বর হামলা চলছে, গণহত্যা চলছে নজীরবিহীন যুলুম-নির্যাতন চলছে, সেই বিষয়টি বাংলাদেশের এই সংসদে আলোচনার জন্য নোটিশ দিয়েছিলাম মূলত বিবেকের দংশন থেকে, সেই সাথে ছিল তীব্র আবেগ- অনুভূতি।

জনাব স্পীকার, আমাদের সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদের ১(খ), ১(গ) এবং ২ উপ অনুচ্ছেদগুলো সামনে রেখেই আমি বলছি, এ বিষয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশের এই মহান সংসদ তার দায়িত্ব উপেক্ষা করতে পারে না।

আমাদের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৫-এর (খ) তে বলা হয়েছে "প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী পথ ও পন্থার মাধ্যমে অবাধে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করিবেন;" এবং ২৫(গ) তে আছে "সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করিবেন।"

সেই সাথে ওআইসি'র সদস্যভুক্ত হবার পর আমাদের সংবিধানে যোগ হয়েছে "রাষ্ট্র ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সংহত, সংরক্ষণ এবং জোরদার করিতে সচেষ্ট হইবেন।"

জঘন্যতম নরহত্যা চলছে

আমাদের সম্মুখে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার ইস্যুটি একদিকে মানবিক সেই সাথে এর সাথে ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের প্রশ্ন জড়িত। বসনিয়া-হার্জেগোভিনার বর্তমান সংকটজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা সবাই অবহিত। আমরা জানি, সেখানে ইতিহাসের জঘন্যতম নরহত্যা চলছে। মানবতা-মনুষ্যত্ব সেখানে আজ চরমভাবে লাঞ্ছিত। এদের উপরে এই পাশবিক আচরণের কারণ যদি আমরা তালাশ করতে যাই, তাহলে আমাদের সামনে আমরা আর কোন কারণ দেখি না। আমাদের সামনে একটি মাত্র কারণই আসে সেটা হল, তারা মুসলমান।

আমি গত সেপ্টেম্বর মাসের ৪ তারিখ থেকে ৭ তারিখ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের মিজৌরী স্টেটের ক্যান্‌সাস সিটিতে অনুষ্ঠিত ইসলামিক সোসাইটি অব নর্থ আমেরিকার

www.bjilibrary.com

সম্মেলনে ছিলাম। সেখানে একদিন এই বসনিয়ার উপর আলোচনা হচ্ছিল এবং ভিডিও দেখানো হচ্ছিল। ভিডিওতে স্বচক্ষে দেখেছি, মসজিদকে টার্গেট করে এয়ার এটাক করা হচ্ছে। এভাবে সেখানে শত শত মসজিদকে বিমান হামলার মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়েছে। এথেকেও আমরা বুঝতে পারি, তারা মুসলমান এটাই তাদের প্রধান অপরাধ। এজন্যেই তাদের উপর যুলুম-নির্যাতন চলছে।

আমাদের জানামতে বসনিয়াবাসীর অপরাধ এছাড়া আর কিছুই নয়। বসনিয়ার মুসলমান জনগণ সব সময়ই শান্তিপ্রিয় ছিল। ১৯৯০ সালে বহুদলীয় গণতন্ত্র চালু হওয়ার পর গণতান্ত্রিক সরকারের অধীনে যুগোশ্লাভিয়াকে অখন্ড রাখার বিরোধী ছিল না। আমরা দেখেছি যুগোশ্লাভিয়ায় দু'টি প্রদেশ শ্লোভেনিয়া ও ক্রোয়েশিয়া যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে, তখনও বসনিয়াবাসী স্বাধীনতার কথা বলেনি। প্রথমে শ্লোভেনিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সার্বীয় ফেডারেল বাহিনীর সাথে তাদের সংঘর্ষ বাধলে ইউরোপীয় কমিউনিটি, বিশেষ করে জার্মানীর হস্তক্ষেপে সেটা বন্ধ হয়। এরপর ক্রোয়েশিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করলে আবার সার্বীয় ফেডারেল বাহিনীর সাথে সংঘর্ষ বাধে। জার্মানীর হস্তক্ষেপের ফলে সেটাও বন্ধ হয়।

আমরা লক্ষ্য করেছি, ক্রোয়েশিয়ার সংঘর্ষের সময় ইউরোপীয় সম্প্রদায় যুগোশ্লাভিয়ার ভবিষ্যত নির্ধারণের জন্য শান্তি সম্মেলনে বসেছিল। শ্লোভেনিয়া ও মেসিডোনিয়া স্বাধীনতার পক্ষে রায় দিয়েছিল। সেই সময় ইউরোপীয় ঐ সম্মেলনে বসনিয়া সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দিয়েছিল, বসনিয়ায় গণভোট হবে। গণভোটের মাধ্যমে যদি বসনিয়াবাসী স্বাধীনতার পক্ষে রায় দেয়, তাহলে তারা স্বাধীনতা পাবে। ঐ শান্তি সম্মেলন ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে রায় দিয়েছিল। কিন্তু যেহেতু জার্মানী ক্রোয়েশিয়ার স্বাধীনতার জন্য আগ্রহী ছিল সেইজন্য পরে তারা স্বাধীনতার পক্ষে রায় দেয়।

ইউরোপীয় কমিউনিটির শান্তি সম্মেলনের ভিত্তিতে ১লা মার্চ, ১৯৯২ সনে গণভোট হয়েছিল। বসনিয়া-হার্জেগোভিনার ভিতরে সার্বীয়রা এই গণভোট বর্জন করেছিল। কিন্তু মোট জনসংখ্যার ৬৭% ভাগ জনগণ এই গণভোটে অংশ নিয়েছিল এবং গণভোটের ভিত্তিতে তারা স্বাধীনতার পক্ষে রায় দিয়েছিল। এরপর ইউরোপীয় দেশগুলো শান্তি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে বসনিয়া হার্জেগোভিনাকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকার করে নেয়। দুনিয়ার আরও অনেক দেশ এর স্বীকৃতি দেয়। ১৯৯২ সালের মে মাসে বসনিয়াকে জাতিসংঘে সদস্যপদও দেওয়া হয়।

www.bjilibrary.com

এখানে জাতিসংঘ নির্বাক

আমরা আরও লক্ষ্য করি যে, সার্বীয়রা বসনিয়ার ভিতরে যারা সার্বীয় তাদেরকে একদিকে অস্ত্র সজ্জিত করেছে, আবার বাইরে থেকে তাদের উপরে সার্বিক হামলা চালাচ্ছে।

এই যুদ্ধ চলছে ৮ মাস ধরে। এই যুদ্ধে সেখানে শত শত গ্রাম, শহর বিরান হয়েছে। দুই লক্ষের অধিক মানুষ নিহত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ নারী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে সার্বীয় বন্দী শিবিরে ধুঁকে ধুঁকে মরছে এবং অবরুদ্ধ আছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। আমরা বাংলাদেশের মানুষ এখান থেকেও টেলিভিশনের মাধ্যমে সার্বীয় বন্দী শিবিরে তাদের চেহারা, ছবি দেখেছি। না খেতে পেরে তাদের পেটের চামড়া পিঠের সাথে লেগে গেছে। বুকের হাড্ডিগুলো দূর থেকে গোনা যায়, এমন দুরবস্থা তাদের হয়েছে। এই দুরবস্থাকে সামনে রেখে আমরা যদি তুলনামূলকভাবে আলোচনা করি, তাহলে কি দেখি? শ্লোভেনিয়া যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করল, সার্বীয়দের সাথে যুদ্ধ হল। এই যুদ্ধ মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে বন্ধ করা হয়েছিল। ইউরোপীয় কমিউনিটি কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছিল। জাতিসংঘ কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছিল বলে তিন সপ্তাহের বেশী এই যুদ্ধ চলতে পারেনি। তেমনিভাবে ক্রোয়েশিয়ার সাথে যুদ্ধ চলেছিল মাত্র ৩ মাস। ৩ মাসের মধ্যেই এই যুদ্ধ বন্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু বসনিয়ার সাথে যুদ্ধ ৮ মাস ধরে চলছে। এখানে জাতিসংঘ নির্বাক, ইউরোপীয় কমিউনিটি নির্বাক, এমনকি জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন যারা অতীতে ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া এবং আরও অনেক দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এবং আফ্রো-এশিয়ান দেশগুলির নির্যাতিতের পক্ষে কথা বলেছে তারাও এ ব্যাপারে জোরালো ভূমিকা পালন করতে পারেনি। ইন্দোনেশিয়াতে সম্প্রতি যে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন হয়ে গেল মুসলিম দেশগুলির উদ্যোগের কারণে, সে সম্মেলনে রেজুলেশন নেয়া হয়েছে, কিন্তু সেখানে মুসলিম দেশগুলির বাইরে যারা ছিল তাদের পক্ষ থেকে উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া ছিল না।

যুদ্ধ বন্ধের উদ্যোগ নেই

জাতিসংঘ সার্বীয়দের লোক দেখানো বয়কট করেছে, কার্যকর কোন পদক্ষেপ নেয়নি। বরং বসনিয়ায় অস্ত্র সরবরাহ নিষিদ্ধ করে সেখানকার মুসলমানদের সর্বনাশ করার একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছে। পাশ্চাত্যের দেশগুলি মানবিক সাহায্যের কথা বলছে বটে কিন্তু যুদ্ধ বন্ধের জন্য তাদের কোন উদ্যোগ দেখছি না। এখন শতকরা ৯০ ভাগ এলাকা মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। আমি এই মুহূর্তে মুসলিম বিশ্বের ভূমিকাকেও খুব প্রশংসনীয় বলতে পারছি না।

www.bjilibrary.com

মুসলিম উম্মার মধ্যে, গোটা বিশ্বের মধ্যে এখন বসনিয়া সংকট সর্ব প্রধান ইস্যু।

জনাব স্পীকার, আমরা জানি বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের কাছে এখন এক নম্বর ইস্যু হচ্ছে বসনিয়ার মুসলমানদের উপরে অত্যাচার-নির্যাতন। কিন্তু তাদের প্রতিনিধিত্বকারী মুসলিম সরকার ও সরকারের উদ্যোগে গঠিত ওআইসি এই পর্যন্ত কার্যকর কোন ভূমিকাই পালন করতে পারেনি।

ইউরোপীয় কমিউনিটি যে ভূমিকা ক্রোয়েশিয়ানদের পক্ষে নিয়েছিল ওআইসি যদি সেই ভূমিকা নিতে পারত, তাহলে বসনিয়ার জনপদের এই দুর্দশা এতোদূর গড়াতে পারতো না। তাই আমি মহান এই সংসদে দাঁড়িয়ে আপনার মাধ্যমে আমাদের সংসদের পক্ষ থেকে সার্বীয়দের এই বর্বরোচিত হামলার নিন্দা এবং বসনিয়া-হার্জেগোভিনার স্বাধীনতাকামীদের সাথে একাত্মতা ঘোষণার আহবান জানাতে চাই। দ্বিতীয়ত, বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসাবে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়ে ওআইসিকে কার্যকর ভূমিকায় আনা দরকার।

ওআইসি'র ভূমিকা কোথায়

আমরা জেনেছি এই মাসে ২৩শে নভেম্বর ওআইসি'র পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলন হতে যাচ্ছে। ২৩শে নভেম্বর পর্যন্ত বসনিয়ার অস্তিত্ব থাকবে কিনা আমাদের সন্দেহ আছে। অতএব, জরুরী পদক্ষেপের মাধ্যমে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নিয়ে জরুরী ভিত্তিতে ওআইসি'র সম্মেলন ডাকার ব্যবস্থা করা দরকার। ওআইসি'র পক্ষ থেকে আজকের এই পরিস্থিতিতে ওআইসি'র পক্ষ থেকে সালাহউদ্দিনের ভূমিকা পালন করার জন্য কাউকে এগিয়ে আসা উচিত বলে আমি মনে করি। সেই সাথে আমাদের পক্ষ থেকে জাতিসংঘের প্রতি আহবান থাকা দরকার যে, এই যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য যেন জাতিসংঘ কার্যকর ভূমিকা পালন করে, সার্বীয়দের অর্থনৈতিক অবরোধসহ তাদের উপর অন্যান্য অবরোধ আরোপ করে, এর মাধ্যমে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য কার্যকর ভূমিকা নেয়া যেতে পারে।

মুসলমানদের এগিয়ে আসতে হবে

জনাব স্পীকার, আমি এই মুহূর্তে বসনিয়া হার্জেগোভিনার মুসলমানদের এই দুর্দশাকে সামনে রেখে আপনার মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত মুসলিম শাসকদের উদ্দেশে উচ্চারণ করতে চাই। এই নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের সামনে দাঁড়ানোর জন্যে আল্লাহ তায়ালা পরিষ্কার বলেছেন- "ওয়ামা লাকুম তুকাতেলুনা ফি সাবিলিল্লাহে, ওয়াল মুসতাদয়াফীনা মিনার রেজালে ওয়ান নেসাএ ওয়াল বিলদানিল্লাজিনা ইয়াকুলুনা রাব্বানা আখরেজনা মিন হাজিহিল কারিয়াতিয যালিমি আহলুহা ওয়াজয়াল্লানা মিল্লাদুনকা ওয়ালিইয়াও, ওয়াজয়াল্লনা মিল্লাদুনকা নাসীরা"।

www.bjilibrary.com

মাননীয় স্পীকার, আমি এই আয়াতের তরজমা করতে চাই না। এর সারমর্ম যেখানে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্যাতনে-নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করছে তাদের পাশে দাঁড়াবার জন্য তোমরা কেন সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে না, কেন সংগ্রামী ভূমিকা নেবে না', এই ফরিয়াদে সাড়া না দেবার কোন কারণ থাকতে পারে না। তাই, মুসলিম মিল্লাতকে ও আই সির মাধ্যমে আজকে সার্থক ভূমিকা নেয়ার জন্য এগিয়ে আসতে হবে।

জনাব স্পীকার, এই বিষয়টি আমি যেদিন আলোচনা করছি, সেদিনে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণকারী একটি দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের বেসরকারী ফলাফল এসেছে। বুশ পরাজিত হয়েছেন। বিল ক্লিনটন বিজয়ী হয়েছেন। এই মুহূর্তে আমি একটি কথা বলতে চাই, বিশ্ব-পরিস্থিতির পরিবর্তিত অবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির মুহূর্তে বুশ একতরফাভাবে বিশ্ব-পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের স্বপ্ন দেখেছিলেন। নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের শ্লোগান দিয়েছিলেন। তার পথে ইসলামী জাগরণকে বাধা মনে করে ইসলামী আন্দোলনকে সাপপ্রেস করার একটা নিন্দনীয় পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। আমেরিকার জনগণ তাকে রিজেক্ট করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন রাষ্ট্রপ্রধান বিশ্ব-পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ঐ খেয়াল থেকে বিরত হবেন। ইসলামের বাস্তবতা স্বীকার করে নেবেন। মুসলিম ওয়ার্ল্ডের সাথে সহ-অবস্থান ও শান্তিপূর্ণভাবে ইসলামের বাস্তবতা স্বীকার করে নেবেন। মহান এই সংসদের পক্ষ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন নেতৃত্বের কাছে আমি এই আশাবাদ ব্যক্ত করতে চাই।

মাননীয় স্পীকার, যদিও ৬৮ বিধির মাধ্যমে কোন প্রস্তাব নেয়ার কোন সুযোগ নেই, কিন্তু আমরা ১৪৬ ও ১৪৭ বিধি মোতাবেক আমাদের দলীয় ৩ জন সদস্য নোটিশ দিয়েছিলাম এই ইস্যুতে। দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশের সংসদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদের অঙ্গীকার অনুযায়ী এই দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। আপনি ইচ্ছা করলে এবং আমাদের সুযোগ্য সংসদ-উপনেতা আছেন, তিনিসহ উদ্যোগ নিলে আমাদের পক্ষ থেকে এই নির্যাতিত মানুষের প্রতি সংহতি ঘোষণা করে, সার্বীয়দের নিন্দা করে এবং ওআইসিকে কার্যকর ভূমিকা পালনের আহবান জানিয়ে এবং জাতিসংঘকে যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠায় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য কার্যকর আহবান জানিয়ে একটি প্রস্তাব নিতে পারি।

মাননীয় স্পীকার, আপনি এব্যাপারে উদ্যোগ নিলে আমরা ধন্য হব। মুসলিম বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উন্নত হবে। আমি আপনার কাছে এই বিষয়ে একটি উদ্যোগী ভূমিকা আশা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[০৪-১১-৯২]

www.bjilibrary.com

বাবরী মসজিদ প্রসংগ

জনাব স্পীকার, অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে বাবরী মসজিদের এই আলোচনা শুরুর প্রাক্কালে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। উপমহাদেশের অত্যন্ত প্রাচীন মসজিদ হচ্ছে এই বাবরী মসজিদ। এই মসজিদ ধ্বংস করায় এটা শুধু মুসলমানদের কাছে নিন্দনীয় কর্মকান্ড হিসাবে বিবেচিত হয়নি। গোটা বিশ্ব বিবেকের কাছেই বিষয়টি নিন্দনীয় হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।

নিছক মসজিদ নয়

জনাব স্পীকার, বাবরী মসজিদ নিছক একটি মসজিদ নয়, ইসলামী আদর্শের, ইতিহাসের, ঐতিহ্যের এবং সভ্যতার একটি মূর্তপ্রতীক এটি। তাই বাবরী মসজিদ ধ্বংস করে দেয়া সাধারণ কোন ব্যাপার নয়। এটাকে বিবেচনা করতে হবে আদর্শের উপর আঘাত, ইতিহাসের উপর আঘাত, একটি সভ্যতার উপর আঘাত, একটি ঐতিহ্যের উপর আঘাত হিসেবে। গোটা বিশ্ব আজ এই কার্যক্রমের নিন্দা করছে। বাংলাদেশে দলমত নির্বিশেষে ১২ কোটি মানুষ এর নিন্দা করেছে। সেই ১২ কোটি মানুষের এই সংসদ। এ বিষয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে একটা নিন্দা প্রস্তাব নেবে এটাই জাতির প্রত্যাশা।

ভারতীয় মুসলমানদের নিরাপত্তা বিধান করুন

জনাব স্পীকার, এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের মধ্যে কাঁদা ছোঁড়াছুঁড়ি হবে, পারস্পরিক আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ হবে, একে অপরকে দোষারোপ করবে, এটা না বাংলাদেশের মানুষ প্রত্যাশা করে, না দুনিয়া আশা করে। আমার এই বিশ্বাস অত্যন্ত দৃঢ় যে, বাবরী মসজিদ ধ্বংসের ব্যাপারে আমরা সবাই তার নিন্দা করব, পুননির্মাণের দাবী করব এবং সেই সাথে ভারতীয় সংখ্যালঘু মুসলমানদের জানমাল, ইজ্জত- আব্রুর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য আমরা দাবী করব। আমরা জাতিসংঘের কাছেও সহযোগিতা কামনা করব। এব্যাপারে আমাদের মতপার্থক্যের অবকাশ নেই। দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসাবে বাংলাদেশের এই সংসদকে এই উপমহাদেশের শান্তি-শৃংখলা, সম্প্রীতি- সৌহার্দ-সংহতির স্বার্থে বাবরী মসজিদের বিষয়টি একটু তলিয়ে দেখতে হবে। বাবরী মসজিদ ঘটনা নিছক একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এর সাথে আরো কিছু জড়িত আছে। আমি মনে করি শুরু থেকে সর্ব-ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অনুসারী বর্ণ

www.bjilibrary.com

হিন্দুবাদের যে রাজনৈতিক লক্ষ্য দৃষ্ট হচ্ছে, বাবরী মসজিদ বিধ্বস্ত হওয়া, ভাঙ্গা তারই একটা প্রকাশ ছাড়া কিছু নয়। বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার একেবারে তাৎক্ষণিক লক্ষ্য হচ্ছে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন বানচাল করা এবং সার্ককে অকার্যকর করা। কারণ সার্ক-এর অস্তিত্ব ভারতের আধিপত্যবাদী, আগ্রাসী, সম্প্রসারণবাদী চরিত্রের মানসিকতার পথে একটা বড় বাধা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলি একত্রিত হয়ে ভারতের পাশাপাশি এক টেবিলে বসার সুযোগ আধিপত্যবাদী মানসিকতা চরিতার্থ করার পথে একটি বড় অন্তরায়। তাই ভারত সার্ককে মন থেকে চায় না। সার্ক টিকে থাকুক, কার্যকর হোক এটা ভারতের আকাংখা নয়। বিবিসির সমীক্ষায় এটা এসেছে, ভারত সার্ক-এর প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কিনা এব্যাপারে সন্দেহ আছে। দ্বিতীয় লক্ষ্য, ভারতের মুসলমানদেরকে কোরবানীর খাসী বানিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করা। শুরু থেকেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিয়ে মুসলমানদের ত্রাণকর্তার ভূমিকায় আবির্ভূত হয়ে কংগ্রেস মুসলমানদের সমর্থন আদায় করে আসছে। এটাই কংগ্রেসের রাজনৈতিক ইতিহাস। তারা "সর্প হয়ে দংশন কর ওঝা হয়ে ঝাড়" নীতির অনুসারী। কংগ্রেস মুসলমানদের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির মাধ্যমে এই নীতি অবলম্বন করে আসছে। ইতিহাস এর সাক্ষী।

জনাব স্পীকার, কিন্তু এবারের এটা একটু বুমেরাং হয়েছে। সার্ক বানচাল করার ব্যাপারটিও গোটা বিশ্ব জনমতকে তার বিরুদ্ধে নিয়ে গিয়েছে এবং সর্প হয়ে দংশন করে ওজা হয়ে ঝাড়ার নীতি অবলম্বন করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি পদক্ষেপ নেয়ার পর এবারে ভারত মুসলমানদেরকে অতীতের মত রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার সুযোগ পাবে বলে আমি মনে করি না।

টার্গেট মুসলিম জাতিসত্তা বিনাশ করা

জনাব স্পীকার, ভারতের সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর সুদূরপ্রসারী টার্গেট হলো উপমহাদেশে মুসলিম জাতিসত্তা এবং ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে রাম-রাজত্ব কায়েম করা। অনেকেই মনে করতে চান, কংগ্রেসের রাজনীতি সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত ছিল। এখন ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে তারা হঠাৎ এই অঘটন ঘটিয়েছে। আমি সবিনয়ে আরজ করতে চাই, উপমহাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে সামান্যতম জ্ঞান যাঁদের আছে, তাঁরা সকলেই জানেন কংগ্রেসের রাজনীতির সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত কোন দিন তারা সাম্প্রদায়িকতার উর্ধে উঠতে পারেনি। আজকে বিজেপিকে ধর্ম ভিত্তিক রাজনৈতিক দল হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। কংগ্রেসরা ধর্ম বলতে যা বুঝায়, সেই ধর্ম থেকে তারা দূরে ছিল ইতিহাস এটা বলে না।

www.bjilibrary.com

সুপ্রকাশ রায় গান্ধীবাদের স্বরূপ নামে একটি বই লিখেছেন। বামপন্থী প্রগতিশীল একজন লেখক, তাঁর একটি উদ্ধৃতি আমি আপনার অনুমতি নিয়ে পাঠ করতে চাই। তিনি বলেছেন- "বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি প্রথম যুগের চরমপন্থী নায়কগণ ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে হিন্দুধর্মের ভিত্তিতে হিন্দু সম্প্রদায়ের আন্দোলনরূপে গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহারা সে যুগের জাতীয় জাগরণকে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের সহিত এক ও অভিন্ন করিয়া দেখিয়াছিলেন। কংগ্রেসের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণের পর গান্ধীও তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রাচীন সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠেন। গান্ধীর রাজনৈতিক প্রচার ও আন্দোলনের মধ্যে ধর্মই ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করে এবং তাঁহার রাজনৈতিক প্রচার ও ধর্মীয় প্রচার অচ্ছেদ্যভাবে জড়াইয়া পড়ে।" অতএব, কংগ্রেসের রাজনীতি কোন দিন সাম্প্রদায়িকতার উর্ধে ছিল, এটা ইতিহাস প্রমাণ করে না।

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ অল ইন্ডিয়া কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। তিনি তাঁর বই India Wins Freedom-এ একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন বোম্বেতে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ছিলেন একজন Parsee, Mr. Nariman. আর বিহারের নেতৃত্বে ছিলেন একজন Muslim, Dr. Mahmud. প্রত্যাশা ছিল কংগ্রেস নির্বাচনে সুইপ করার পর Mr. Nariman বোম্বের মুখ্যমন্ত্রী হবেন আর বিহারে Dr. Mahmud মুখ্যমন্ত্রী হবেন। কিন্তু এটা সম্ভব হয়নি।

এই বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি মন্তব্য করেছেন- These two instances left a bad taste at the time. Looking back, I cannot help feeling that the Congress did not live up to its professed ideals. One has to admit with regret that the nationalism of the Congress had not then reached a stage where it could ignore communal considerations and select leaders on the basis of merit without regard to majority or minority.

মাননীয় স্পীকার, এমনিভাবে এই বাংলার ব্যাপারে একটি ঘটনা বইতে উল্লেখ আছে। সি, আর দাস ছিলেন কংগ্রেসের মধ্যে অন্যতম উদার মনের একজন নেতা। তিনি বাংলার মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার দিকটা অনুভব করেছিলেন। বাংলার মুসলমানরা বৃটিশ আগমনের আগে গরীব ছিলেন না, অশিক্ষিত ছিলেন না, W. W. Hanter তাঁর বইতে এটা উল্লেখ করেন। কিন্তু বৃটিশ আসার পর বাংলার মুসলমানরা সবচেয়ে পশ্চাৎপদ হয়, এটা বৃটিশ এবং হিন্দুদের ষড়যন্ত্রের

www.bjilibrary.com

ফল। তিনি উল্লেখ করেছেন, মুসলমানরা সেখানে পিছিয়ে ছিলেন, ৩০% ছিলেন চাকুরীতে। সি, আর দাস চেয়েছিলেন নির্বাচনে যদি কংগ্রেস বিজয়ী হয়, তাহলে ৬০% মুসলমানদের চাকুরী দেয়া যায় কিনা। এই সিদ্ধান্ত কংগ্রেস কিভাবে নিয়ে ছিল? তিনি উল্লেখ করেছেন- This bold announcement shook the Bengal Congress to its very foundations. Many of the Congress leaders violently opposed it and started a campaign against Mr. Das.

তিনি আরো একটু অগ্রসর হয়ে বলেছেন- "It is a matter for regrate that after he died, some of his followers assailed his position and his declaration was repudiated. The result was that the Muslims of Bengal moved away from the Congress and the first seed of Partition was sown."

তাহলে উপমহাদেশ বিভক্ত হত না

জনাব স্পীকার, আমি সবিনয়ে আরজ করতে চাই কংগ্রেসের রাজনীতি যদি সাম্প্রদায়িকতামুক্ত হত, তাহলে এই উপমহাদেশ বিভক্ত হত না। রাজীব গান্ধী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছিলেন, যা তিনি করতে পারেন নাই। সেই নির্বাচনের প্রচারাভিযান তিনি শুরু করেছিলেন অযোধ্যা থেকে এবং রাম-রাজত্ব কায়েম করার কথা বলে। ভারতীয় সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর লক্ষ্য এখন দিল্লী জামে মসজিদের দিকে, অন্যান্য দিকেও তারা দৃষ্টি দিচ্ছে। আজকে অনেকেই বিজেপি'র কথা বলছেন। বিজেপি নাকি ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করে। বিজেপি'র অঙ্গ সংগঠন শিবসেনার নেতা কী বলেছেন, সেটা আপনার অনুমতি নিয়ে আমি একটু পড়তে চাই। শিবসেনা নেতা বলেছেন—"মসজিদ ভেঙ্গেছি। ভারত হবে রামরাজ্য।"

এই কথা বলে আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে বাংলা বাজার পত্রিকা উদ্ধৃত করেছে যে, শিবসেনা বাবরী মসজিদ ভেঙ্গেছে, এজন্য তারা অনুতপ্ত নয়। শিবসেনা নেতা বাল থ্যাকারে কলিকাতার আনন্দবাজার পত্রিকাকে তথ্য দিয়ে বলেছেন এটা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত কাজ এবং মসজিদ ভাঙ্গা অনিবার্য ছিল।

বাল থ্যাকারে ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র করার পক্ষে মত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যে, তার স্বপ্নের হিন্দু রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে ধর্ম নয়, জাতীয়তাবাদ। তিনি বলেন, প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান ও বাংলাদেশে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে ঘোষণা করলেও ভারতে সেটা করা সম্ভব নয়। কারণ, ভারতের বৈশিষ্ট্য আলাদা। এখানে ভারতের ভিত্তি হওয়া উচিত ধর্মের বদলে জাতীয়তাবাদ। বিজেপি বলেন, কংগ্রেস

www.bjilibrary.com

বলে, তাদের রাজনৈতিক আদর্শ বর্ণবাদী হিন্দু প্রভাবিত সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদ। রামরাজত্বের কথা তারা নিজেরাই বলেছে। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এক নয় কেন? শিবসেনা নেতা, বিজেপি নেতা, তারা জানে যে হিন্দু ধর্ম আর ইসলামের মধ্যে পার্থক্য আছে। ইসলাম আজকের দিনে আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উদ্ভাবন করছে। Modern Socio-Economic upliftment -এর ব্যাপারে প্রস্তাব উপস্থাপনা করছে। কিন্তু হিন্দু ধর্মের পক্ষ থেকে কোন পন্ডিত দাবী করে নাই যে, হিন্দু ধর্মের ভিত্তিতে Modern Economy গড়ে উঠতে পারে। কোন হিন্দু পন্ডিত দাবী করে নাই যে, Modern Political System হিন্দু ধর্মের ভিত্তিতে হতে পারে। অতএব, তাদের ভিত্তি হচ্ছে হিন্দু বর্ণবাদী সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদ, এছাড়া আর কিছু নয়।

আমরা শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানে বিশ্বাস করি

জনাব স্পীকার, বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আমরা আসতে চাচ্ছি। হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টান নির্বিশেষে আমরা যারা বাংলাদেশের মানুষ, আমরা শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানে বিশ্বাসী এবং ইসলামী আদর্শের কারণেই আমরা এদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ন রাখতে পেরেছি এবং রেখে এসেছি। বাংলাদেশে যা কিছু ঘটেছে, তা মূলত ভারতে বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার বিরূপ প্রতিক্রিয়া। এক শ্রেণীর মানুষ এই প্রতিক্রিয়ার সুযোগ গ্রহণ করেছে। আমরা অমুসলিমদের প্রতি কোন রকম অন্যায় আচরণ করাকে গর্হিতকর কাজ বলে মনে করি প্রধানত ইসলামের শিক্ষার ফলে। কারণ ইসলামে এটা নিষিদ্ধ। দ্বিতীয়ত আমরা বিশ্বাস করি, এখানে একজন হিন্দুর ক্ষতি হলে ভারতে হাজার হাজার মুসলমানের ক্ষতি হতে পারে।

তৃতীয়ত, আমরা এটাও বিশ্বাস করি, এখানে ব্যাপক কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হলে সেই সুযোগে ভারতের জন্য এখানে কোন সামরিক অভিযানের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। এজন্য বাংলাদেশের মানুষ বিশেষ করে মুসলিম জনগণ, আলেম-উলামা, ইসলামী দল, ইসলামী সংগঠন সকলেই এ ব্যাপারে সজাগ সচেতন। যাতে করে এখানে কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হতে না পারে। এরপরেও কিন্তু ঘটনা ঘটেছে। আমি বলব না কিছুই ঘটেনি। সেগুলি কারা ঘটিয়েছে, কি ভাবে ঘটেছে, কি জন্য ঘটেছে এটা অবশ্যই তদন্ত হওয়া দরকার। এজন্য আমি কিছু ক্ষতিপূরণের দাবী করতাম, ক্ষতিপূরণের আশায় হিন্দুর দোকানে হিন্দু ব্যবসায়ীদের অগ্নিসংযোগের খবর যদি প্রকাশ না হত, মন্দির ভাঙ্গতে গিয়ে আরো তিনজন হিন্দু যুবককে গ্রেফতারের ঘটনা যদি না ঘটত, মন্দিরে অগ্নিসংযোগের দায়ে গ্রেফতারকৃত তিনজন তরুণ যদি হিন্দু না হতো। একজন মাননীয় সংসদ

www.bjilibrary.com

সদস্য এদেশে যা কিছু ঘটেছে তার উপর একটি বই করে human rights organization এ পাঠাবার একটা হুমকি দিয়েছেন।

মাননীয় স্পীকার, আপনি নাম নিতে মানা করেছেন, আমি নাম নিতে চাই না। কিন্তু মাননীয় স্পীকার, এ ব্যাপারে আমি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুক্তি বাহিনীর সর্বজন শ্রদ্ধেয় সর্বাধিনায়ক এম, এ, জি, ওসমানী মরহুমের ৮১ সালের একটি বক্তৃতা থেকে একটি উদ্ধৃতি আপনার অনুমতি নিয়ে পাঠ করতে চাই। প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জেনারেল এম, এ, জি, ওসমানী আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকার সময় শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিলের পরিবর্তে সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি গ্রাস করার দায়ে আওয়ামী লীগারদেরকে অভিযুক্ত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, এমন কি বর্তমান আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য মিষ্টার সুধাংশু শেখর হালদারও শত্রু সম্পত্তি দখল করেছেন। জেনারেল এম, এ, জি, ওসমানী সিলেটের মুকুল প্রভা নাম্নী এক বৃদ্ধা মহিলার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, কিছু সংখ্যক আওয়ামী লীগার তার সম্পত্তি দখল করে নেয়। মহিলা তার সম্পত্তি উদ্ধারের প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হন। তিনি আরো বলেন, এমনকি তদানীন্তন আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা উক্ত মহিলাকে সাহায্য করতে ব্যর্থ হন। এই ধরনের ঘটনা অতীতে যেমন ঘটেছে আজও ঘটতে পারে।

হাইকমিশনে খোঁজ নিলেই বন্ধুরা টের পেতেন

মাননীয় স্পীকার, আদভানীর সাথে নিজামীর তুলনা করা হয়েছে এবং ইন্ডিয়া সফরের কথা বলা হয়েছে। আমার বন্ধুরা ইন্ডিয়া হাই কমিশনে খোঁজ নিলে টের পেতেন, আমি ইন্ডিয়া সফরের জন্য ভিসার জন্য আবেদন করেছিলাম কিনা? ভিসা আমি পেয়েছিলাম কিনা, নাকি আমি বিনা ভিসায় সফর করেছি? গণতন্ত্রে যারা বিশ্বাসী, শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের জন্য পারস্পরিক আলাপ-আলোচনাকে তারা কেউ নিন্দনীয় মনে করতে পারে না। জামায়াতের নেতৃবৃন্দ ইন্ডিয়াতে গিয়েছিলেন এবং প্রকাশ্যে গিয়েছিলেন— গোপনে নয়। সরকারী দলের সাথে আলোচনা করেছেন, বিরোধী দলের সাথেও আলোচনা করেছেন,আদভানীর সাথে আলোচনা করেছেন এই কথাটা সত্য নয়। জামায়াতের নেতারা একবার ভারতে গেলে দোষ হয়, যারা মাসে মাসে এমন কি ঈদ পর্যন্ত করতে যান তাদের দোষ হয় না? তার অর্থ কি তারা নিজেদের বাড়ীতে বেড়াতে যান?

সবাই এর অনুসারী ছিলেন

জনাব স্পীকার, একজন বলেছেন, সাম্প্রদায়িকতার উৎস হল দ্বি-জাতি তত্ত্ব। দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিপরীতটাই হল সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদ। যিনি দ্বি-জাতি তত্ত্বকে

www.bjilibrary.com

দায়ী করছেন, তিনি সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী কিনা এ ব্যাপারে আমাদের মনে প্রশ্ন থেকে যায়।

মাননীয় স্পীকার, আমরা সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছি, তাই একটু সময় বোধহয় পেতে পারি। আমি এই প্রস্তাবটির উপসংহার টানার অনুমতি চাচ্ছি।

গাছ কাটলে গায়ে পড়ে, আকাশে থুথু দিলে গায়ে পড়ে, এই তত্ত্বটি মনে রাখা উচিত ছিল। দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতেই মরহুম শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক লাহোর রেজুলেশন মুভ করেছিলেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মরহুম এই দ্বিজাতি তত্ত্বের অনুসারী ছিলেন, মওলানা ভাসানী মরহুম এর অনুসারী ছিলেন, মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগিশ এর অনুসারী ছিলেন, মরহুম নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এর অনুসারী ছিলেন। আজকের আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগ থেকে আওয়ামী মুসলিম লীগ, তারপরে আওয়ামী লীগ, তারপরে বাকশাল, তারপরে আবার আওয়ামী লীগ, এ ইতিহাস ভুলে গেলে চলবে না। আজকের বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখা এই দ্বিজাতি তত্ত্বের ফসল। দ্বিজাতি তত্ত্বকে অস্বীকার করার অর্থ বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখার ভিত্তিকে অস্বীকার করা। অতএব, দায়দায়িত্বহীন বক্তব্য আমাদের না রাখা উচিত।

আমাদের বিরুদ্ধে কোন ক্রিমিনাল অফেন্স নেই

একাত্তরের সাথে মিলিয়ে এখানে জামায়াতে ইসলামীকে নিন্দা করা হয়েছে। আজকে একাত্তর আসার কথা ছিল না। একাত্তরের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে হাজার বার সমালোচনা করুন আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ক্রিমিনাল অফেন্স, হত্যা, ধর্ষণ, লুন্ঠন, অগ্নিসংযোগের অভিযোগ আমাদের একজনের উপরেও আনতে পারেননি। তাই আজকে সেই কথা বলার অবকাশ নেই। তবুও আমি ধন্যবাদ দেই যে, এই আলোচনা এনে তাঁরা আমাদের উপকার করেছেন। তাঁরাই স্বীকার করেছেন যে, নব্বইয়ে এবং এবারের মন্দির ভাঙ্গার ঘটনায় জামায়াতে ইসলামী জড়িত নয়। তারপরেও যদি একাত্তরের সাথে এবারের ঘটনার তুলনা করেন, তাহলে নতুন প্রজন্ম বুঝতে বাধ্য হবে ৯০ ও ৯১-এ জামায়াতের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অভিযোগ যেমন অসত্য, '৭১ এর অভিযোগও তেমনি ভিত্তিহীন।

[২০-০১-৯৩]

www.bjilibrary.com

অধ্যাপক গোলাম আযম প্রসংগ -এক

মাননীয় স্পীকার, অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবকে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর নির্বাচিত করাকে কেন্দ্র করে যে মুলতবী প্রস্তাবের আলোচনা হচ্ছে, আমি মনে করি এটা সকলের জন্য দুঃখজনক। এ ব্যাপারে আইনগত প্রশ্ন যারা তুলেছেন, আমি মনে করি, তারা যদি সুপ্রীম কোর্টের আশ্রয় নিতেন, তাহলে সংসদের পরিবেশকে কোন অবস্থায় হয়ত বা উত্তপ্ত বা ক্ষুণ্ন করার মত পরিস্থিতি আমাদের দেখতে হত না।

জন্মসূত্রে তিনি নাগরিক

মাননীয় স্পীকার, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ একটি স্বীকৃত রাজনৈতিক দল। Grass root level পর্যন্ত এর সংগঠন আছে। সংসদে জামায়াতের বিশ জন সদস্য নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। জামায়াত গত নির্বাচনে একচল্লিশ লক্ষেরও অধিক ভোট পেয়েছে। এই জামায়াতে ইসলামীর সদস্যগণ তাদের নিজস্ব গঠনতন্ত্র অনুযায়ী অত্যন্ত গণতান্ত্রিক উপায়ে সদস্যদের মধ্য থেকে একজন নেতা নির্বাচিত করেছেন।

এনিয়ে প্রশ্ন উঠেছে । তাঁর নেতা নির্বাচন হওয়াটা কি নাগরিকত্বের কারণে আপত্তিকর, না কি ১৯৭১ এর ভূমিকার কারণে আপত্তিকর? নাগরিকত্বের কারণে যদি আপত্তিকর হয়, তবে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য আমরা তাঁকে নাগরিক মনে করি, তিনি নিজেকে নাগরিক মনে করেন এবং দেশের আইনের ভিত্তিতে তিনি নাগরিক। জন্মসূত্রেই তিনি এদেশের নাগরিক। নাগরিকত্ব খোদা প্রদত্ত।

এব্যাপারে আইনগত দিকের কথা অন্যান্য সদস্যগণ বলেছেন। আমি সেদিকে যেতে চাই না। বাস্তবে তাঁর নাগরিকত্ব এদেশের সকল মহলে স্বীকৃত।

মাননীয় স্পীকার, ১৯৮৬ সালে সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনি এদেশে কিভাবে আছেন? তিনি জবাব দিয়েছিলেন: আমি নাগরিক হিসেবে আছি।

১৯৮৮ সালে তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছিলেন, আমি জন্মগতসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক। আমার জানা মতে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ করা হয়নি। এবারে যে নির্বাচন হয়ে গেল এই নির্বাচনেও তিনি ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন তাঁর নিজ বাসভবন থেকে। তাঁর বাসায় আওয়ামী

www.bjilibrary.com

লীগের পক্ষ থেকে ভোটার স্লিপ পাঠানো হয়েছে। আবার বি. এন. পির পক্ষ থেকেও তাঁর বাসায় ভোটার স্লিপ পাঠানো হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, আসলে এই বিষয়টি যতটা আইনগত নয়, তার চেয়ে বেশী রাজনৈতিক। আমার সম্মানিত বন্ধুগণ অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব সম্পর্কে অনেক অভিযোগ করেছেন। বিশেষ করে আওয়ামী লীগের সদস্যরা। আওয়ামী লীগ সুদক্ষ, সুকৌশলী ও সুনিপুণ রাজনীতিবিদদের সমন্বয়ে গঠিত একটি দল। স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনৈতিক নেতৃত্ব তারা দিয়েছে। অতএব, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিচার করার ব্যাপারে তাদের পূর্ণ আন্তরিকতা ছিল, নিষ্ঠা ছিল। তারা বিচারের ব্যাপারে অত্যন্ত সিরিয়াস ছিলেন, সিনসিয়ার ছিলেন। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পরও ৪টি অভিযোগের কথা বন্ধু তোফায়েল আহমদ সাহেব বলেছেন। ঐ চারটি অভিযোগ তারা সাধারণ ক্ষমার আওতায় আনেন নাই। এর একটা অগ্নিসংযোগ, একটি হত্যা, একটি ধর্ষণ, আর একটি লুট-তরাজ।

কোন মামলা নেই

মাননীয় স্পীকার, আমার বন্ধুরা সাড়ে তিন বছর ক্ষমতাসীন থাকাকালে অধ্যাপক গোলাম আয়মের বিরুদ্ধে এই চারটি অভিযোগের কোন একটি অভিযোগের ভিত্তিতে বাংলাদেশের চারশত ষাটটিরও বেশী থানার কোন একটিতেও মামলা দায়ের করা হয় নাই।

যে অর্ডারের বলে তাঁর নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছে, সেই অর্ডারে যুদ্ধ অপরাধের মত কোন কথার উল্লেখ নাই। নাগরিকত্ব বাতিলের এই আদেশটি শুধুমাত্র গোলাম আযমের জন্য নয়। প্রথম কিস্তিতে ২৯ জন, এরপর সব মিলে ৮৩ জনের জন্য এই অর্ডার দেওয়া হয়। তার মধ্যে সবাই জামায়াতে ইসলামীর ছিল না। শতকরা ১০ ভাগও হবে না। আমি বন্ধুদের বিবেকের কাছে জিজ্ঞাসা করি, আজ সব দায়দায়িত্ব এক গোলাম আযমের উপর আর জামায়াতে ইসলামীর উপর চাপানো হচ্ছে কেন ?

জনাব তোফায়েল আহমদ বলেছেন, চারটি অভিযোগের সংগে যারা জড়িত, তাদের ক্ষমা করা হয় নাই, ৩৭ হাজার লোক জেলে গিয়েছিল। তাদের মধ্য থেকে ৪ হাজার লোককে আটক রাখা হয়েছিল। অনেকে হয়ত মনে করতে পারেন এই চার হাজার আমাদের লোক। বস্তুত ওর একজনও আমাদের নয়। আমাদের বিরুদ্ধে তখন একটি অভিযোগও আনা সম্ভব হয় নাই। আজকে যে মুলতবী প্রস্তাব আনা হয়েছে, এটাও একটি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই আনা হয়েছে। এই মুলতবী প্রস্তাব এভাবে সংসদে আসার কোন দরকার ছিল না।

www.bjilibrary.com

এটার একটি সুযোগ সরকারী দল নিয়েছে। কারণ এভাবে আলোচনা হওয়ার ফলে বিরোধী দলের মধ্যে Division এর সৃষ্টি হচ্ছে। আমি বুঝতে পারি না, ২জন রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী ভোটের জন্যে যার সাথে দেখা করেন, তারপরও সেই ব্যক্তির নাগরিকত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে কিভাবে? এটা বিবেকসম্মত বিবেচনা নয়।

মাননীয় স্পীকার, আজ এই সংসদে আমরা যেভাবে রাজনীতিতে জড়িত কোন একজনকে নানা অভিযোগে অভিযুক্ত করছি, তা কাম্য নয়। এ রাজনীতি ক্ষুধা, দারিদ্র ও বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত জনগণের কাম্য নয়। এ রাজনীতি জনগণের জন্য কল্যাণকর নয়। তাই আমি সকলের কাছে আহবান জানাই, আসুন সত্যিকার অর্থে এ সংসদকে জনগণের কাজে লাগানোর জন্য ক্ষুধা, দারিদ্র, বেকারত্বের অভিশাপ থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করার জন্য আমরা কিছু উপহার দেওয়ার চেষ্টা করি।

[১২-০১-৯২]

www.bjilibrary.com

অধ্যাপক গোলাম আযম প্রসংগ-দুই

মাননীয় স্পীকার, গত কয়েকদিন আমরা আলোচনা করে আসছি দিনের কার্যসূচীতে নির্ধারিত একটি বিষয়ের উপর। আলোচনা করছি, অধ্যাপক গোলাম আযমের বাংলাদেশে অবস্থান ও গণ-আদালত সম্পর্কিত বিয়য় নিয়ে।

অধ্যাপক গোলাম আযমের অবস্থানকে কেন্দ্র করে সরকার তাকে গ্রেফতার করেছেন, আটকাদেশ দিয়েছেন। গ্রেফতারের আগে তাকে একটি শো-কজ নোটিশ দেয়া হয়েছিল, যে নোটিশে তার অবস্থান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। নোটিশের জবাব দেয়ার পর জবাব সন্তোষজনক মনে না করে তাঁকে আটক করা হয়েছে। আটকাদেশটি দেয়া হয়েছে ফরেনার্স এ্যাক্টের ভিত্তিতে। সেই এ্যাক্টকে চ্যালেঞ্জ করে অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের পক্ষ থেকে রীট পিটিশন দাখিল করা হয়েছে। মাননীয় আদালতের পক্ষ থেকে রুল জারী করা হয়েছে।

সেই পিটিশনের একটি অংশে উল্লেখ করা হয়েছে :

"For that the petitioner being a bonafide citizen of Bangladesh by birth, the Foreigner's Act has no manner of application to him and therefore the order of detention is unlawful and unconstitutional."

বিষয়টি সাবজুডিস

মাননীয় স্পীকার, এই রীটের পর গোলাম আযম ইস্যু সম্পূর্ণরূপে এখন আদালতের বিবেচনাধীন। অতএব বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে এখন sub judice.

জনাব স্পীকার, আমাদের এই মহান সংসদ যে Rules of Procedure অনুসরণ করে চলছে তার ১৪৮ (৮) বিধিতে রয়েছে :

"ইহা বাংলাদেশের যে কোন অংশে আওতাসম্পন্ন কোন আইন-আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় সম্পর্কিত হইবে না।"

৪৯ বিধির একটা অংশে আছে, স্পীকার আলোচনা allow করতে পারেন বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন বিষয়কে প্রভাবিত করবে না এই দিকটি নিশ্চিত করার পর।

'কাউলের' বইয়েও উল্লেখ করা হয়েছে যে, পার্লামেন্ট সার্বভৌম, freedom of speech-এর কারণে যদি আলোচনা অনুমোদন করা হয়, তাহলে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, এই আলোচনা যাতে আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয়কে প্রভাবিত না করে।

www.bjilibrary.com

'মে'-র পার্লামেন্টারী প্রাকটিসের দৃষ্টিতেও এখন বিষয়টি sub judice.

কিন্তু যে ধারায় এ বিষয়ে সংসদে আলোচনা হচ্ছে তা নিঃসন্দেহে আদালতকে প্রভাবিত করবে।

জনাব স্পীকার, দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমরা চাই আমাদের আদালত পূর্ণ স্বাধীন হোক, কিন্তু এখানে পারিপার্শ্বিকতা আদালতকে প্রভাবিত করে। আদালতের সম্মানিত বিচারকবৃন্দ বিব্রতবোধ করেন। আদালতের সম্মানিত বিচারকবৃন্দ বিব্রতবোধ করতে পারেন, যদি বিষয়টি এমন হয় যে স্বাধীনভাবে ন্যায় বিচার করার পথে কোন বাধা আছে বলে তিনি অনুভব করেন। আদালতে বিচারাধীন একটি বিষয় এই পার্লামেন্টে আলোচনা নিঃসন্দেহে কোন ভাল উদাহরণ স্থাপন করছে না। আমরা যে বিধি অনুসরণ করছি, সেই বিধির ভিত্তিতে আমি আমার এই আপত্তি রেকর্ড করে আমার কথা শুরু করতে চাই।

মাননীয় স্পীকার, সম্মানিত সংসদ সদস্য বিজ্ঞ আইনজীবী মিঃ সুধাংশু শেখর হালদার গোলাম আযম সাহেবের নাগরিকত্ব প্রসঙ্গে সংসদে কিছু তথ্য দিয়েছেন। আমি খুবই খুশী হতাম, যদি তিনি তথ্যটা পরিপূর্ণরূপে দিতেন।

সংসদের বিগত অধিবেশনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, তাতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, অধ্যাপক গোলাম আযম পাকিস্তানী নাগরিকত্ব বর্জন করেছেন এবং তিনি বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়েছেন। মিঃ হালদার তার উল্লেখ করেননি।

এমনিভাবে সাবেক সরকার ১৯৮৬ সালে একটি 'শো কজ' নোটিশ দিয়েছিলো। এটা তিনি পড়েছেন। কিন্তু এই 'শো কজ' নোটিশের জবাবটা গোলাম আযম সাহেব কী দিয়েছিলেন এটা তিনি উল্লেখ করেননি। এর জবাবে গোলাম আযম সাহেব বলেছিলেন, আমি এই দেশে আছি বাংলাদেশের জন্মগত নাগরিক হিসাবে। ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৯০ সালের ৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত যে সরকারই ক্ষমতায় থাকুন, গোলাম আযম সাহেবের এই জবাবের পর তারা নীরব ছিলেন। এই নীরবতা সম্মতির লক্ষণ। এটাই ন্যায় বিচারের দাবী বলে আমি মনে করি।

জনাব স্পীকার,আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আওয়ামী লীগের সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর প্রতি।

আওয়ামী লীগ বিচার করেছে

একটু আগে সংসদ সদস্য জনাব শাজাহান ওমরের এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, আওয়ামী লীগ সরকার গোলাম আযমের বিচার করেছে এবং এটা একটা মহা সত্য কথা। বিচার তাঁরা করেছেন এবং বিচারে যতটুকু যাওয়া সম্ভব ততটুকু তাঁরা

www.bjilibrary.com

গিয়েছেন। ১৯৭৩ সালে কয়েক কিস্তিতে ৮৩ জনকে নাগরিক হিসাবে disqualify করা হয়েছে। প্রবীণতম সংসদ সদস্য জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরীও কোন এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, বিচার তো একবার হয়েছে, বিচার তো দুইবার হয় না। নাগরিকত্বকে disqualify করে তাঁরা বিচার করেছেন। বিচারে যদি আরও কিছুদূর যাওয়ার সুযোগ থাকতো অবশ্যই তারা যেতেন। কারণ বিচারের ব্যাপারে তখন তাঁরা serious ছিলেন।

মাননীয় স্পীকার, আমাদের জানামতে নাগরিকত্বের ব্যাপারে ৮৩ জনের জন্য যে সিদ্ধান্ত ছিল তাতে গোলাম আযমের ব্যাপারে আলাদা কোন অর্ডার ছিল না, আলাদা কোন অভিযোগও ছিল না। একই অভিযোগে ৮৩ জনের নাগরিকত্ব গিয়েছে। তাদের কয়েকজনের নাগরিকত্ব আওয়ামী লীগ সরকারই ফিরিয়ে দিয়েছিল পরে।

এছাড়া সাড়ে তিন বছরে গোলাম আযমের বিরুদ্ধে আলাদা কোন 'প্রসিডিংস ড্র' করা হয়েছে বলে এখনও পর্যন্ত আমাদের সামনে কোন প্রমাণ নাই।

এরপর এখানে কথা হয়েছে যুদ্ধ-অপরাধী হিসাবে বিচারের বিষয়ে। Auxilary force এ তিনি পড়েন কিনা সে প্রশ্নও তোলা হয়েছে। আইনের এই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে আমি যেতে চাই না। শুধু এতটুকু বলতে চাই যে, যদি গোলাম আযম সাহেব কোন পর্যায়ে যুদ্ধাপরাধীর সংজ্ঞায় পড়তেন, তাহলে অবশ্যই ঐ ১৯৫ জনের সাথে তাঁর নামটাও অন্তর্ভুক্ত করা হত।

মাননীয় স্পীকার, আর্মির বাইরে সিভিলিয়ানদেরও যদি যুদ্ধাপরাধী হিসাবে তালিকাযুক্ত করা যেত, আওয়ামী লীগের বিজ্ঞ আইনজীবীগণ যদি এতে convinced হতেন, তাহলে তাদের সাড়ে তিন বছরের শাসন আমলে সিভিলিয়ানদের মধ্য থেকে যাদের যুদ্ধাপরাধী হিসাবে বিচার করা যায়, তাদের তালিকাও তারা প্রস্তুত করতেন। রাজাকারদেরকে তারা জেলে নিয়েছিল। ৩৭ হাজার ব্যক্তি কারাগারে ছিল। তাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তিকে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে বলে কোন প্রমাণ নাই।

জনাব স্পীকার, যুদ্ধাপরাধীকে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় দেশে ধরে আনা হয়। গোলাম আযম সাহেবকে যদি তারা যুদ্ধাপরাধী মনে করতেন, তবে ১৯৭৮-এ বাংলাদেশে আসার কারণে মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে তারা দোষী করতেন না। তাকে মোবারকবাদ দিয়ে তার কাছে দাবী করতেন যে, তার বিচার করা হোক। এই সংসদেও জিয়াউর রহমানকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে- তিনি কেন বাংলাদেশে তাকে ফিরিয়ে আনলেন?

www.bjilibrary.com

মাননীয় স্পীকার, '৭৯-র সংসদেও বর্তমান সংসদের অনেকেই সদস্য ছিলেন। সেখানে 'যুদ্ধাপরাধী হিসাবে গোলাম আযম সাহেবকে বিচার করা হউক' - এ দাবী তোলা হয়েছিল বলে কোন প্রমাণ নেই। বন্ধু শাজাহান সিরাজ সাহেব তখন অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু যুদ্ধাপরাধী হিসাবে কিছু বলেছেন বলে আমার জানা নেই।

১৯৮৬ থেকে ১৯৮৭-র ডিসেম্বর পর্যন্ত একটা পার্লামেন্ট ছিল। এই সংসদে গোলাম আযম সম্পর্কে কোন একটা কথা উচ্চারিত হয়েছে বলে রেকর্ড পাওয়া যায়নি। আমরাও মনে করি এখন গোলাম আযম সাহেবের বিষয়টি সর্বোচ্চ আদালতে বিচারাধীন। আদালতের যেকোন চূড়ান্ত রায় মেনে নিতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু এখন পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে বিচার করার মত কোন অভিযোগ নেই। যাঁরা এখানে কথা বলছেন তাঁরা কোন অভিযোগ দায়ের করছেন বলে কোন প্রমাণ আমাদের কাছে আসেনি।

সেই সাথে আমি আর একটি কথা বলতে চাই। গোলাম আযম সাহেব সম্পর্কে আর একটা অভিযোগ আনা হয়েছে যে, তিনি বাইরে থাকা অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার কমিটি গঠন করেছিলন। এ কথাগুলো একেবারেই অসত্য।

গোলাম আযম তো দূরের কথা। জামায়াতে ইসলামীর কোন সমর্থকও এ ধরনের কোন কাজে জড়িত ছিলেন না। তিনি লন্ডনে বসবাস করেছেন। যে সমস্ত লোকেরা এই প্রতিষ্ঠান গঠন করেছিলেন তাদের সাথে তিনি টেলিফোনেও কোন কথা বলেননি।

মাননীয় স্পীকার, আমরা জানি কিছু লোক পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার কমিটি গঠন করেছিলেন। তাদের সাথে জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতির আগেও সম্পর্ক ছিল না, পরেও কোন সম্পর্ক ছিল না। তাদের সাথে গোলাম আযম সাহেব টেলিফোনেও কোন কথা বলেননি। তাঁর সম্পর্কে যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে এগুলো প্রমাণ সাপেক্ষ।

মাননীয় স্পীকার, সংসদ-সদস্য নাসিম সাহেব বলেছেন, মেহেদী হাসান নামে তাঁর এক ছেলের নামে বাড়ী আছে। তাঁর ৬টি ছেলের মধ্যে কারোর নাম মেহেদী হাসান নয়।

গণআদালত প্রসংগে

মাননীয় স্পীকার, আমি গণআদালত সম্পর্কে দুটি কথা বলতে চাই। গণআদালতের নামে গত রমযান মাসে যা কিছু হয়েছে, দেশকে যে দিকে নিয়ে যাওয়ার একটা অশুভ পাঁয়তারা হয়েছে, তার দায়িত্ব সরকার এবং সরকারের কাছাকাছি যাদের অবস্থান, তাদের নেওয়া উচিত নয়। আজকে এটি সরকারের

www.bjilibrary.com

জন্য বিব্রতকর। কালকে যদি অন্য বন্ধুরাও ক্ষমতায় যান তাদের জন্যও এই ধারা ও দৃষ্টান্ত বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। দেশের প্রতি, জাতির প্রতি যাদের দায়-দায়িত্ব আছে, তারা আইনকে হাতে তুলে নেওয়ার মত এই কাজ করতে পারেন না। আওয়ামী লীগ তাদেরকে উৎসাহিত করেছে, সংসদে তাদের রায় বাস্তবায়নের কথা বলে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। কিন্তু মাননীয় স্পীকার, এই আদালতের উদোক্তারা গোটা রমযান মাসে কি করেছেন গোটা দেশবাসী তার সাক্ষী।

গণআদালতকে সরকার বেআইনী বলেছে। দেশের বিজ্ঞ আইনজীবীগণও বেআইনী বলেছেন। আজকে বন্ধুরাও এটাকে আদালত এবং রায় হিসাবে বলতে চাচ্ছেন না এই কারণে।

মাননীয় স্পীকার, আমি আপনার মাধ্যমে সকলের কাছে আরজ করতে চাই দেশ এবং জাতির স্বার্থে। আইনের শাসন লংঘিত হয়, বিঘ্নিত হয় এমন কোন কর্মকান্ডের প্রতি আমাদের কারোর সমর্থন হওয়া উচিত নয়।

মাননীয় স্পীকার, এই পার্লামেন্টে আমরা এসেছি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে, জনগণের পক্ষে কথা বলার জন্যে। শতকরা ৮৫ ভাগ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে জীবনযাপন করছে। তাদের পক্ষে কথা বলার সুযোগ কি এখানে পাচ্ছি? দেড় কোটি মানুষ বেকার, তাদের পক্ষে কথা বলার সুযোগ এখানে পাচ্ছি?

ফারাক্কা আমাদের জন্য মরণ-ফাঁদ। আমি উত্তরাঞ্চলের মানুষ। আমি দেখছি রাজশাহী ও খুলনা বিভাগ মরু অঞ্চলে পরিণত হচ্ছে। এটি এই সংসদের পঞ্চম অধিবেশন। প্রথম অধিবেশন থেকে ৬২,৬৮ ও ৭১ বিধির আওতায় ফারাক্কার অভিশাপ সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ চেয়েছি। পাই নাই। অথচ আজ একজন ব্যক্তিকে নিয়ে আমরা গত অধিবেশনের দুই দিন আলোচনা করেছি, এবার চার দিন আলোচনা করলাম।

এই ব্যক্তি সম্পর্কে বন্ধুরা যা বলেছেন যদি তা সত্য হয় এবং তাঁরা তা বিশ্বাস করেন, তাহলে এই ব্যক্তিকে এত গুরুত্ব দেওয়ার বা ভয় পাওয়ার তো কোন কারণ ছিল না। জনগণই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করত। আমার মনে হয় ব্যাপারটি ভিন্ন। তাঁকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে Factor মনে করে তাঁর ব্যক্তিত্বকে মোকাবিলার সৎ সাহস না থাকার কারণে ঘন্টার পর ঘন্টা এইভাবে সংসদের সময় নষ্ট করা হচ্ছে।

[১৬-০৪-৯২]

www.bjilibrary.com

সরকারের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের উপর আলোচনা

মাননীয় স্পীকার, সংসদীয় গণতন্ত্রে উত্তরণের পর এক বছর পূর্তি লগ্নে সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা আসাটা ছোটখাটো ব্যাপার নয়। এটা যেমন সরকারের জন্য সহজ নয়, তেমনি এই সংসদের জন্যও ব্যাপারটা সুখকর নয়। এরপরও অনাস্থা এসেছে। সংবিধানে প্রটেকশন না থাকলে এই অনাস্থাকে কেন্দ্র করে সরকারের পতন অথবা মন্ত্রিসভার পরিবর্তনও হতে পারত। অবশ্য অনাস্থা যিনি মুভ করেছেন তিনি সরকারকে ভরসা দিয়েছেন, এটা 'ম্যাসেজ অব ওয়ার্নিং'। আলোচনার ধরন দেখেও তাই মনে হচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার, আমি মনে করি এই অনাস্থা প্রস্তাবের উপরে আলোচনাকে কেন্দ্র করে সরকার আত্মসমালোচনার অনেক খোরাক পাচ্ছেন। এই সমালোচনার মেরিটকে গ্রহণ করলে সরকারের উপকার হবে বলে আমি মনে করি। এই জন্য আমি প্রথমেই বলতে চাই যে, অনাস্থা প্রস্তাব আনার মাধ্যমেও বিরোধী দলের পক্ষ থেকে সরকারকে পরোক্ষভাবে হলেও মনে হয় সহযোগিতাই করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, এজন্য আমি আপনার মাধ্যমে সরকারের কাছে আহবান জানাব, শুধুমাত্র আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অতীতের কথা এনে আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণের ধারায় না গিয়ে আত্মসমালোচনার দিকে ধাবিত হলে তাঁরা নিজেরাও উপকৃত হবেন, দেশ এবং জাতিও উপকৃত হবে। আমি ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়ার একটি বক্তব্যের সূত্র ধরেই অগ্রসর হতে চাই। তিনি বলেছেন, এখানে সরকারী দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে, clear majority আছে, ১৭০ জন সদস্য আছে। এছাড়া সংবিধানের প্রটেকশান আছে। অতএব সংসদ সদস্যদের মধ্যে যাঁরা বিরোধী ভূমিকায় আছেন, তাঁরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে অনাস্থা move করলেও সরকারের পতনের তেমন আশংকা নেই। কিন্তু তাঁকে আমি নির্বাচনের ফলাফলকে সামনে আনতে বলব। যদিও নির্বাচনে বিএনপি ১৪০ টি আসন পেয়েছিল, প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। কিন্তু ভোটের পরিমাণটা খুব বেশী ছিল না। তারা এক কোটি ৫ লক্ষ ৭ হাজার ৫ শত ৪৯ ভোট পান। ভোটের পরিমাণ ছিল শতকরা ৩০.৮১। আওয়ামী লীগ পায় বাকশাল সহ ১ কোটি ৮ লাখ ৭৫ হাজার ৮ শত ৮০। জাতীয় পার্টি ৪০ লাখ ৬৩ হাজার ৫ শত ৩৭ এবং জামায়াতে ইসলামী ২১৮টি আসনে অংশগ্রহণ করে

www.bjilibrary.com

৪১ লাখ ৩৬ হাজার ৬ শত ৬১। এভাবে হিসাব করলে দেখা যাবে, majority জনগণের সমর্থন নিয়ে তাঁরা ক্ষমতায় এসেছেন-এই দাবী করার সুযোগ তাঁদের নেই। এর পর আমি বলব, তাঁদের সমর্থকরা যে রাজনৈতিক বিবেচনায় তাঁদেরকে ভোট দিয়েছিলেন, আজকে সেই বিবেচনার প্রতিফলন বি. এন. পি ঘটাতে পারছেন কিনা, তাদেরকে বিবেচনায় রাখতে হবে। যাদের থেকে দেশবাসী বাঁচার জন্য তাদেরকে ভোট দিয়েছিলেন, আজকে অন্যদের খুশী করতে গিয়ে ঐ জনতাকে তারা হতাশ করছেন কিনা, এ বিষয়টি তাদের বিবেচনায় রাখার জন্য আমি অনুরোধ করতে চাই।

বিএনপিকে সমর্থন কেন করেছি

মাননীয় স্পীকার, সরকার গঠনে জামায়াতে ইসলামী বিএনপি-কে সমর্থন দিয়েছিল। সেই ব্যাপারটি এখানে উঠেছে। আমি মনে করি, কোন দিক থেকেই তার সঠিক মূল্যায়ন হয়নি। সরকারী দল থেকে এক সময় বলা হয়েছিল আট আনা দিয়ে খেয়া পার হয়েছে। অন্যদিক থেকে অন্যভাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। আমি পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই, ৯ বৎসরের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফসল-১৯৯১ এর নির্বাচনের ফল ধরে রাখার জন্য, জাতিকে একটি রাজনৈতিক সংকট এবং সাংবিধানিক জটিলতা থেকে মুক্ত করার জন্য যে ভূমিকা পালন করেছিলাম, সেটা ছিল একটা ঐতিহাসিক ভূমিকা। জনগণের ভোটে যারা প্রথম হয়েছিলেন, তাদেরকে আমরা সমর্থন দিয়েছিলাম। জনগণের ভোটে যারা দ্বিতীয় হয়েছিলেন, তারা এবং চার মাস আগে গণআন্দোলনে যারা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন, তাদের সাথে মিলে আমরা একটা ভূমিকা নিলে সেটা দেশ, জাতি, দুনিয়া কিভাবে গ্রহণ করত আমার মনে হয় সকলে এই বিষয়টি মূল্যায়ন করতে সক্ষম।

মাননীয় স্পীকার, আমরা শুধু সরকার গঠনে বিএনপিকে সমর্থন দিয়েছি- ব্যাপারটিকে এভাবে চিন্তা না করে, আমরা এই সংসদ টিকিয়ে রাখার জন্য একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছি- এভাবে দেখলেই তার সঠিক মূল্যায়ন হবে।

সেদিন আমরা এই ভূমিকা পালন না করলে বিএনপি যেমন সরকার গঠনে সক্ষম হত না, তেমনি আজকে ১৭০ জনের এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবীও করতে পারত না এবং এই সংসদও হয়ত আজ থাকত না। আমরাও এই সংসদের সদস্য হয়ত থাকতাম না। অতএব, এই বিষয়টিকে স্বাভাবিকভাবে মূল্যায়নের জন্য আমি উভয় পক্ষকে অনুরোধ জানাতে চাই।

মাননীয় স্পীকার, অনাস্থা প্রস্তাব এসেছে সরকারের অসংখ্য ব্যর্থতার ফিরিস্তিকে

www.bjilibrary.com

সামনে রেখে। আমার মনে হয়, নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করতে গেলে সেইসব ব্যর্থতার বিরুদ্ধে সাফাই আমি গাইতে পারব না। আমাকেও বলতে হবে, এগুলো ব্যর্থতা। তবে এই সরকারের অনেক ব্যর্থতার মধ্যে একটা বড় সফলতা আছে। বিরোধী দলের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করে তারা অপজিশনকে অকার্যকর করতে পেরেছে। এটা কম কিছু নয়। এই পার্লামেন্ট একটি ব্যতিক্রম, এখানে শক্তিশালী বিরোধীদল ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, অপজিশনের মধ্যে ডিভিশন হয়ে আছে এবং এখানেই সরকারের সফলতা, এটা আমাকে স্বীকার করতেই হবে।

সরকারের বিরুদ্ধে এই অনাস্থা আনায় জনগণের মধ্যে এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না, আমি তা বলব না। কিন্তু সেই সাথে এই পথ ধরে গোটা সংসদের ব্যাপারেও জনমনে অনাস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এদেশের রাজনীতির ব্যাপারেও যারা সুস্থ চিন্তা করে, যারা শান্তিপ্রিয় মানুষ, তাদের মনে বীতশ্রদ্ধার সৃষ্টি হচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার, এই সংসদে নন-ইস্যুকে ইস্যু বানিয়ে, জাতীয় সমস্যা পাশ কাটিয়ে সরকারকে আমরা সহযোগিতা করছি কিনা, এব্যাপারেও আমাদের আত্মসমালোচনার প্রয়োজন আছে। জাতীয় মৌলিক ইস্যু ক্ষুধা, দারিদ্র, বেকরত্বের অভিশাপ থেকে এই জাতি কিভাবে নিষ্কৃতি পেতে পারে, সেই ব্যাপারে আমরা কত কর্মঘন্টা ব্যয় করেছি, আর যা আদৌ ইস্যু নয়, জনগণের দৃষ্টিতে যা আদৌ বিবেচনাযোগ্য নয়, তা নিয়ে কত ঘন্টা ব্যয় করেছি, জাতির বিবেচনায় তা অবশ্যই আছে।

মাননীয় স্পীকার, আপনার মাধ্যমে আমি এটা সকলকে স্মরণ করতে বলব। সরকারের উদ্দেশে আমি বলতে চাই, যারা ভোটার তাদের মনেও প্রশ্ন আছে। ফারাক্কা প্রশ্নে সরকারের যে ভূমিকা জনগণের সামনে আসছে, তাদের ভোটার এটা কামনা করে নাই। এমনিভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে আমাদের কি করতে হবে, প্রতিবেশী একটি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তা ডিক্টেট করা হচ্ছে। এটাও এই জাতি বিশেষ করে যারা বিএনপি-কে ভোট দিয়েছিল, তাদের কাম্য ছিল না।

মাননীয় স্পীকার, অনাস্থা প্রস্তাবে আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপারটি প্রাধান্য পেয়েছে। শিক্ষাংগনে সন্ত্রাসের ব্যাপারটিও প্রাধান্য পেয়েছে। একটি রাজনৈতিক দর্শন শিক্ষাংগনে, রাজনীতির অংগনে সশস্ত্র সন্ত্রাসের জন্ম দিয়েছে। এই রাজনৈতিক দর্শনটি হলো, রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস বন্দুকের নল। এই তত্ত্বে যারা বিশ্বাসী, সন্ত্রাসের আমদানী তারাই করেছে। আর ফ্যাসীবাদী মানসিকতা- আমি মিটিং করব, আর কাউকে করতে দেবো না, আমি মিছিল করব, আর কাউকে করতে

www.bjilibrary.com

দেবো না—এটা এই সন্ত্রাসের জন্ম দিয়েছে। এই দুটো রোগ থেকে আমরা মুক্ত হওয়ার চেষ্টা না করলে, সিদ্ধান্ত না নিলে, শুধু অনাস্থা প্রস্তাব এনে সমস্যার সমাধান হবে না।

গণআদালত, নির্মূল কমিটি আইন-শৃঙ্খলার অবনতির ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এ ব্যাপারে আমি এককভাবে কাউকে দায়ী করতে রাজী নই। এখানে আমি তিনটি শক্তির হাত দেখতে পাই। কে এটার জন্ম দিয়েছেন, কোথায় কিভাবে জন্ম হয়েছে, আমাদের জানা আছে। কে এটাকে মাঠে নামিয়েছেন, কে এটার ফসল ঘরে তোলার চেষ্টা করেছেন তাও জানি। সরকারের পক্ষ থেকে এই গণআদালতকে বেআইনী ঘোষণা করার পরও এদের কার্যক্রম চলতে থাকবে আর আমাকে স্বীকার করতে হবে, এদেশে সরকার আছে, আমি তা করতে অপারগ। তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার পর রাজনৈতিক চাপের মুখে 'মামলা তুলে নেওয়া হবে' বলার পরও কি স্বীকার করতে হবে, এখানে আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা আছে। সি, এম, এম, কোর্টে হামলাকারীদেরকে আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়নের সহায়ক মনে করতে আমি অক্ষম। তেমনি সি,এম,এম, কোর্টে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে যে সরকার অক্ষম, সেই সরকারের কার্যকারিতা আছে, এটা স্বীকার করতেও আমি অক্ষম।

মাননীয় স্পীকার, ১২টি জেলায় পূর্ব ঘোষিত আমার জনসভা বানচালের জন্য পাল্টা জনসভার ঘোষণা যারা দিলেন, তাদেরকে আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়নকামী হিসাবে স্বীকার করতে হবে, দুনিয়ার কেউ এটা মানতে পারে না। তেমনিভাবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে ১৪৪ ধারা জারী করে সরকার দায়-দায়িত্ব এড়াবেন, আর সেই সরকারের কার্যকারিতা আছে, আইন-শৃঙ্খলার উন্নতিসাধনে তাদের আন্তরিকতা আছে, আমি এটাও স্বীকার করতে অক্ষম। আমি কথা আর না বাড়িয়ে অনাস্থা প্রস্তাব সম্পর্কে আমার শেষ কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই।

পাতানো খেলা

মাননীয় স্পীকার, অনাস্থা প্রস্তাব প্রসঙ্গে আমি আমার অনুভূতি প্রকাশ করতে চাই। অনাস্থা যারা মুভ করেছেন, তারা এই ব্যাপারে কতটা সিরিয়াস আমি এটা বুঝতে পারি না। কারণ অনাস্থা Carry out করতে হলে বিরোধীদলের ঐক্য দরকার ছিল। আমাদের ২০ জন সদস্য আছেন। অন্তত প্রধান দুইটি দলের পক্ষ থেকে আমাকে এই ব্যাপারে এ্যাপ্রোচ করা হয় নাই। তাহলে আমাকে বুঝতে হবে হয়ত বা ঐদিক থেকে ৩০ জনের সমর্থন পাওয়ার তাদের সম্ভাবনা আছে।

www.bjilibrary.com

এই ব্যাপারে আমি কিছু জানিনা। না জানা বিষয়ে আমি মত দিতে পারি না। আর সমর্থন পেলে তার পরিণতি কি হবে? এই মন্ত্রিসভার পতন হলে কে প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন কার ভাগ্যে কোন্ পোর্টফলিও যাচ্ছে এই ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে এই প্রস্তাবে আমি অংশীদার হব কি করে?

সব কিছু আমার কাছে পরিষ্কার নয়। মাননীয় স্পীকার, এটার মধ্যে মধ্যরাতের সমঝোতার ফলো আপ আছে, আর কিছু নেই। মধ্যরাতের সমঝোতার যদি ফলো আপ হয়, তাহলে এটা পাতানো খেলা। এই সাজানো নাটকের অংশীদার হতে আমি অক্ষম।

[১২-০৮-৯২]

www.bjilibrary.com

রেডিও-টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন প্রসংগে

মাননীয় স্পীকার, বন্ধু রাশেদ খান মেনন উত্থাপিত প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনার শুরুতে আমি বলতে চাই, আজকে যে সংসদে দাঁড়িয়ে আমরা কথা বলছি, এ সংসদ গঠিত হয়েছে একটি সফল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে। যে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল স্বৈরাচারের অবসান ঘটিয়ে জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে জনমানুষের মৌলিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য এই সংসদের প্রথম দায়িত্ব হলো, সংসদকে সত্যিকার অর্থে কার্যকর ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করা এবং সংসদকে সরকারের জবাবদিহির ফোরামে পরিণত করা। সেই সাথে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিফলন ঘটানো।

মাননীয় স্পীকার, রাজনীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাক, গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হোক এটাই আমাদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত। সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশে রাজনীতিতে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হলে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে হলে সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দেশের প্রচার মাধ্যমে সঠিক খবর সঠিকভাবে পরিবেশিত হওয়া নিঃসন্দেহে জরুরী।

দেশে কি ঘটছে, সরকার কি করছে, কোথায় কি হচ্ছে তা যদি জনগণ সঠিকভাবে জানতে না পারে, তাহলে দেশের জনগণ রাজনীতিতে এবং শাসনব্যবস্থায় যথার্থভাবে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

দেশে এই কাংখিত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে দেশের সংবাদ মাধ্যমকে স্বাধীনভাবে সংবাদ পরিবেশনের যেমন সুযোগ দেওয়া দরকার, তেমনি স্বাধীনতার পাশাপাশি দায়িত্বশীলতাও গড়ে ওঠা দরকার।

মাননীয় স্পীকার, স্বাধীনতা এবং দায়িত্বশীলতা দুটো অংগাংগিভাবে জড়িত। যদি আমরা দেশের প্রচার মাধ্যমকে দায়িত্বশীল করে গড়ে তুলতে চাই, তাহলে তাদেরকে স্বাধীনতা দিতে হবে। আবার যদি দায়িত্বশীলতার পরিচয় কোন প্রতিষ্ঠান দিতে না পারে, তবে তাদের মাধ্যমে স্বাধীনতার অপপ্রয়োগ ও অপব্যবহার হওয়ার আশংকা আছে।

www.bjilibrary.com

রেডিও-টেলিভিশন তথা ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার প্রস্তাবকে আমি ব্যক্তিগতভাবে স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত, এতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এর পূর্বশর্ত হলো সংসদের যথার্থ মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া। সরকারকে সত্যিকার অর্থে দায়িত্বশীল হতে হবে। আজকে রেডিও-টেলিভিশনের ভূমিকা দেখে আমাদের মনে প্রশ্ন সৃষ্টি করেছে। ৬০-এর দশক থেকে স্বৈরশাসক ও গণ-বিরোধী সরকারের সৃষ্ট একনায়কত্বের অভিশাপ থেকে আজও রেডিও-টিভি মুক্ত হতে পারেনি। রাজনৈতিক ময়দান থেকে একনায়কত্বের অবসান যেমন অপরিহার্য তেমনি সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকেও এর অবসান অত্যাবশ্যক।

আমরা সফল গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এই সংসদে এসেছি। এই সংসদের মাধ্যমে আমরা যদি রাজনীতিকে স্বৈরাচারমুক্ত করতে সফল হই, রাজনীতিকে যদি সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হই এবং তার সাথে যদি আমরা পরবর্তী কাজগুলোতে হাত দেই, তাহলে সেটা স্বাভাবিক ও বিজ্ঞানসম্মত হবে এবং তার একটা স্থায়ী ফল আমরা ধরে রাখতে পারব।

মাননীয় স্পীকার, আমার বন্ধু এবং ছাত্র আন্দোলনে যাকে বড় ভাই হিসেবেই শ্রদ্ধা করতাম তিনি রেডিও-টেলিভিশনকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত করার দাবীর সাথে সাথে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের নামে এবং সেই সাথে ঐ অংগনের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করায় আমার মনে একটু আশংকা সৃষ্টি হয়েছে।

আমি মহান সংসদকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলতে চাই যে, এই সফল গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, ঐ প্রতিষ্ঠানটি এই নির্বাচনে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেনি। কোন দল বিশেষের পক্ষে এবং কোন দল বিশেষের বিপক্ষে ভূমিকা নিয়েছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলন সফল হওয়ার পর রেডিও-টেলিভিশনে যখন সকল রাজনৈতিক দলের খবর পরিবেশনের সূচনা হচ্ছিল, তখন বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দলের খবর পরিবেশনে বাধা সৃষ্টির উদ্যোগ তারা গ্রহণ করেছে। ঐ সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের চিন্তা-চেতনা এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জন-মানুষের আবেগ-অনুভূতি ও ঈমান-আকীদার পরিপন্থী।

মাননীয় স্পীকার, আপনার মাধ্যমে আমি এই মহান সংসদকে স্মরণ রাখতে

www.bjilibrary.com

অনুরোধ করব, আমার বাম দিকে যারা আছেন, বিগত নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার ভোট পাওয়ার জন্যে তাঁদেরকে যেমন বলতে হয়েছে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ধানের শীষে বিসমিল্লাহ্'। তেমনি আমার ডান দিকে যাঁরা আছেন, তাঁদেরকেও এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার ঈমান, আকীদা ও ধর্মীয় অনুভূতিকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে বলতে হয়েছে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ নৌকার মালিক তুই আল্লাহ্'।

যে নির্বাচনের মাধ্যমে এই সংসদে আমরা এসেছি, সে নির্বাচনে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা কিসের পক্ষে ম্যান্ডেট দিয়েছে, কিসের বিপক্ষে ম্যান্ডেট দিয়েছে আমরা যেন কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার মুহূর্তে এই কথাটি ভুলে না যাই।

২৫-০৪-৯১

www.bjilibrary.com

’৯১ এর প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় প্রসংগে আলোচনা

জনাব স্পীকার, ২৯শে এপ্রিল যে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস দেশের উপকূল অঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে গেছে তার ক্ষয়-ক্ষতির হিসাব বা কোন পরিসংখ্যান আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়।

ঘূর্ণিঝড়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত রেডিও-টেলিভিশনের মাধ্যমে সতর্কীকরণের প্রচেষ্টার সত্যিই আমি প্রশংসা করি। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমি জানতে চেয়েছিলাম, রেডিও-টেলিভিশনের সতর্কবাণী যাদের কাছে পৌঁছবে না তাদেরকে উপদ্রুত এলাকা থেকে সরাবার জন্য কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল কিনা? বলা হয়েছিল, সেসব স্থানে মাইকিং করা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা আমাদের সামনে যা এসেছে তাতে আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এই সতর্কীকরণ বাস্তবে ফলপ্রসূ হয়েছে এমন কথা বলা যায় না।

মাননীয় স্পীকার, ঘূর্ণিঝড় হয়ে যাওয়ার পর উদ্ধার তৎপরতার জন্য যে ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত ছিল, আমরা কাউকে অভিযুক্ত করতে না চেয়েও একথা না বলে পারছি না যে, যতটা ত্বরিত ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন ছিল তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। জলোচ্ছ্বাস এবং ঘূর্ণিঝড়ের মত সামুদ্রিক বিপদ-আপদের সময় নৌ-বাহিনীর একটা ভূমিকা থাকে। দুর্যোগ মোকাবেলা ও উদ্ধার পর্বে আমাদের নৌ-বাহিনী কি ভূমিকা পালন করেছে আমাদের কাছে এটা এখনও স্পষ্ট হয়নি।

মাননীয় স্পীকার, যে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় হয়ে গেল, এর উপরে আমাদের কারই হাত নাই ঠিকই, তবে গোটা বিশ্বের পরিবেশ যে সমস্ত কারণে দূষিত হচ্ছে কিংবা যে সমস্ত কারণে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে, সে সমস্ত কারণ এর পিছনে আছে কিনা, আমার মনে হয় এগুলি একটু অনুসন্ধান করে দেখার প্রয়োজন আছে, যাতে ভবিষ্যতে আমরা এগুলি থেকে আত্মরক্ষা করতে পারি।

মাননীয় স্পীকার, এ বিষয়ে আমি প্রথমেই প্রস্তাব রাখতে চাই যে, দ্রুত রিলিফ অপারেশন-এর উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। আমি চকোরিয়া উপজেলা কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করলাম। সেনাবাহিনীর তিন জন মেজর আমার কাছে বললেন, “সরকারকে বলে আমাদের জন্য সী ট্রাকের ব্যবস্থা করুন, প্রকৃত দুর্গত এলাকায় আমরা পৌঁছতে পারছি না।”

www.bjilibrary.com

মাননীয় স্পীকার, সেনা-বাহিনীর অফিসারদের এই কথা থেকে আমি বুঝলাম যে, উপায়-উপকরণের অভাবে, সময়োপযোগী যান-বাহনের অভাবে প্রকৃত দুর্গত এলাকায় তারা পৌছতে পারছেন না। এই ব্যাপারে সরকারকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। এই ব্যাপারে সী-ট্রাক রাখার ব্যবস্থা করা, স্পীড বোটের ব্যবস্থা করা এবং সেই সাথে পর্যাপ্ত হাউজিং এর ব্যবস্থা করার জন্য যে যে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন তা নিতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, জরুরীভাবে ত্রাণ শিবির খোলা প্রয়োজন। এখনও খোলা আসমানের নীচে জনগণকে দিন কাটাতে আমি নিজে দেখে এসেছি। তাদের জন্য ত্রাণ শিবির খোলা, প্রয়োজনীয় তাঁবুর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন এবং সেই সাথে যারা এখনও বেঁচে আছে, তাদের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা যায় এবং মানুষকে মহামারী থেকে রক্ষার জন্য বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। দুর্গতদের মধ্যে দ্রুত তৈরী খাবার বিতরণের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। এই তৈরী শুকনো খাবার হেলিকপ্টার ও স্পীড বোটের সাহায্যে দুর্গতদের মধ্যে পৌছার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। সেই সাথে আমি লক্ষ্য করেছি, চট্টগ্রাম ও পতেঙ্গা এলাকায় কোন মেডিকেল টীম নেই। চকোরিয়াতে গিয়ে আমি নিশ্চিত হয়েছি যে, সেখানে মেডিকেল টীম যেতে পারছে না। বাশখালীর কয়েকটি এলাকায় আমি নিজে গিয়ে দেখেছি, সেখানে লাশ এখনও ভাসছে। এই ভাসমান লাশ দ্রুত দাফনের জন্য সেনাবাহিনী উদ্যোগ নিতে পারে। যদি তাদেরকে যান-বাহনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। দ্রুত যদি লাশ দাফন এবং গবাদি পশুর মতৃদেহ সরানোর ব্যবস্থা করা না হয়, তাহলে চট্টগ্রাম মহানগরীতেও মহামারীর আশংকা আছে।

মাননীয় স্পীকার, পানীয় জলের ব্যবস্থা অপ্রতুল, এ দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন এবং পরবর্তীতে হাউজিং-এর উপরে নজর দেয়ার জন্য আমাকে অনেকেই বলেছেন। এখন যা কিছু জরুরীভাবে রিলিফ দেওয়া হচ্ছে, এগুলোতো প্রয়োজন। কিন্তু কিছু চাল, ডাল, চিড়া-মুড়ি দিয়েই যেন আপনারা দায়িত্ব শেষ না করেন। যারা গরীব, তাদের জন্য বিনামূল্যে হাউজিং-এর ব্যবস্থা করে দিতে হবে। যারা কিছুটা সচ্ছল, তাদেরকে সুদমুক্ত গৃহ নির্মাণ ঋণ দিয়ে হাউজিং-এর ব্যবস্থা করে দিতে হবে। জেলেদের একমাত্র সম্বল জাল, তা নষ্ট হয়ে গেছে। তাদের হাতে জাল পৌছানোর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। গরীব চাষীদের ব্যাপারে কি করা যায় তার সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা নিতে হবে। তবে এই মুহূর্তে জরুরী

www.bjilibrary.com

ভিত্তিতে খাদ্য দ্রব্য পৌঁছানো এবং যারা এখনও বেঁচে আছে, তাদেরকে রক্ষা করার জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আহ্বান রেখেছেন সম্মিলিতভাবে এ দুর্যোগের মোকাবিলা করার জন্য। এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রস্তাব গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই ব্যাপারে সর্বদলীয় রিলিফ কমিটি হবে, না সংসদে যারা আছে, তাদের নিয়ে সম্মিলিতভাবে রিলিফ কমিটি হবে? জাতীয় পর্যায়ে সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে কিভাবে আমরা পদক্ষেপ নিতে পারি সেদিকে নজর দেওয়ার দরকার আছে।

জনাব স্পীকার, ঘূর্ণিঝড়ের সময় সতর্কীকরণ যে ফলপ্রসূ হয়নি তার প্রধান প্রমাণ দুইটি। একটি এয়ার বেইজের চল্লিশটির বেশী বিমান ধ্বংস হওয়া এবং নেভাল বেইজের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ কাঠামো ধ্বংস হওয়া। যদি সতর্কীকরণে তাঁরা কান দিতেন, তাহলে এই ধ্বংস এড়ানো সম্ভব হতো।

মাননীয় স্পীকার, আমরা আশা করেছিলাম সরকারের পক্ষ থেকেই এই ক্ষতির রিপোর্ট আমাদের কাছে আসবে। উদ্ধারকার্য পরিচালনায় ব্যর্থতার মূল কারণ বলে দিলে আমরা সান্ত্বনা পেতাম এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমরা পরামর্শ দিতে পারতাম।

মাননীয় স্পীকার, উদ্ধারপর্বে সমস্যা সৃষ্টি হওয়া এবং সাহায্য দ্রব্য দ্রুত না পৌঁছানোর পেছনে হেলিকপ্টারের অভাব আমরা অনুভব করেছি। কিন্তু হেলিকপ্টার যে ধ্বংস হয়েছে সেটা আমাদেরকে জানানো হয়নি। দ্রুত হেলিকপ্টার জোগাড় করার জন্য উদ্যোগও দেখছিনা।

মাননীয় স্পীকার, স্থানীয় প্রশাসনের অসহযোগিতা যদি ক্ষয়ক্ষতির নিখুঁত এবং আসল চিত্র তুলে ধরার পথে কোন অন্তরায় হয়ে থাকে, তাহলে এই সরকারের পক্ষ থেকে সেটা বললে কোন অসুবিধা ছিল না। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার একটা নৈতিক দায়িত্ব বর্তমান সরকারের ছিল।

পরিবেশ দায়ী ?

মাননীয় স্পীকার, এই দুর্যোগকে act of God বলে আমরা দায়িত্ব এড়াতে পারি না। আমি এ ব্যাপারে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে খুব বেশী আলোচনা করা পছন্দ করি না। কিন্তু আমার প্রথম দিনের আলোচনায় আমি বলেছিলাম, এ ধরনের ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস-এর পিছনে পরিবেশগত কোন কারণ আছে কিনা তা অনুসন্ধান করে দেখা দরকার। দৈনিক সংবাদের উপ-সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঘূর্ণিঝড়ের মূল উৎস আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমায় পড়ে। অতএব, এ ব্যাপারটি আমাদের তলিয়ে দেখা দরকার। এই সমুদ্রে যে বিপদ-আপদ হয়, সে

www.bjilibrary.com

সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের আয়াত আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে পরিষ্কার বলেছেন-

"জাহারাল ফাসাদু ফিল্ বাররী ওয়াল বাহ্‌রী বিমা-কাসাবাত আইদিন না-স্।"

অর্থাৎ, জলে-স্থলে যে বিপর্যয়, দুর্যোগ সৃষ্টি হয়, এগুলি মানুষের হাতের কামাই। মানুষের কৃতকর্মের ফল।

আজ পরিবেশ ও বিশ্ব-প্রকৃতি আমাদের কাজে, আমাদের কারণে পরিবর্তিত হচ্ছে কিনা, সেটা দেখা দরকার। এদিকে দৃষ্টিপাত না করে শুধু act of God বা গযব বলে বাস্তবতা উপেক্ষা করা বা চাপা দেওয়ার এই প্রবণতা সুস্থ নয়।

মাননীয় স্পীকার, ত্রাণ তৎপরতায় সমন্বয়ের অভাব রয়েছে বলে জাতীয় দৈনিকগুলি বলছে। আমি এটাকে বাস্তবসম্মত বলতে চাই এই জন্য যে, বিভিন্ন দুর্যোগে ত্রাণ তৎপরতা চালাবার অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। আমরা দেখেছি যেখানে সহজে যাওয়া যায়, সরকারী ত্রাণ সেখানে পৌঁছে। এনজিওরা সেখানে পৌঁছে। আর যেখানে যাওয়া কষ্টকর, দুঃসাধ্য, দুর্গম এলাকা, সেখানে কেউ যেতে চায় না। অতএব, যদি সমন্বিত প্রচেষ্টা হত, সংসদীয় দলের সমন্বয় কমিটি হত, তাহলে সব জায়গায় সমানভাবে আমরা তৎপরতা চালাতে পারতাম। সরকার বলছেন, তারা রিলিফ দিচ্ছেন। আমরাও বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি। এটাও আমরা অস্বীকার করতে পারছি না যে, আমাদের চোখে অনেক জায়গায়ই সরকারী তৎপরতার কোন দৃশ্য ধরা পড়ে নাই। বর্ষীয়ান নেতা আব্বাস আলী খান গত পরশু রাত ১টায় ঢাকা ফিরেছেন। গত ৩ তারিখ থেকে ৭ তারিখ রাত ১টা পর্যন্ত তিনি সফরে ছিলেন। তিনি বলেছেন, অনেক জায়গা তিনি সফর করেছেন। এর কোথাও সরকারী তৎপরতা তাঁর নজরে আসে নাই। এটা বাস্তবসম্মত বলে আমি মনে করি সরকার এক জায়গায় গিয়েছে, আমরা আর এক জায়গায় গিয়েছি। যদি একটি সর্বদলীয় কমিটি হত, তাহলে সকলের প্রচেষ্টায় সমন্বিত রূপে সব জায়গায় ত্রাণ তৎপরতা চালানো সম্ভব হত।

মাননীয় স্পীকার, আমি এ সম্পর্কে কথা শেষ করে এর সমাধানের দিকে যেতে চাই। আমরা কাউকে দায়ী করতে চাই না দুর্যোগ-উত্তর পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য। যারা এখনও বেঁচে আছে, তাদের সকলের কাছে খাবার পৌঁছানো দরকার। সকলের কাছে বিশুদ্ধ পানি পৌঁছানো দরকার। মহামারী থেকে রক্ষার জন্য তাদের কাছে ঔষুধ ও চিকিৎসক পৌঁছা দরকার। সকলের মাথা গুঁজবার ঠাঁই দরকার। আমরা পত্রিকায় দেখেছি, বিভিন্ন জায়গা থেকে তাঁবু এসেছে। কিন্তু আমরা যে সমস্ত জায়গা পরিদর্শন করেছি, সেখানে কোন তাঁবু আমাদের নজরে

www.bjilibrary.com

পড়ে নাই। ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ী-ঘরের টিনের ছাপড়া আমাদের নজরে পড়ে নাই।

চাই পুনর্বাসন

মাননীয় স্পীকার, দুর্গত এলাকার লোকেরা বলেছে, রিলিফ চাই না আমরা জাল চাই, আমরা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা চাই। পুনর্বাসনের দিকটা আমাদের নজরে আনা দরকার। সেই সাথে স্থায়ীভাবে এই ঘূর্ণিঝড়ের কবল থেকে বাঁচার জন্য, উপকূলীয় এলাকায় বেড়ী-বাঁধ ও উপকূলীয় বাঁধ মজবুত করে দেওয়ার জন্য আমি প্রস্তাব রাখতে চাই। বিশ্ব ব্যাংক, ও আই সি এবং অন্যান্য দাতাদেশ প্রতি বছর আমাদের রিলিফ দিচ্ছে। আমরা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ১০ বছরের রিলিফের খরচ আমরা একবার বা দুবার কাজে লাগিয়ে মজবুত বেড়ী-বাঁধ দিয়ে এই ক্ষতি থেকে বাঁচতে পারি। সেই সাথে যে সমস্ত এলাকা ঘূর্ণিঝড়ের আওতায় পড়ে, সেখানে স্থায়ী বাসস্থান গড়ে তোলার কাজে আমরা যদি নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে পারি, তাহলেও আমরা ক্ষতি এড়াতে পারি। দুর্যোগ যে সমস্ত স্থানে আসে, সেটা মোটামুটি চিহ্নিত হয়ে গিয়েছে। সে সময় সেখান থেকে তাদেরকে তুলে আনা যায়।

মাননীয় স্পীকার, রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে কমিটি সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে। আমি তার সাথে একটু দ্বিমত পোষণ করে বলতে চাই যে, এই সংসদের মনোভাব হচ্ছে সংসদীয় গণতন্ত্র। সংসদীয় গণতন্ত্রের বাস্তবরূপ হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী হবেন নির্বাহী প্রধান।

রাষ্ট্রপতিকে আমি ধন্যবাদ দেই, তিনি জনগণের পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে নির্বাচন পরিচালনা করেছেন। সংসদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের একটি পথ দেখিয়েছেন। সম্ভবত সেইপথে যাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর হাতে রিলিফের নির্বাহী ক্ষমতা অর্পণ করেছেন। এই নির্বাহী ক্ষমতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রয়োগ করছেন, ভোগ করছেন, আমি এই কথা বলতে চাই না। এটাকে সাংবিধানিক রূপ দেওয়ার পথে আমরা দ্রুত অগ্রসর হলে এই রিলিফ তৎপরতার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করছেন সেটাকে সাংবিধানিক রূপ দেওয়ার একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, এই সর্বশেষ প্রস্তাবটি রেখে আপনার মাধ্যমে আমি আমার কথা শেষ করছি।

[০৩-০৫-৯১]

www.bjilibrary.com

মদ, জুয়া ও ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ সম্পর্কে

দুর্নীতি ও অসৎ নেতৃত্ব দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথে প্রধান বাধা। এ ব্যাধি দূর না করে জাতির উন্নয়নের চিন্তা বাতুলতা মাত্র। দুর্নীতির হাত থেকে জাতিকে বাঁচাতে না পারলে আমাদের কোন উন্নয়ন পরিকল্পনাই বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না।

সুদ ও মদ আজ গোটা সমাজকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সুদের মাধ্যমে জনগণকে শোষণ করা হচ্ছে। মাদকাসক্তি মানুষের মানবিক গুণাবলীকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

শুধু ধর্মীয় কারণেই সুদ ও মদ বর্জনীয় নয়। বরং অর্থনৈতিক ও সামাজিক শৃংখলা ও উন্নয়নের পথেও সুদ ও মদ মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর।

সুদের মাধ্যমে ধনী দেশগুলি দরিদ্র দেশগুলিকে শোষণ করছে। অন্যদিকে মদ ও নেশা জাতিকে ধ্বংস করার একটি চক্রান্ত। পরিকল্পিতভাবে মাদকাসক্তি ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে।

গোটা জাতিকে এদুটি ক্ষতিকর বিষয় সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। জাতিকে সুদ ও মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত করতে হবে।

[৩০-০৬-৯১ অর্থবিল সর্ম্পকিত আলোচনার অংশ বিশেষ।]

ব্লাসফেমী আইন প্রণয়নের দাবী

মাননীয় স্পীকার, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। আহমদ শরীফ এর আগেও বিচিত্রার সাথে সাক্ষাতকারে ইসলাম সম্পর্কে কটূক্তি করেছেন। তার উক্তির প্রতিবাদে সারাদেশে যে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে তা দলীয় কোন বিষয় নয়। শুধু জামায়াত নয়, হক্কানী আলেম সমাজসহ দলমত নির্বিশেষে সকলেই এর প্রতিবাদ করেছেন। গণআদালতীরা বেকায়দায় পড়ে এ প্রতিবাদকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার, ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে ভবিষ্যতে যাতে কেউ কটূক্তি না করে, তার জন্য আইন প্রণয়ন করতে হবে। ইসলাম ও রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে কেউ কটূক্তি করলে তার শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করতে হবে আইনের মাধ্যমে। বৃটেন ও অন্যান্য দেশে এ ধরনের আইন রয়েছে।

[ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে ডঃ আহামদ শরীফের কটূক্তি নিয়ে ০৬-১১-৯২ প্রদত্ত বক্তব্য]

www.bjilibrary.com

সন্ত্রাস দমন বিল সম্পর্কে

মাননীয় স্পীকার, দেশের বিরাজমান আইন-শৃংখলাজনিত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য নতুন কোন আইনের প্রয়োজন ছিল না। সন্ত্রাস দমন আইন পাস করা হলে বিএনপির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে। বিএনপির যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে তাতে তারা সহজেই যে কোন বিল পাস করিয়ে নিতে পারে। আমরা একটা দায়িত্বশীল বিরোধীদল হিসেবে সরকারের বিবেকের কাছে একটি আবেদন করতে চাই, এমন কোন আইন পাস করবেন না যা জনগণের ভোগান্তি বাড়াবে।

জনাব স্পীকার, প্রচলিত আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে সন্ত্রাস দমন সম্ভব। প্রয়োজনে বাংলাদেশ ফৌজদারী দন্ডবিধির কিছু সংযোজন-বিয়োজন করলেই বর্তমানের প্রয়োজন পূরণ হতে পারে। সন্ত্রাস দমন আইনটিতে যে সকল ধারা সংযোজিত রয়েছে তা প্রচলিত দন্ডবিধিতেও আছে। নতুন আইনে শুধু শাস্তির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে।

জনাব স্পীকার, দন্ডবিধির ৩৮৩, ৩৮৪, ৩২৭ ও ৪২৭ ধারায় সন্ত্রাসের সংজ্ঞা নির্ধারণ ও শাস্তির বিধান সন্নিবেশিত আছে। সন্ত্রাস দমন আইনে এসবের সাথে শুধু শাস্তির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। একথা মনে রাখতে হবে, শুধু শাস্তির মেয়াদ বাড়ালেই সন্ত্রাস বন্ধ হবে না। সন্ত্রাসের উৎসমুখও বন্ধ করতে হবে। আমার আশংকা হয় এই বিলের মাধ্যমে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকে যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তাতে সাধারণ মানুষ সহ রাজনৈতিক কর্মীরা নির্যাতনের শিকারে পরিণত হতে পারে।

মাননীয় স্পীকার, সন্ত্রাস দমনের ব্যাপারে একটা জাতীয় ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু সরকার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টি এবং সময়োচিত পদক্ষেপ নিতে না পারায় সে সুযোগ নষ্ট হয়েছে। এ ব্যাপারে সংসদীয় কমিটি হয়েছিল, কিন্তু সরকার কমিটির বিষয়ে তেমন উৎসাহ দেখায়নি।

জনাব স্পীকার, জননিরাপত্তা আইন পাকিস্তানকে রক্ষা করতে পারেনি। বিশেষ ক্ষমতা আইনে আওয়ামী লীগের বিপর্যয় ঠেকানো যায়নি। এই আইনের পরিণতি কি হবে, আল্লাহই ভালো জানেন। ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের পটভূমি তৈরী করেছিল গণবাহিনীর বেআইনী ও হঠকারী কার্যক্রম। আর ১৯৯২ সালে সন্ত্রাস দমন আইনের প্রেক্ষাপট তৈরী করেছে তথাকথিত গণ আদালতের অবৈধ কার্যক্রম। সেদিনের গণবাহিনীর নব্য সংস্করণ হচ্ছে আজকের এই গণ আদালত।

জনাব স্পীকার, মানব রচিত আইন সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার পটভূমিতে আল্লাহ প্রদত্ত আইনকে গ্রহণ করতে পারলে সমাজে শান্তি-শৃংখলা ফিরে আসবে।

১-১১-৯২

www.bjilibrary.com

সংসদকে কার্যকরী করা প্রসংগে

মাননীয় স্পীকার, সংসদীয় গণতন্ত্র চালুর পর প্রথম অধিবেশন চলছে। সংসদের গুরুত্ব বেড়েছে না কমেছে— এ প্রশ্ন কেউ করলে তার ইতিবাচক জবাব দেয়ার কিছু নেই। কাউলের পার্লামেন্টারী প্রাকটিস-এ সংসদ নেতার দায়িত্ব সম্পর্কে বলা আছে, সংসদ নেতা বা নেত্রী প্রশ্নোত্তর এবং সংসদের পরবর্তী কার্যক্রম শুরুর সময় বেশীর ভাগ সময় সংসদে উপস্থিত থাকবেন। বিরোধী দলের বক্তব্য ও দাবীর জবাব প্রদান সহ সংসদ নেতার প্রধান কাজ স্পীকারকে সংসদ পরিচালনায় সহায়তা করা। সদস্যদের রীতিবিরুদ্ধ আচরণ নিয়ন্ত্রণ করবেন তিনি। সংসদ নেতা যদি কোন কারণে একান্তই সংসদে উপস্থিত থাকতে না পারেন তবে উপনেতাকে দায়িত্ব পালনের জন্য বলবেন। সংসদ নেতা বা উপনেতাকে অবশ্যই অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে হবে।

জনাব স্পীকার, সংসদকে অর্থবহ ও কার্যকর করতে সংসদ নেত্রীর যে কার্যকরী ভূমিকা পালনের দরকার ছিল, তা দেখছি না। তাঁর প্রতি যথাযথ সম্মান দেখিয়েই বলতে চাই, যার নেতৃত্বে আজ আমরা সংসদীয় গণতন্ত্রে উত্তরণে সক্ষম হয়েছি, তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ সংসদে হচ্ছে কি— না তা জানতে চাই। যদি না হয়, তবে সে সম্পর্কে স্পীকারের রুলিং চাই।

জনাব স্পীকার, উত্তরাঞ্চলের পরিস্থিতি ও শিক্ষাংগনের সন্ত্রাস নিয়ে আলোচনার সময় সংসদ নেত্রী উপস্থিত ছিলেন না। মন্ত্রীদের বেশীর ভাগই সংসদে অনুপস্থিত থাকেন। গতকাল পুলিশের এস, আই পদে ২১৩ জনকে নিয়োগ সম্পর্কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এর জবাব দেননি। অথচ মন্ত্রীদের জবাবদিহির ফোরাম এই সংসদ।

জনাব স্পীকার, সংসদ উপনেতার প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে। কিন্তু তার যোগ্যতার পূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে না। তিনি মন্ত্রী পরিষদের প্রতিনিধিত্ব করেন না। পূর্বের দু'টি অধিবেশনের তুলনায় দ্বাদশ সংশোধনী পাশ হওয়ার পর এই অধিবেশনের গুরুত্ব কমেছে না বেড়েছে, তা পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। ভাবিষ্যতে যাতে সংসদ কার্যকরী হয় তার জন্য স্পীকারের সিদ্ধান্ত চাই। জাতির আশা-আকাংখা পূরণে সংসদ নেত্রীর ইতিবাচক ভূমিকা দেখতে চাই। (জনাব নিজামীর বক্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে সংসদ উপনেতা কিছু মন্তব্য করেন, যার জবাব জনাব নিজামী পরে দেন।)

www.bjilibrary.com

মাননীয় স্পীকার, সংসদ উপনেতা আমার বক্তব্য সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি। সংসদে আমি শুরু থেকেই গঠনমূলক ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের চেষ্টা করেছি। যে সদিচ্ছা, আন্তরিকতা ও দেশত্ববোধ থেকে আমরা বি, এন, পি কে সরকার গঠনের সহযোগিতা করেছি, একই আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা নিয়ে আজ গঠনমূলক পরামর্শ দিয়েছি। কোন নেতিবাচক বক্তব্য নয়, ইতিবাচক কথা বলেছি। উপনেতা আমার বক্তব্যকে উদ্দেশ্যমূলক বলে বর্ণনা করে আমার যোগ্যতা, আন্তরিকতা ও সদিচ্ছাকেই চ্যালেঞ্জ করেছেন। আমার মর্যাদাকে খাটো করেছেন। আমি নই, আমাকে কেউ সংসদে কথা বলিয়েছে -এ কথা বলে আমার আত্মমর্যাদাবোধ ও আন্তরিকতায় আঘাত হেনেছেন। সংসদ উপনেতা যুক্তি দিয়ে আমার বক্তব্য খন্ডন না করে যেভাবে আমার উদ্দেশ্যকে চ্যালেঞ্জ করেছেন, তাতে সংসদে খোলামেলা আলোচনা বাধাগ্রস্থ হবে। সংসদ উপনেতা তার দু'টি আক্রমনাত্মক বক্তব্য প্রতাহার না করলে আমাদের পক্ষে সংসদের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ সম্ভব নয়। (জনাব নিজামীর বক্তব্যের পর সংসদ উপনেতা ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী জনাব নিজামী সম্পর্কে তার মন্তব্য প্রত্যাহার করে নেন এবং এ জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।)

০৫-১১-৯১

www.bjilibrary.com

২৮শে ডিসেম্বর'৯৪ জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগ করার পর জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্যবৃন্দ সংসদ ভবন ত্যাগ করার পূর্বে সংসদীয় কার্যালয়ের সামনে দন্ডায়মান

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক অতি সুপরিচিত নাম।তিনি একজন প্রখ্যাত আলেম, ইসলামী চিন্তাবিদ, আদর্শ সংগঠক, বাগ্মী, গবেষক, লেখক এবং আপোসহীন সংগ্রামী নেতা হিসাবে দেশবাসীর নিকট সমাদৃত।

জন্ম ও বংশ পরিচয়ঃ তিনি ১৯৪৩ সালের ৩১শে মার্চ পাবনা জেলার সাঁথিয়া থানার মনমথপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত খান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম লুৎফর রহমান খান, দাদা মরহুম গওহার উদ্দিন খান এবং নানা তফিজউদ্দিন ফকির সাঁথিয়া থানার সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন।

শিক্ষা জীবন ঃ তিনি নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে ১৯৬৩ সালে কামিল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে ২য় স্থান অধিকার করেন এবং ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন।

সংগ্রামী ছাত্র নেতা ঃ ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের একজন কর্মী হিসাবে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। ১৯৬১ সালে তিনি তদানীন্তন পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘে যোগদান করেন এবং ১৯৬৬-৬৭, ১৯৬৭-৬৮ ও ১৯৬৮-৬৯ সেশনে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি এবং ১৯৬৯-৭০ ও ১৯৭০-৭১ সেশনে তদানীন্তন নিখিল পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তাঁর দায়িত্ব পালনকালে ১৯৬২ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও মাদ্রাসা ছাত্রদের দাবী-দাওয়া আদায়ের আন্দোলনেও নেতৃত্ব প্রদান করেন।

ইসলামী আন্দোলনের সংগ্রামী জননেতা ঃ ছাত্রজীবন সমাপ্ত করে ১৯৭১ সালে তিনি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। তিনি ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত ঢাকা মহানগরী জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৩ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল এবং ১৯৮৮ সালের ১৮ই ডিসেম্বর থেকে অদ্যাবধি সেক্রেটারী জেনারেল হিসাবে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ১৯৯১ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত ৫ম জাতীয় সংসদে জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় দলের নেতা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

সমাজসেবক ও বহুমূখী সংগঠক ঃ তিনি সাঁথিয়ার ইমাম হোসাইন একাডেমী ও বেড়া আল ইসলাম ট্রাস্টের চেয়ারম্যান, মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী রিসার্চ একাডেমীরও ভাইস চেয়ারম্যান।

লেখক ও সাংবাদিক ঃ তিনি সাংবাদিক ও সাহিত্যিক হিসাবে এক সময় দৈনিক সংগ্রাম, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা ও মাসিক পৃথিবীর নিয়মিত লেখক ছিলেন। এ যাবত তাঁর ১২টি বই প্রকাশিত হয়েছে এবং তা পাঠক মহলে সমাদৃত হয়েছে।

বিদেশ সফর ঃ তিনি সৌদি আরব, কাতার, বাহ্‌রাইন, সংযুক্ত আরব আমীরাত, জাপান, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ সফর করেন। তিনি বসনিয়া হার্জেগোভিনা, কাশ্মীর, ফিলিস্তিন সহ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।

সংসদ সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন ঃ তিনি ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনে সাঁথিয়া-বেড়া নির্বাচনী এলাকা থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর সংসদীয় দলের নেতা হিসাবে ৫ম জাতীয় সংসদে ১৯৯১ সাল থেকে ১৯৯৪ সালের ২৮ শে ডিসেম্বর পদত্যাগ করা পর্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। তিনি সংসদ সদস্য থাকাকালে, কার্য-উপদেষ্টা কমিটি, বিশেষ অধিকার কমিটি, পিটিশন কমিটি ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়ক কমিটির সদস্য হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।